জয়পাল

ইতিহাসমূলক নাটক।

শ্রীপ্রমথনাথ মিত্র

প্রণীত।

"What is writ, is writ;
Would it were worthier!"

Byron.

"Ah! who can tell how hard it is to climb
The steep where Fame's proud temple shines afar!"

Bea

"মন্দঃ কবিযশঃ প্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাং"

কালি

কলিকাতা।

নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, আলবার্ট যন্ত্রে,

বসু দ্বারা মুদ্রিত।

জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৩ সাল।

কাব্যামোদী, বিদ্যোৎসাহী, বিদ্যানুরাগী

শ্রীযুক্ত বাবু চারুচন্দ্র মিত্র

অকৃত্রিম বান্ধববরেষু।

চারু!

প্রকৃত বন্ধুত্ব জগতে দুর্লভ। কিন্তু তোমার শুভ বন্ধুত্ব-সূত্রে বদ্ধ হইয়া আমার সে অভাব মোচন হইয়াছে। সেই বন্ধুত্বের চিহ্নস্বরূপ "জয়পালকে" তোমার হস্তে অর্পণ করিলাম। ইহা আমার অতি প্রিয়বস্তু,—তোমার প্রিয়বস্তুর প্রিয়বস্তু; নিশ্চয়ই তুমি ইহাকে প্রিয়চক্ষে দেখিবে। তুমি কাব্যামোদী; মৎপ্রণীত এ কাব্য নিতান্ত মন্দ হইলেও, নিশ্চয়ই তুমি ইহাকে লইয়া আমোদ করিবে। ইহার জন্য তুমি যে পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছ, তাহাতে ইহা তোমারই বস্তু তোমাকেই দেওয়া হইল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিমধিকমিতি।

গড়পার,
জ্যৈষ্ঠ, সন ১২৮৩ সাল।

তোমারই প্রিয়তম
প্রমথ —

দুই একটি কথা

[illegible]লিকণ্ডুয়ণব্যাধিশান্তির জন্যই হউক, অথবা "মন্দঃ কবিযশঃ প্রার্থী" হই[illegible]ই হউক, যে কারণেই হউক, পাঠকগণ, বৎসরদ্বয় পরে পুনর্ব্বার আপনাদিগের নিকট উপস্থিত হইলাম। এক জন সুযোগ্য নাটককার এক-বার বলিয়াছিলেন "কুক্কুর, [illegible] ও গ্রন্থকার তিনই সমান,—প্রশ্রয় পাইলে মাথায় উঠিয়া বসে,"—এই প্রাচীন কথার আমিও পুনরুল্লেখ করিতেছি। পাঠকগণ! আমার "নগ-নলিনীতে" আপনারা আমাকে প্রশ্রয় দিয়াছিলেন, আমি সেই আশায় এবারও অগ্রসর হইলাম। এখানিও নাটক; জানি না, "জয়পাল" আপনাদের মনোরঞ্জন করিতে পারিবে কি না। তাহাতে আবার আমার একটি সুযোগ্য বন্ধু ইহার পাণ্ডুলিপি দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "ইহাতে অন্যান্য অনেক গ্রন্থের ছায়া পড়িয়াছে।" স্বীকার করি যে, তাহা হইলেও হইতে পারে,—স্থানসমতায়, অবস্থাসমতায় এরূপ ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। কিন্তু লিখিবার সময় আমি ইহার কিছুই জানিতে পারি নাই; এমন কি, বন্ধু যে যে গ্রন্থের নাম করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে অনেক গুলি আমার নিতান্ত নূতন বোধ হইয়াছিল, সে গ্রন্থগুলির নাম বোধ হয়, আমি কখন তৎপূর্ব্বে শুনিও নাই। যাহা হোক, ইহাকে মস্ত দোষ বলিতে হইবে। তাহাতে উক্ত বন্ধু আমাকে ভরসা দিয়া বলিলেন "তুমি ইহার জন্য চিন্তিত হইও না, অনেক ভাল ভাল ইংরাজি গ্রন্থেও এরূপ দেখিতে পাওয়া যায়—ইহাকে দোষ বলা যায় না। তবে বাঙ্গালিদের বিবে-চনায় ইহা "কাপি" (Copy) বা চুরি বটে, কিন্তু ইংরাজেরা ইহাকে "পেরেলেল্ পেসেজ" (Parallel passage) বলিয়া আদর করিয়া গ্রহণ করেন। বাঙ্গালি-

দের মুখে ছাই, তাঁহারা কেবল লোকের দোষ দেখিয়াই বেড়ান, লোককে কোন প্রকারে নিরুৎসাহ করাই তাঁহাদের প্রধান কর্ম্ম; যাহা হউক, যদি কেহ কিছু বলে, ত তুমি তাহাকে আমার নিকট পাঠাইয়া দিও, আমি তাহাকে এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেখাইয়া দিব।" এই আশ্বাস বাক্যেই হউক, অথবা আনত অন্য কোন গ্রন্থ হইতে কিছুই গ্রহণ করি নাই বলিয়াই হউক, ঐ সকল দোষ সত্বেও আমি ইহা জনসমাজে প্রকাশ করিলাম। ঐ সকল দোষ সত্বেও "জয়পাল" যদি আপনাদের মনোরঞ্জন করিতে পারে, তাহা হইলে জানিব আপনারা অতি মহানুভব, নচেৎ যাঁহার আশ্বাস বাক্যে মুগ্ধ হইয়া অবিবেচকের ন্যায় আমি এই গ্রন্থ প্রকাশ করিলাম, তাঁহার কথাতেই আমাকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। পাঠকগণ! এই আমার দুই একটি কথা। ইতি

গড়পার,
জ্যৈষ্ঠ,
সন ১২৮৩ সাল।

গ্রন্থকারস্য।

☞ পুনশ্চ,—২৩ পৃষ্ঠা, ১ পংক্তিতে "যার মোহিনী আমার চিত্তপটে"র পরিবর্ত্তে "যার মোহিনী 'মূর্ত্তি' আমার" ইত্যাদি পাঠ করিবেন। 'মূর্ত্তি' কথাটী উহ্য করিয়া লইলে নিতান্ত বাধিত হইব।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

জয়পাল	...	...	...	লাহোরের রাজা।
অনঙ্গপাল	...	...	...	রাজপুত্র।
সংগ্রামসিংহ	...	...	...	জয়পালের সেনাপতি।
বিজয়কেতু	...	...	...	সহকারী সেনাপতি।
সদানন্দ	...	...	...	রাজ-সংসারে প্রতিপালিত।
সুলতান মামুদ	...	...	...	গজনির রাজা।
রোহিম আলি	...	...	...	সুলতান মামুদের সেনাপতি।

স্ত্রী।

লক্ষ্মীদেবী	...	...	...	জয়পালের পাটেশ্বরী।
স্বর্ণকুন্তলা	...	...	...	জয়পালের কন্যা।
সুলোচনা } বিচক্ষণা }	...	...	...	স্বর্ণকুন্তলার সখীদ্বয়।
তপস্বিনী।				

রাজগুরু, রাজমন্ত্রী, সৈন্য, সৈন্যাধ্যক্ষ, দূত, রক্ষক, কঞ্চুকী, ইত্যাদি।

ইন্দ্র ও অপরাপর দেবগণ, শচীদেবী, অপ্সরীগণ ইত্যাদি।

(গীত গাইতে গাইতে সুলোচনার প্রবেশ)

গীত।

রাগিণী ঝিঁ ঝিঁট্ খাম্বাজ। তাল কাশ্মিরী খেম্‌টা।

আয় লো সহচরি ভ্রমিতে এ উপবনে;
মলিন ভানু তনু মিলায়ে গেছে গগণে।
শীতল সমীরণ, করিতেছে বিচরণ,
নাচায়ে কুঞ্জবন, সুকোমল পরশনে।
ফুটিছে ফুলদল, ছুটিতেছে পরিমল,
নাহি আর ভৃঙ্গকুল, চুম্বিতে চারু বদনে।
কাঁদিছে কমলিনী, হাসিতেছে কুমুদিনী,
নাচিছে চন্দ্রকলা, সরসীর নীর সনে।

(বিচক্ষণার প্রবেশ)

বিচ। আমি বলি বুঝি কোকিল, বুলি শিখে এসে এই উপবনে বসে গান কচ্চে, তা নয়, আমার প্রিয়সখী সুলোচনাই এই সুধাবর্ষণ কচ্চেন।

সুলো। কেও—বিচক্ষণা না কি? এ যে মেঘ না চাইতে জল!

বিচ। এমনি তোমার গানের আকর্ষণ!

সুলো। টানে না কি?

বিচ। টানে বৈ কি! যেমন—

মুরারি মুরলী বাজি সুমধুর তানে,
আনে টেনে রাই রতনে মঞ্জু কুঞ্জবনে।

সুলো। দিবসে বিবশা রাধে বেণু-রব শুনে।
তাতে আবার সন্ধ্যাকাল, না জানি আরও কত হবে।

বিচ। মিলো কৈ?

সুলো। এমন রাইমুরারির মিলন হ'ল আরও বল কৈ ?

বিচ। রাইয়ের মুরারিটী যে মেয়ে মানুষ।

সুলো। সে ত সুখের বিষয়। রাইয়ের বড় ভাগ্য বল্‌তে হবে যে, তাঁকে যেন নিষ্ঠুরের হাতে পড়্‌তে হ'ল না।

বিচ। নিষ্ঠুর কে ?

সুলো। পুরুষ মানুষ।

বিচ। এটী তোমার মস্ত ভুল। নিষ্ঠুর পুরুষ মানুষ নয়, নিষ্ঠুর মেয়ে মানুষ।

সুলো। কিসে ?

বিচ। সাক্ষী আমাদের রাজনন্দিনী। দেখ, সংগ্রামসিংহ তাঁর জন্য এত লালায়িত, কিন্তু তিনি যদি তাঁকে উকুনটীর মত পান ত নখে তুলে মারেন।

সুলো। এক রাজনন্দিনীর জন্যই কি স্ত্রীজাতটা নিষ্ঠুর হ'ল ?

বিচ। তবে তোমারও কে এক জনের জন্য কি পুরুষ জাতটা নিষ্ঠুর হল ?

সুলো। আমার আবার কে লো ?

বিচ। অবশ্য কেউ আছে,—তা না হলে তুমি শিখ্‌লে কোথা ?

সুলো। লোকে বলে, তাই বল্লুম। যা হোক্, এখন রাজনন্দিনী কোথা ?

বিচ। বল্‌তে পারি না, বোধ হয় অন্তঃপুরে আছেন।

সুলো। দেখ, রাজ্ঞী বল্‌চেন এই মাসের মধ্যেই সংগ্রামসিংহের সঙ্গে রাজকুমারীর বিবাহ দেবেন ; কিন্তু মহারাজ বল্‌চেন আর কিছু দিন যাক, স্বর্ণকুন্তলার এখনও বিবাহের সময় হয় নাই। বড় রঙ্গ হয়েছে— রাজ্ঞীর কথা শুন্‌লে রাজকুমারীর মুখটী চুণ্ হয়ে যায়, কিন্তু আবার মহারাজের কথা শুন্‌লে তাঁর সেই বিরস মুখে একটু সরস হাসি দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

বিচ। সংগ্রামসিংহের সঙ্গে এ বিবাহ হওয়া দুর্ঘট।

সুলো। কেন ?

বিচ। দেখে জান্‌তে পাচ্চ না ; সংগ্রামসিংহ রাজনন্দিনীর চক্ষের বিষ— বরং বিজয়কেতু——

স্থলো। ওকথা মুখে এনো না। মহারাজ প্রতিজ্ঞা করেচেন, সংগ্রাম-
সিংহের সঙ্গে রাজকুমারীর বিবাহ দিবেন।

বিচ। তাতো জানি, কিন্তু রাজনন্দিনীর ভাব গতিক দেখে যে বল্‌তে
হয়।

স্থলো। ভাবগতিক আর কি? রাজকুমারী বাল্যকাল হ'তে বিজয়কেতুকে
ভালবাসেন, সেই ভালবাসা এখনও আছে, প্রণয় তো জন্মায় নাই।

বিচ। ঐ ভালবাসা পেকে উঠ্‌লেই প্রণয় জন্মে!

স্থলো। তা হ'তে পারে বটে, আর সেই বিবেচনায় বোধহয় রাজ্ঞী শীঘ্র শীঘ্রই
এই বিবাহকার্য্য সম্পন্ন কত্তে চাচ্চেন।

বিচ। আমরও বোধ হয় তাই। কারণ লক্ষণ বড় ভাল নয়, রাজকুমারীর
সম্মুখে সংগ্রামসিংহের নামটী অবধি করবার যো নাই, ও নাম শুন্‌লে
যেন একেবারে জ্বলন্ত আগুণের মত হন; কিন্তু তখনই যদি আবার
বিজয়কেতুর নামটী হয় ত সে আগুণ যেন একেবারে নিবে যায়। এ
ভাবের কি ভাব?

স্থলো। প্রেমের স্বভাব। তার সাক্ষী ঐ সরোবরে দেখ;——

বিমল সরসী-নীরে সুকোমল নলিনী,
নিদাঘ-তপন-তাপে নহে কভু মলিনী;
নিশিতে সুশীত চারু চন্দ্র-কর-মিলনে,
কাঁদে সতী প্রাণপতি-দিনপতিবিহনে।

চন্দ্রের সুশীলতা আর শীতলতা গুণ আছে বলেই কি সে নলিনীর প্রিয়
হবে? নলিনী ভালবাসে সূর্য্যকে, তা সূর্য্য যতই প্রখর হোন্ না কেন,
নলিনীর যে প্রিয়পাত্র সেই প্রিয়পাত্র। সংগ্রামসিংহ রূপে, গুণে, কুলে,
শীলে, উৎকৃষ্ট বটে—রাজপুত্র, বীরপুরুষ, বিদ্বান; কিন্তু তা হলে কি
হয়, স্বর্ণকুন্তলার ভালবাসা অন্যের প্রতি।

বিচ। কিন্তু বিজয়কেতুও ঐ সকল গুণে ভূষিত, তবে রাজপুত্র নন, এই যা
বল।

সুলো । তা যেমনই হোন্, রাজকুমারীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হ'তে পারে না, কারণ, মহারাজ সংগ্রামসিংহের কাছে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ ।

বিচ । তা না হোক, তবু বলি বিজয়কেতুর মুখশ্রী খানি বড় সুন্দর । দেখেচ কেমন মাধুর্য্যময় ! ও রকমটী যেন অন্য পুরুষে নাই ; তাতে আবার কেমন ধীর প্রকৃতি, কেমন বিনয়ী, মনে অহঙ্কারের নাম মাত্রও নাই, বীরত্ব,—তা সংগ্রামসিংহের অপেক্ষা কম্ই বা কি ? তিনি সহকারী সেনাপতির পদ পাবেন ।

সুলো । সংগ্রামসিংহ সেনাপতির পদ পাবেন !

বিচ । তবে দেখ্‌ছি রাজকুমারীকে শেষে সেনাপত্নী হ'তে হ'বে । (রোরুদ্যমানা স্বর্ণকুন্তলাকে অস্পষ্ট দেখিয়া) ওকি ! দেখ দেখ, যেন একটী স্বর্ণলতায় বিদ্যুৎ খেল্‌চে !

সুলো । ও যে কে বসে কাঁদ্‌চে । হেমাঙ্গীর চঞ্চল চক্ষের জলে চন্দ্রকিরণ পড়াতে ঠিক বিদ্যুতের মত দেখাচ্চে । ভাল, এমন সময় ওখানে বসে কাঁদ্‌ছে কে ? তপস্বিনী না কি ?

বিচ । তাঁর চক্ষে জল কেন ? তিনি ও জন্যে আগে জলাঞ্জলি দিয়েছেন— তবে তপস্বিনী হয়েছেন ! আমার বোধ হয়, রাজনন্দিনী ঐ বিয়ের কথা শুনে নিরুপায় ভেবে মনের দুঃখে কাঁদচেন । চল, গিয়ে দেখি, কে । (উভয়ের তৎসন্নিধানে গমন) রাজনন্দিনীই বটে ! চিন্তাতরঙ্গে মনকে ভাসিয়েছেন ।

স্বর্ণ । হা ! (দীর্ঘনিশ্বাস)

সুলো । ঐ এক ঢেউ ।

বিচ । আমরা এত নিকটে থেকে কথা বার্ত্তা কচ্চি, তবুও উনি কিছু জান্‌তে পাচ্চেন না ।

সুলো । ডাক্‌বো ?

বিচ । না, ডেকে কায নাই । এস, একটী মজা করি । আমরা যে ওঁকে দেখ্‌তে পেয়েছি, উনি যেন না জান্‌তে পারেন, এস দুজনে সেই গানটী গাই—যেন আমরা গাইতে গাইতেই এ দিকে এলুম ।

বিচ। সেই ভাল।

গীত।

রাগিনী কাফি সিন্ধু তাল জং।

বিধুবদন, কেন মলিন এমন ?
অঞ্চলে ঢেকেছ কেন চঞ্চল নয়ন ?
কেন নিরজনে, বসি সুলোচনে,
কেন করিছ রোদন ?——
তড়িত-জড়িতা, যেন স্বর্ণলতা
শোভিছ সখি, এখন !
দেখলো সজনি, আসিছে রজনী
পরি রজত বসন !——
নবীনা যুবতী, হাসে বসুমতী,
তুমি কাঁদ কি কারণ ?

স্বর্ণ। (সচকিতে) এ কি স্বরতরঙ্গ, না, সুধাতরঙ্গ ?

সুলো। এ স্বরতরঙ্গও নয়, সুধাতরঙ্গও নয়, এ প্রেমের রঙ্গ।

নেপথ্যে। সুলোচনা! রাজ্ঞী তোমাকে ডাকৃচেন।

সুলো। বিচক্ষণা! তুমি ভাই দেখ, আমি শুনে আসি।

[প্রস্থান।

বিচ। (নিকটে গিয়া) রাজনন্দিনি! একি ?

মন দেখি ভাঙ্গা ভাঙ্গা, নয়ন হয়েছে রাঙ্গা
তুমি কেঁদেছ কি সখি ?

স্বর্ণ। না।

বিচ।——

তবে কি মনের ভুলে, প্রদোষে রজনী বলে
নিদ্রার কোমল কোলে, শুয়েছিলে সখি ?

স্বর্ণ। না।

বিচ। এও নয়, ওও নয়, তবে তোমার হয়েচে কি ?

স্বর্ণ। আমার অসুখ করেচে।

বিচ। অসুখ করেচে তো উপবনে কেন ?

স্বর্ণ। আমার বড় গা জ্বালা কচ্চে।

বিচ। এ অসুখের কারণ আমি বুঝেছি। আমারও এক বার ঐ রোগ হয়, কিন্তু ঠেকে শিখে এখন আমি আবার স্বয়ং বৈদ্য হয়ে বসেচি। বলি রাজনন্দিনি (কর্ণে কর্ণে কথন)।

স্বর্ণ। কে বল্‌লে ?

বিচ। বল্‌বে আবার কে ? আমি স্বচক্ষে দেখিছি, স্বকর্ণে শুনেচি।

স্বর্ণ। কোথা ?—না, মিচে কথা।

বিচ। এইখানেই।—হাঁ, সত্য কথা।

স্বর্ণ। তামাসা কচ্চো ?

বিচ। তোমার দিব্যি রাজনন্দিনি, তামাসা কচ্চি না। বলত এখানে ডেকে আনি।

স্বর্ণ। না।

বিচ। আমার কাছে লজ্জা কি ? তোমার রোগের ঔষধ ঐ। বৈদ্যের কাছে কি কিছু গোপন কত্তে আচে ?

স্বর্ণ।—(নিরুত্তর)

বিচ। তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি আস্‌চি।

[গীত গাইতে গাইতে প্রস্থান।

গীত।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল কাওয়ালি।

একাকিনী কাঁদি কুঞ্জ-কাননে,
সজনি, যাতনা আর সহেনা প্রাণে !

না হেরি প্রাণের হরি, ধৈরজ ধরিতে নারি,
করিকি উপায় ?
মরি মরি তার বিরহবাণে। —
কে আছে সখি এমন, আনি দিবে শ্যামধন,
প্রিয় কানুরে,
যার তরে নীর ঝরে নয়নে।
মনের বাসনা যাহা, না পারি ফুটিতে তাহা
গুমরি মনে ;
কেন প্রেম করেছিনু গোপনে !

স্বর্ণ। কি লজ্জা ! এ গীতের দ্বারা আমারই অবস্থা বর্ণন কচ্চে। (ক্ষণপরে) লজ্জাই বা আর কেন ? এই সরোবরের জলে লজ্জাকে বিসর্জ্জন দি, মুক্তকণ্ঠ হই। আজ মুক্তকণ্ঠে বিজয়কে পতি সম্বোধন করি——

(বিজয়কেতুর প্রবেশ)

বিজ। রাজনন্দিনি ! এ অধীনকে কি জন্য স্মরণ করেচেন, অনুমতি করুন, আমি পরম আহ্লাদের সহিত আপনার কার্য্য সম্পন্ন করি।

স্বর্ণ। আমার কাছে তোমার এত বিনয় কেন ?

বিজ। বলেন কি রাজনন্দিনি ! আমি যে আপনাদের ভৃত্য।

স্বর্ণ। না, আপনাকে আপনি এত হীন বিবেচনা করো না।

বিজ। হীন ব্যক্তি আপনাকে হীন বিবেচনা করবে তাতে ক্ষতি কি ?

স্বর্ণ। বিজয় ! তাতে আমি মনে বড় ব্যথা পাই।

বিজ। (স্বগত) এ কি ? এ কি রাজকুমারীর অনুগ্রহ ? (প্রকাশ্যে) এ দাসের প্রতি আপনাদের যথেষ্ট অনুগ্রহ আছে।

স্বর্ণ। আবার দাস বল কেন বিজয় ?

বিজ। আবার বলি, আমি আপনার দাস। আমি যখন মহারাজের দাস

তখন আপনারও দাস। দাস দাসত্ব স্বীকার কচ্চে তাতে আপনি ব্যথিত হচ্চেন কেন?

স্বর্ণ। (বিজয়কেতুর হস্ত ধরিয়া) বিজয়! আমার বাল্যসখা বিজয়!——

(সংগ্রামসিংহের প্রবেশ)

সংগ্রা। (গম্ভীর স্বরে) রাজনন্দিনি, এ কি?

স্বর্ণ। (ত্রস্তভাবে উঠিয়া) কি সংগ্রামসিংহ?

সংগ্রা। উপবনের নির্জ্জনভাগে বসে বিজয়কেতুর সঙ্গে তোমার এ—কি?

স্বর্ণ। এ আর কিছুই নয়, সংগ্রামসিংহ, এ পবিত্র দাম্পত্য।

বিজ। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ!

সংগ্রা। কি? দাম্পত্য? এই কি তোমার সতীত্ব?

স্বর্ণ। আমার সতীত্বে তোমার কি?

সংগ্রা। তাতে আমারই সম্পূর্ণ প্রয়োজন,—প্রয়োজন কেন, সম্পূর্ণ অধিকার। মহারাজ আমাকে সে অধিকার দিয়েছেন। মহারাজের প্রতিজ্ঞা তুমি কি একেবারে বিস্মৃত হয়েছ? দুদিন পরে তুমি যার পরিনীতা স্ত্রী হবে তার সম্মুখে অন্যের সহিত দাম্পত্য? আচ্ছা, এর শিক্ষা কাল মহারাজের কাছে পাবে।

স্বর্ণ। তোমার ক্ষমতায় যা হয় তাই করো। [প্রস্থান

সংগ্রা। (বিজয়কেতুর প্রতি) ওরে নরপিশাচ! এই কি তোর ধর্ম্ম? এই কি তোর কৃতজ্ঞতা? যে তোকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার মত স্নেহ করে, যে তোকে অপরিমিত আয়াস ও পরিশ্রম সহকারে অতি দুর্লভ শস্ত্রবিদ্যা-তেও নিপুণ করেছে, যার অনুগ্রহে কাল তুই সহকারী সেনাপতির পদ পাবি, তুই তারই হৃদয়ে কঠিন ছুরিকাঘাত করলি? অসীম মনোবেদনায় নিপতিত কর্‌লি? তুই যে বিশ্বাসঘাতকতা, যে কৃতঘ্নতা করেছিস্, এই তার উচিত প্রতিফল। (তরবারি আঘাত)

বিজ। (স্বীয় অসিদ্বারা আঘাত নিবারণ করিয়া) অকারণ আপনি আমার উপর রুষ্ট হচ্চেন, অকারণ আমাকে আঘাত করছেন। রাজকন্যার প্রতি আমার মাননীয়া প্রভু কন্যা ভিন্ন অন্য কোন ভাব নাই।

সংগ্রা। আবার মিথ্যা বলে রসনাকে অপবিত্র কর্‌ছিস্, দুরাত্মা?

বিজ। কখনই না, কখনই আপনার সম্মুখে মিথ্যা বল্‌ব না। তরবারির আঘাত করুন, দেহ খণ্ড খণ্ড করুন, উৎকট যন্ত্রণা দিয়ে প্রাণদণ্ড করুন —কখনই আপনার সম্মুখে মিথ্যা বলব না।

সংগ্রা। আমি স্বচক্ষে যা দেখ্‌লেম তাই আবার অস্বীকার?

বিজ। জগদীশ্বর জানেন, ধর্ম্ম জানেন, আমি অপরাধী কি না।

সংগ্রা। যে বিজয়কেতু অতি সচ্চরিত্র বলে বিখ্যাত, তার এই ব্যবহার? যে বিজয়কেতুর সদ্গুণরাশি চতুর্দিক ব্যাপ্ত, যে বিজয়কেতুর যশঃ-সৌরভে পঞ্চনদ পরিপূর্ণ, এবং যাতে মুগ্ধ হয়ে মহারাজ জয়পাল তাকে অনঙ্গপাল অপেক্ষাও স্নেহ করেন, তার দ্বারা মহারাজের এত অনিষ্ট! যে বিজয়কেতুর গুণগ্রামে মুগ্ধ হয়ে সংগ্রামসিংহ তাকে কনিষ্ঠ ভ্রাতা অপেক্ষা স্নেহ করে এবং যাকে সচ্চরিত্রের আকর বলে বিবেচনা করে, সেই বিজয়কেতু শেষে সেই সংগ্রামসিংহের সর্ব্বনাশে প্রবৃত্ত হল! দারুণ মনস্তাপের কারণ হল।

বিজ। যে বিজয়কেতুর নিকট তার নিজের প্রাণ এক দিকে ও সংগ্রাম সিংহের ভালবাসা আর এক দিকে, যে বিজয়কেতু শয়নে স্বপ্নে সংগ্রামসিংহের ইষ্ট ভিন্ন চিন্তা করে না, যে বিজয়কেতু মহারাজ জয়পালের হিতসাধনে দীক্ষিত, সেই বিজয়কেতু হতে কোন বিশ্বাসঘাতকতা, কৃতঘ্নতা, অনিষ্টাচরণের কোন সম্ভাবনা নাই। সে মহারাজ ও সংগ্রামসিংহের দাসানুদাস,——ভৃত্য।

সংগ্রা। আমি তোর কোন কথাই শুন্‌তে চাই না, তুই রাজসমীপে চল্।

(উভয়ের প্রস্থান)

বিচক্ষণার প্রবেশ।

বিচ। সর্ব্বনাশ! আমি কর্‌লেম কি? রাজনন্দিনীর দশা কি হবে? আর আমারই বা কি হবে? আমা হতে এ কায ঘটেছে শুন্‌লে মহারাজ কি আর আমার রক্ষা রাখ্‌বেন? পরমেশ্বর! রক্ষা কর।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজসভা।

সংগ্রামসিংহ ও বিজয়কেতু উপস্থিত।

সংগ্রা। (স্বগত) মনে মনে অনেক তর্ক করে দেখ্লেম যে, এ কথা গোপন করাই কর্ত্তব্য। এ কথা মহারাজের কর্ণগোচর হলে প্রধানতঃ, আমার দুইটী অনিষ্ট।—এক ত স্বর্ণকুন্তলার বিরাগ আমার প্রতি যে রূপ বদ্ধমূল, তাতে যদি সেই অভিমানিনী শুনে আমার দ্বারাই তার অপরাধের কথা প্রকাশ হয়েছে, তা হলে সে বিরাগের বৃদ্ধি ব্যতীত হ্রাস হবে না, আর সেই বর্দ্ধিত বিরাগের স্থানে ভবিষ্যতে অনুরাগকেও কখন দেখ্তে পাব না। দ্বিতীয়তঃ, মহারাজ তাঁর প্রিয়তমা কন্যাকে অনুরাগবতী দেখে যদি তাকে বিজয়কেতুকেই দান করেন,—ওহ!—তা হলে তদ্দণ্ডেই যে আমার মস্তিষ্ক ভ্রম হয়ে যাবে! এই অসীম ধরণীধামে স্বর্ণকুন্তলা ব্যতীত আমার প্রণয় সামগ্রী আর কি আছে? স্বর্ণকুন্তলার জন্য আমি আমার পিতৃরাজ্যকেও তুচ্ছ করে তার পিতার সেনাপতি পদগ্রহণে প্রস্তুত আছি, তার আশা কি আমি প্রাণ থাক্তে পরিত্যাগ করতে পারব? (ক্ষণপরে প্রকাশ্যে) বিজয়! তুমি যথার্থ বল্ছ তোমাদের মধ্যে প্রণয়ের কোন কথাই হয় নাই?

বিজ। আমি আপনার পরমপূজ্য শ্রীচরণ স্পর্শ করে বল্তে পারি, আমাদের মধ্যে ও রূপ কোন কথাই হয় নাই। আমি স্বপ্নেও তা কখন অনুভব করি নাই, তবে রাজনন্দিনী আমার সম্বন্ধে আপনার সমক্ষে কেন ও রূপ বল্লেন তা জগদীশ্বরই জানেন।

সংগ্রা। দেখ, যত দিন না আমি বিশেষ কোন অনুসন্ধান পাই তত দিন ইহা প্রকাশ করা রহিত করলেম; কিন্তু তুমি সাবধান।

বিজ। অতি কুলগ্নে কাল উপবনে পদার্পণ করেছিলেম।

(জয়পাল, অনঙ্গপাল, সদানন্দ, রাজগুরু ও
রাজমন্ত্রীর প্রবেশ।)

জয়। মন্ত্রীবর! সংবাদ কি?

মন্ত্রী। মহারাজ! দূতমুখে অবগত হলেম, গজনির মামুদ সসৈন্যে ভারত-বর্ষে প্রবেশ কর্‌বার উদ্যোগ কর্‌ছে।

জয়। সসৈন্যে ভারতবর্ষে প্রবেশ কর্‌বার উদ্যোগ কর্‌ছে? ভাল, তার উদ্দেশ্য কি?

মন্ত্রী। উদ্দেশ্য প্রথম পুণ্যভূমি পঞ্চনদ আক্রমণ করে, কারণ পঞ্চনদ তাহাকে কর প্রদানে অসম্মত।

জয়। পঞ্চনদের কর গ্রহণেচ্ছা তার দুরাশামাত্র। যত দিন পঞ্চনদ রাজসিংহাসনে জয়পাল উপবেশন করবে, তত দিন পঞ্চনদ কাকেও কর-প্রদান করবে না।

মন্ত্রী। তবে কি দেব, সেই দুর্দান্ত যবনদের সহিত যুদ্ধ করাই শ্রেয়ঃ?

জয়। যুদ্ধ করা? শতবার শ্রেয়ঃ।

সদা। অবশ্য—অবশ্য।

জয়। দাম্ভিক ম্লেচ্ছদিগের দম্ভচূর্ণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। গত পেস্‌ওয়ার সমর জয় করে, দুরাত্মাদের অহঙ্কারের পরিসীমা নাই; পাপিষ্ঠেরা মনে করে সুবিস্তীর্ণ পঞ্চনদমধ্যে একটীও বীর নাই, পঞ্চনদ-বাসী ক্ষত্রিয়দের মধ্যে একটীও যোদ্ধা নাই; সুতরাং আমরা সহজেই তাদের প্রস্তাবে সম্মত হব—তা না হলে আমার কাছে কর চায়? নীচ ব্যক্তির এত দূর স্পর্দ্ধা? মন্ত্রী, বরং নিদাঘ-তপনের প্রখর কিরণ অবনত মস্তকে সহ্য করা যায়, কিন্তু পদতলস্থ বালুকা-কণার উত্তাপ সহ্য হয় না।

গুরু। জয়পাল! আমার একটী কথা শোন।

জয়। আজ্ঞা করুন।

গুরু। তুমি ম্লেচ্ছদের সহিত পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'ও না।

সদা। বিলক্ষণ কথা? যুদ্ধ করবেন না, আর ম্লেচ্ছেরা এসে অনায়াসে রাজ্য নেবে? ছেলের হাতে মো না কি?

গুরু। সদানন্দ, তুই ক্ষান্ত হ; তুই ত একটা প্রকৃত উন্মাদ।

সদা। তাওত বটে! ওটা প্রভু আমার স্মরণ ছিল না। যা হোক্ এখন বলছি কি; মনুষ্য-যুদ্ধের চেয়ে দন্তযুদ্ধ বড় চমৎকার; যথা—

মানব-বদনে দুপাটী দন্ত,
যেন দুই দল ভীষণ সেনা।
পাইয়া পতনে মধুর মোণ্ডা
সবলে দুদলে দিতেছে হানা।
বাজিছে সঘনে সমর-বাদ্য
চপর চপর ভীষণ বোল,
চূর্ণিয়া তাহারে পুরিয়া গর্ব্ভে
শেষে মিটাইছে সকল গোল।

ইতি খাদ্যপুরাণে মহাদন্তযুদ্ধং।

গুরু। নরাধম, আমার সঙ্গে বিদ্রূপ!

সদা। আজ্ঞা তাও কি কখন হতে পারে? আপনি মহারাজের ইষ্টদেব, আপনাকে পঞ্চনদের পশু পক্ষীরাও ভয়, ভক্তি ও মান্য করে, আমি কি আপনার সঙ্গে বিদ্রূপ কর্‌তে পারি?

জয়। সদানন্দ, ক্ষান্ত হও। গুরুদেব, ও পাগল, ওর কথায় ক্রুদ্ধ হবেন না।

সদা। আমি মহাপাগল, প্রভু, আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আমি ক্ষান্ত হলেম।

গুরু। জয়পাল, যা বল্লেম তাতে অমত কর না।

জয়। গুরুদেব, আমি ক্ষত্রিয়, আপনি ক্ষত্রিয় কুলগুরু, আপনি কি আমাকে সমরে পরাঙ্মুখ হতে আজ্ঞা করেন? প্রভো! ক্ষমা করুন; অধীন আপনার আজ্ঞাক্রমে আপনার শ্রীচরণে প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত আছে

কিন্তু যবনের করপ্রদ হয়ে রাজ্যভার বহনে নিতান্ত অসমর্থ। সে অবমাননা পঞ্চনদপতি জয়পাল কখনই স্বীকার করবে না।

গুরু। অবমাননা কি?

জয়। প্রভো! আপনার সহিত তর্ক করা অধীনের সম্ভবে না। অর্থদ্বারা স্বাধীনতা ক্রয় করা অপেক্ষা অবমাননার বিষয় আর কি আছে? আর তা আমিই বা কি অভাবে স্বীকার করব? কেন, আমার কি সৈন্য নাই, আমার সৈন্যদিগের মধ্যে কি বীর নাই, তাদের মধ্যে কি যোদ্ধা নাই?

গুরু। তাই যদি থাকবে ত গত পেস্‌ওয়ার সমর পরাজিত হলে কেন? ঝটিকা বৃষ্টির প্রাবল্য দেখে যারা রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করে, তারা আবার বীর, তারা আবার যোদ্ধা?

জয়। আমি সেই অশিক্ষিত সৈন্যদিগকে দূরীভূত করেছি, এখন স্বয়ং স্বচক্ষে দেখে কেবল বাছা বাছা সৈন্যগুলি রেখেছি।

গুরু। অধিকন্তু তোমার সেনাপতি নাই।

জয়। আমি বীরশ্রেষ্ঠ সংগ্রামসিংহকে সেই পদ প্রদান করব।

অন। অতি উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে ও কার্য্যভার ন্যস্ত হবে।

গুরু। স্বর্গীয় সেনাপতি অমরসিংহের অপেক্ষা সংগ্রামসিংহের বীরত্ব অধিক নয়, সমানই। অমরসিংহ যখন ম্লেচ্ছ কর্তৃক পরাজিত হয়েছিলেন তখন সংগ্রামসিংহও যে—

জয়। গুরুদেব, সেনাপতি নামমাত্র; যুদ্ধে সৈন্যবলই প্রধানত আবশ্যক। এক জন ব্যক্তি কখনই সহস্রজনের সমকক্ষ হতে পারে না, তবে সেনাপতির সাধারণ সৈন্যদের অপেক্ষা অধিক রণপাণ্ডিত্য থাকা আবশ্যক। সংগ্রামসিংহ তাতেও ন্যূন নন। অধিক আর আপনাকে কি বলব, আপনি এ যুদ্ধে প্রতিবন্ধকতা করবেন না। গুরুদেব, বলেন কি, জয়পাল জীবিত থাকতে পঞ্চনদ যবন-অধিকার-ভুক্ত হবে? আবার তাই কি না বিনা যুদ্ধে, বিনা যবন-নিপাতে?

সংগ্রা। প্রাণ থাকতে পঞ্চনদ যবন-অধিকার-ভুক্ত হবে না।

অন। যবনদের সহিত প্রাণপণে যুদ্ধ করব, স্বদেশ রক্ষার জন্য জীবন দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হব না।

বিজ। চিরস্বাধীন পঞ্চনদ কখনই অন্যের অধীনতা স্বীকার করবে না।

সদা। এই ত মনুষ্যের মত কথা। মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।

গুরু। (স্বগত) নিম্নগামী নদীস্রোত কার সাধ্য নিবারণ করে? এদের সকলকেই রণোন্মুখ দেখ্‌ছি, আমার অনিচ্ছা প্রকাশ করায় এখন কোন ফল হবে না।

জয়। প্রভু! আপনি এখন প্রসন্নচিত্তে অনুমতি প্রদান করুন, যুদ্ধের আয়োজন করি!

গুরু। জয়পাল, তুমি ক্ষত্রিয়সন্তান, তোমাকে যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হতে বলি না কিন্তু যবনযুদ্ধে জয়াশা অত্যল্প।

জয়। কিন্তু পরাজয়াশঙ্কায় রণবৈমুখ হওয়া নিতান্ত কাপুরুষের কার্য্য—ক্ষত্রধর্ম্ম বিরুদ্ধ।

গুরু। সকলই সত্য—কিন্তু—

জয়। গুরুদেব, যা বল্‌বেন, মুক্তকণ্ঠে বলুন; দাসের নিকট সঙ্কুচিত হবার ত কোন কারণ নাই।

গুরু। জয়পাল, তুমি যবনকর্ত্তৃক দুইবার পরাস্ত হয়েছ, এই তৃতীয়বার। শাস্ত্রে কথিত আছে———

যবনৈরসকৃৎ পুরঃসরৈ-
স্ত্রিরজীয়ত যো বিশাম্পতিঃ।
ধ্রুবমিন্ধন সম্ভৃতানলে
সবিশেদপরাবমাননঃ॥

যে রাজা বারত্রয় যবনকর্ত্তৃক পরাজিত হন, তাঁকে শাস্ত্রমত জীবিত শরীরে অনলে প্রবেশ কর্ত্তে হয়।

জয়। প্রভো! দাস তাতেও ভীত নয়। এ বিধান শাস্ত্রোক্ত না হলেও, যে বীরপুরুষ সে শত্রুকর্ত্তৃক, বিশেষ যবনকর্ত্তৃক তিন বার পরাস্ত হয়ে কখনই ইচ্ছাপূর্ব্বক জীবন ধারণ করে না।

সংগ্রা। যখন যুদ্ধে জয় পরাজয় অনিশ্চিত, তখন যে আমরাই পরাজিত হব তার নিশ্চয় কি?

অন। রণদেবী কখনই সেই ধর্ম্ম-কর্ম্ম-রহিত ম্লেচ্ছদের প্রতি অনুকূল হবেন না।

সংগ্রা। ধর্ম্মনিষ্ঠ মহারাজ জয়পালেরই সম্পূর্ণ জয়ের সম্ভাবনা।

বিজ। ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের পরাজয়—যখন চিরকালই হয়ে আস্‌ছে, তখন যে মহারাজেরই জয় হবে, তার আর সন্দেহ কি?

জয়। গুরুদেব, এখন প্রসন্নচিত্তে অনুমতি প্রদান করুন, যুদ্ধের উপযুক্ত আয়োজন সকল হোক্।

গুরু। সুতরাং। যুদ্ধ করাই যখন যুক্তিসিদ্ধ হল, তখন তার উপযুক্ত আয়োজন করাই উচিত।

জয়। আশীর্ব্বাদ করুন যেন জয়লাভ হয়।—যুদ্ধবিগ্রহের কথা হলেই মৃত অমরসিংহের জন্য আমার হৃদয় সন্তাপানলে দগ্ধ হয়। আমি তার কাছে অনেক বিষয়ে ঋণী আছি—তার প্রভুভক্তির জন্য, তার বীরত্বের জন্য। সে রূপ সুদক্ষ সেনাপতি আমি ইতিপূর্ব্বে দেখি নাই। সংগ্রামসিংহ, আমি তোমাকে তাহারই পদে নিযুক্ত করলেম, ভরসা করি, তুমি তাহার অযোগ্যতা প্রকাশ করবে না। আমি পূর্ব্বাবধি তোমার নিকট অনেক বিষয়ে ঋণী আছি, আরও ঋণগ্রস্ত হতে ইচ্ছা করি। বিজয়-কেতু, আজ তোমাকে আমি সহকারী সেনাপতির পদে নিযুক্ত করলেম।

বিজ। রাজপ্রসাদ শিরোধার্য্য।

মন্ত্রী। মহারাজ, যদি যুদ্ধই শ্রেয়ঃকল্প বিবেচনা হয় ত সর্ব্বাগ্রে আমাদের সৈন্যবিভাগের বিশৃঙ্খলতা সমুহ দূর করা অত্যাবশ্যক। পূর্ব্বতন সেনা-পতির স্বর্গলাভের পর দুর্গমধ্যে কিছুই সুশৃঙ্খল নাই; অনেক নূতন যোদ্ধা সৈন্যদলভুক্ত হয়েছে, পুরাতন ও নূতন সৈন্যদের শিক্ষা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার, তাদের যেন এক প্রকারই শিক্ষা দেওয়া হয়, কোন ভিন্নতা না থাকে।

জয়। আর নূতন সৈন্যের প্রয়োজন আছে?

সংগ্রা। দুর্গমধ্যে যথেষ্ট সৈন্য আছে, আবশ্যকমতে অনেক পাওয়া যাবে।

স্বাধীনতার অনুরোধে, স্বদেশ রক্ষার অনুরোধে কোন্ নরাধম না তরবারি ধারণে স্বীকৃত হবে?

বিজ। আমাদের স্ত্রীলোকেরাও স্বাধীনতার জন্য—স্বদেশ রক্ষার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত আছে। দুর্ব্বৃত্তদিগের পূর্ব্বকার অত্যাচার পঞ্চনদ-বাসীদের হৃদয়ে বিদ্ধ হয়ে রয়েছে।

জয়। সেনাপতি, চারজন সুদক্ষ সৈন্যাধ্যক্ষকে নগরের চারি দ্বার রক্ষা কর্ত্তে আদেশ কর।

মন্ত্রী। আর, সৈন্যসকল যেন অহোরাত্র যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত থাকে। কপটা-চারী যবনেরা বোধ হয় কখনই সম্মুখরণে প্রবৃত্ত হবে না।

জয়। যথার্থ কথা! সেনাপতি, সৈন্যেরা যেন সর্ব্বদা রণ-সজ্জায় সজ্জিত থাকে। প্রস্তুত থাক্‌লে কার সাধ্য পঞ্চনদ জয় করে? অনঙ্গ! তুমি স্বয়ং একবার কাশ্মীর রাজ্যে গমন কর; তথায় আমার একসহস্র সৈন্য আছে, তুমি কাশ্মীর-রাজকে আমার যথাবিহীত সম্মান জানিয়ে তাহা-দিগকে লয়ে এসো।

অন। রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য।

জয়। তবে রাজসভায় আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই, সকলে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত হওগে।

সংগ্রা। আজ হতে এ জীবনকে মহারাজের কার্য্যে নিযুক্ত কর্‌লেম।

(জয়পাল ভিন্ন সকলের প্রস্থান)

জয়। আবার সমরানল প্রজ্জলিত হচ্চে। এবার জয়লাভ করতে পারি ত সমস্তই মঙ্গল, নচেৎ অনলে আত্মসমর্পণ। হে মাতঃ রণচণ্ডিকে! অভাগার প্রতি কৃপা কর; জননি! আপনার প্রসাদে যেন এ যুদ্ধে জয়ী হই।

(সংগ্রামসিংহের পুনঃপ্রবেশ)

সংগ্রা। বিজয়কেতুকে দুর্গে প্রেরণ করে এলেম। কিন্তু মহারাজ! অধীনের এক নিবেদন—

জয়। বুঝেছি! সংগ্রামসিংহ, আমি যখন প্রতিজ্ঞা করেছি, তোমার সহিত স্বর্ণকুন্তলার বিবাহ দিব তখন কখনই তার অন্যথা হবে না। কিন্তু কিছু বিলম্বে—স্বর্ণকুন্তলার এখনও বিবাহের সময় হয় নাই।

সংগ্রা। মহারাজের কথায় আশ্চর্য্য হলেম, কারণ স্বর্ণ অপেক্ষা বয়োকণিষ্ঠেরাও পুত্রবতী হয়েছে।

জয়। সত্য, কিন্তু আমার বিলম্ব করবার উদ্দেশ্য এই যে এখনও স্বর্ণকুন্তলার বালিকা-বুদ্ধি যায় নাই, বিশেষতঃ সে তোমার প্রতি অত্যন্ত বিরাগবতী; তা সে জন্য তোমার চিন্তা নাই, এই যুদ্ধ শেষ হলেই যা উচিত হয় করব।

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

প্রাসাদ-শিখর।

(বিজয়কেতু উপস্থিত।)

বিজ। গীত।

রাগিণী সিন্ধু—তাল আড়াঠেকা।

নিদারুণ বিধাতা, কেন রে এত নিদয়!
অবলা বালার মনে কেন হল প্রেমোদয়!
আমার কারণ, বাসনা বিসর্জ্জন,
সুখসাধ পরিহরি, সদা বিষাদিতা রয়!
যৌবনে চঞ্চলা, কেন এবে অচলা,
বিজলি বারিদ-হৃদে কবে রে সুস্থিরা হয়?

(পরিক্রমণ করিতে করিতে স্বগত) হা হতভাগিনি রাজকন্যে ! অবশেষে তুমি আমার প্রতি অনুরাগিনী হলে ! জান না, আমি কে ! জান না, তোমার এ প্রণয় পরিণামে কি বিষময় ফল উৎপাদন করবে। তা তুমিই বা জানবে কেমন করে ! সে গুহ্যকথা সেই অন্তর্যামী জগদীশ্বর আর এই বিজয়কেতু ভিন্ন আর কারও জানবার ক্ষমতা নাই। যা হোক্, স্বর্ণকুন্তলা, যদি ভবিষ্যতে মঙ্গল চাও ত আমার আশা ত্যাগ কর। তুমি আমাকে প্রার্থনা করছ কিন্তু আমি আমার নই। তোমার ক্লেশ আমি যত বুঝ্‌ছি, বোধ হয় অন্য কোন পুরুষে কখনই তত পারবে না— কিন্তু কি করব, এর প্রতিকার করা আমার হাত নয়। আমার হৃদয় অন্যের।

(সংগ্রামসিংহ ও সদানন্দের প্রবেশ)

সংগ্রা। মহারাজাধিরাজ জয়পালের সেনাপতি হয়েছি; অত্যন্ত শ্লাঘার বিষয় বটে, কিন্তু সদানন্দ, আমার মন তাতে আনন্দিত হচ্ছে না।

সদা। কে জানে মহাশয়, আপনার কেমন মন। আপনি এ পদ প্রাপ্ত হয়েছেন শুনে আপামর সাধারণের আনন্দের সীমা নাই, আর আপনারই তাতে নিরানন্দ ?

সংগ্রা। আমার মনে কিছুমাত্র সুখ নাই।

সদা। শুনে কিঞ্চিৎ দুঃখিত হওয়া গেল।

সংগ্রা। হায় ! স্বয়ং সন্তোষ এখন আমাকে সন্তুষ্ট করতে অক্ষম।

সদা। বটে ! কারণ কি সেনাপতি মহাশয় ?

সংগ্রা। প্রণয় আমাকে বড় যন্ত্রণা দিচ্ছে।

সদা। এই জন্য ? তা এর ত সহজ উপায় পড়েই রয়েছে।

সংগ্রা। উপায় ! কি উপায় সদানন্দ ?

সদা। প্রণয় যদি আপনাকে এত যন্ত্রণা দিচ্ছে ত আপনি কেন তাকে ততোধিক যন্ত্রণা দিন না। তা হলেই ত সে পালাতে পথ পাবে না। আর তাকে কাছেই বা আস্‌তে দেন কেন ? দূর করে দিতে পারেন না ?

সংগ্রা। কাকে দূর করব সদানন্দ? আমিই তাকে যত্ন করে এনে আমার হৃদয়ক্ষেত্রে রোপণ করেছিলাম। এখন সে তথায় ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে—আমার হৃদয়ের প্রতি গ্রন্থিতেই তার মূল প্রবিষ্ট হয়েছে, এখন তাকে দূর কর্ত্তে গেলে আমার হৃদয়কেও যে তার সঙ্গে দূর কর্ত্তে হয়। জান না কি, অট্টালিকাস্থ অশ্বত্থ বৃক্ষ উৎপাটন কর্ত্তে হলে সে অট্টালিকা পর্য্যন্ত ভঙ্গ কর্ত্তে হয়।

সদা। সব জানি—কিন্তু—প্রণয় কি? সেকি একটা গাছ? আমি মহাশয় তাকে কখন দেখিনি; সেকি, তাও জানি না।

সংগ্রা। যদি বৃক্ষ বল ত সে আমার পক্ষে বিষবৃক্ষ—আমার মানসিক যন্ত্রণাই তার আধুনিক বিষময় ফল। কিন্তু সত্য সত্য প্রণয় বৃক্ষ নয়।

সদা। (স্বগত) নয় কেন, যথার্থই বিষবৃক্ষ—এর বিষময় ফল শীঘ্রই উৎপন্ন হবে। (প্রকাশ্যে) বৃক্ষ নয়, তবে কি সে একটা হস্তপদ-বিশিষ্ট জীব? আমার বোধ হয়, আমি তাকে কখন দেখিনি—হয় ত বলুন এই তলোয়ার দিয়ে তার চোক গেলে দি।

সংগ্রা। অন্ধকে অন্ধ করায় ফল কি? মৃত শরীরে অসির আঘাত করায় ফল কি?

সদা। অন্ধ? তা হতে পারে বটে;—কথায় বলে "কানা খোঁড়া, একগুণ বাড়া"—মহাশয়! ও আপনাকে যেরূপ যন্ত্রণা দিচ্ছে, আমি যদি ওকে আপনার হৃদয়-ছাড়া পেতুম ত এই উঁচু ছাদের উপর থেকে ব্যাটাকে নিচে ফেলে দিতুম,—ব্যাটার হাড় গুঁড় হয়ে যেত।

সংগ্রা। তার অঙ্গ চূর্ণ করবে বল্‌ছ কি—সে যে অনঙ্গ।

সদা। অনঙ্গ কে? যুবরাজ না কি? যুবরাজ আপনাকে কষ্ট দিচ্ছেন?

সংগ্রা। সদানন্দ, তোমার অল্পবুদ্ধি বটে, তোমাকে লোকে পাগল বলে বটে, কিন্তু তুমি সদাই সুখী—হায়, আমি তোমার মত হতেম!

সদা। কেন, আপনি ত আমার মতই হয়েছেন।

সংগ্রা। স্বর্ণকুন্তলার জন্য সম্প্রতি হয়েছি বটে। স্বর্ণকুন্তলা যদি আমার ভালবাসা প্রত্যর্পণ করত তাহলে আমি অপার সাহসের সহিত যুদ্ধে যেতেম ও অদ্ভুত রণ-কৌশল দেখাতেম। কিন্তু আমার উপর স্বর্ণকুন্তলার

সদা। আপনার দুর্ব্বুদ্ধি ঘটেছে। এই কি আপনার শিক্ষার ফল? এই কি আপনার বীরত্বের পরিচয়? ক্ষত্রিয়বংশে—রাজবংশে জন্ম গ্রহণ করে কি প্রকারে ইচ্ছা পূর্ব্বক শত্রুদিগের নিকট পরাজয় স্বীকার করবেন।

সংগ্রা। বীরত্ব, শীক্ষা, বংশমর্য্যাদা অতল চন্দ্রভাগা সলিলে নিমগ্ন হোক্।

বিজ। (স্বগত) হা প্রণয়! এমন বীরপুরুষকেও এত বিমোহিত করেছ!

সদা। হা, ধিক্ আপনাকে! আপনার জননী কেন আপনার জন্য গর্ভ-যন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন? এমন কাপুরুষকে প্রসব করে কেন পৃথিবীকে—জগন্মান্য ক্ষত্রিয় কুলকে কলঙ্কিত করেছেন?

সংগ্রা। অ্যাঁ——কি?

সদা। রাগ করবেন না—আমি অল্পবুদ্ধি পাগল ব্রাহ্মণ।—আঃ! কেমন বাতাসটি গায় লাগ্ছে! কেমন জ্যোৎস্না দেখা দিয়েছে! আচ্ছা সেনাপতি মহাশয় পাগলকে একটা কথা বুঝিয়ে দিতে পারেন—

সংগ্রা। তোমাকে পূর্ব্বে আমার নির্ব্বোধ পাগল বলে জ্ঞান ছিল, কিন্তু এখন দেখ্ছি তুমি তা নও।

সদা। না মহাশয়, আপনার ভুল হয়েছে---আমি উন্মাদ পাগল, বদ্ধপাগল। আমার উপর রাগ করবেন না, আমি বাহ্যজ্ঞান-রহিত।

সংগ্রা। সদানন্দ, আমি তোমার উপর রাগ করছি না, আমি আমার আপনার উপর রাগ করছি। আমি এমনি নির্ব্বোধ, আমি এমনি ভ্রান্ত যে সামান্য একটা স্ত্রীলোকের প্রেমে বশীভূত হয়ে আমি আত্মকর্ত্তব্যে বিস্মৃত রয়েছি। যে ব্যক্তি আত্ম-কার্য্যে, আত্ম-স্বার্থে বিস্মৃত তার অপেক্ষা মূঢ় আর কে আছে। পাগল তাকেই বলা যায়। সদানন্দ, পাগল তুমি নও, পাগল আমি।

সদা। সে কি হয়ে থাকে মহাশয়। পাগলামির সত্বটুকু ষোল আনাই আমাতে বজায় আছে, ওর এক পাইও আপনাকে দেওয়া হবে না। তা হলে লোকে আপনাকেই বা বল্বে কি, আর আমাকেই বা বল্বে কি।

সংগ্রা। না না না; সদানন্দ যার জন্য আমার এ দশা তাকে আমি আর ভাব্ব না- তোমার কথাগুলিতে আমার চৈতন্য হল। আমি প্রণয়কে

আর নিকটে আস্‌তে দিব না, যার মোহিনী আমার চিত্তপটে গাঢ় অঙ্কিত আমি তাকেও ভুলব—তাকে চিরকালের মত হৃদয় হতে নির্ব্বাসিত কর্‌ব।

সদা। (উচ্চহাস্য)

সংগ্রা। হাঁস্‌লে যে? তুমি কি মনে করছ আমি আমার প্রতিজ্ঞা-পূর্ণ কর্ত্তে পার্‌ব না?

সদা। আপনি পাগল হয়েছেন না কি? ওরূপ প্রতিজ্ঞা কেবল বীরপুরুষদিগের দম্ভ মাত্র। দর্প-দ্বারা কি প্রেম-স্রোত নিবারণ করা যায়? আপনার প্রণয়-স্রোত স্বর্ণকুন্তলার দিকেই ধাবিত, আপনি কি মুখের কথায় তার গতি-রোধ কর্ত্তে চান? ঐ যে চন্দ্রভাগা কল কল স্বরে সিন্ধুনদাভিমুখে গমন কর্‌ছে, আপনি কি বালির বাঁধ দিয়ে ওর গতি-রোধ করতে পারেন? বিবেচনা করুন এই চন্দ্রভাগা একটি প্রেম-প্রবাহ স্বরূপ —পর্ব্বত হতে জন্মেছে, সিন্ধু-সমাগম আশায় চলেছে। এখন কেউ যদি বলে—'নদিবর! যাও, পর্ব্বতে ফিরে যাও' তা হলে কি তার কথাতেই চন্দ্রভাগা পর্ব্বতে গমন করবে?

সংগ্রা। (ক্ষণপরে) সদানন্দ তুমি যে ইতিপূর্ব্বে বল্‌ছিলে প্রণয়কে কখন দেখ নাই, প্রণয় কি তা জান না?

সদা। মহাশয়, সে কেবল মনের ভুলে—পাগল ছাগল মানুষ; মতি বুদ্ধির সকল সময় ত ঠিক্ থাকে না।—ও কথা যাক মহাশয়—নিরস কথায় মন ভেজে না—আহারের কথাটা এমন সরস, তা সেই কথাটাই কেন হোক না?

সংগ্রা। তুমি সব জান, কেবল পাগলামির ভান করে বেড়াও।

সদা। আজ্ঞা মহাশয়, আমি সকলকে জানি, কিন্তু আমাকে কেউ জানে না। আমি সকলকে দেখেছি কিন্তু আমাকে কেউ দেখে নি—আঃ— দূর হোক্ কি বল্‌ছিলেম, বলি—

ব্রাহ্মণি আর মোণ্ডা,
এই দুয়েতেই প্রাণ ঠাণ্ডা।

আমি বলি এই কবিতাটিতে কবি আশ্চর্য্য কবিত্বশক্তি দেখিয়েছেন, মহাশয় কি বলেন?

সংগ্রা। ও কথা যাক্, সদানন্দ, তুমিই যথার্থ সুখী।

সদা। কারণ আজকাল আপনার মত অধিকাংশ সভ্যেরাই আমার দলে এসেছেন।—মহাশয়, যদি স্বর্ণকে পাবার প্রত্যাশা করেন ত প্রথমে পঞ্চনদ রক্ষা করুন, আগত যুদ্ধে অদ্ভুত বীরত্ব ও রণপাণ্ডিত্য দেখান। লোকে বলে,

মোহিনী কামিনী,
বীরোপযোগিনী।

অর্থাৎ, কেবল বীরপুরুষদিগের নিমিত্তই সুন্দরীরা সৃজিত হয়েছে।—এইটি যেন আপনার স্মরণ থাকে। কিন্তু তা হলে সদানন্দকে আগে মাথায় হাত দিয়ে রাস্তায় দাঁড়াতে হয়,—আগে ত আমার ব্রাহ্মণীকে হারাতে হয়। আর আর লোকের কথা ছেড়েই দিন। পঞ্চনদ-বাসীদের মধ্যে অনেকেরই এই দুর্দ্দশা হয়। তার পর বাঙ্গালিদের কি হয় ভেবে দেখুন; বঙ্গ-সন্তানমাত্রেরই স্ব স্ব স্ত্রীতে স্বত্ব ত্যাগ কর্ত্তে হয়—আর তা হলেই বঙ্গদেশ উচ্ছন্ন যায়—বাঙ্গালি ভায়ারা সব মারা যান্। কারণ তাঁদের স্ত্রীই হল সর্ব্বস্ব।

সংগ্রা। ও কথা থাক, সদানন্দ, তোমার উপদেশ-পূর্ণ, নীতিগর্ভ বাক্যে আজ আমার চৈতন্য হল। আজ হতে আমি দৃঢ় হলেম্, আর আমি মনকে বৃথা বিমোহিত করব না। তোমাকে লোকে পাগল বলে কিন্তু আমি তোমাকে যথার্থ জ্ঞানী বলছি।

সদা। ঐ যুবরাজ আস্ছেন—

(অনঙ্গপালের প্রবেশ)

অন। এ ছাদে কে কে আছ?

সদা। সেনাপতি মহাশয়, তদীয় সহকারী মহাশয়, আর স্বয়ং সদানন্দ শর্ম্মা।

অন। সদানন্দ আছ, উত্তমই হয়েছে—আমি তোমারই অন্বেষণ করছিলেম।

সদা। বৃথা অন্বেষণ—আমি পৃথিবীর লোকেদের জন্য নই।

অন। তবে কোথাকার লোকেদের জন্য?

সদা। যে স্থানে রোগ, শোক, পরিতাপ প্রবেশ করতে পারে না, সদানন্দ সে স্থানের লোকেরাই পায়।

অন। যা হোক্, সদানন্দ আমার সঙ্গে তোমাকে কাশ্মীর রাজ্যে যেতে হবে। মহারাজের আজ্ঞায় আমি কাশ্মীররাজের নিকট থেকে এক সহস্র সৈন্য আন্‌তে যাচ্ছি—দুইজনে যাব; কথা বার্ত্তায় পথশ্রান্তি বোধ হবে না।

সদা। তা চলুন—এখনই যেতে হবে নাকি?

অন। এখনই নয়, কিন্তু অদ্যই যাত্রা কর্‌ব।

সংগ্রা। শীঘ্র প্রত্যাগমন কর্‌বেন, সৈন্যগুলিকে একবার পরীক্ষা করে দেখ্‌তে হবে।

অন। হাঁ, আমি যত শীঘ্র পারি প্রত্যাগমন কর্‌ব, আমারও যুদ্ধে যাবার ইচ্ছা আছে।

সংগ্রা। বিজয়কেতু, দুর্গের সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করেছ?

বিজ। আজ্ঞা হাঁ।

সংগ্রা। কল্য প্রাতে এই চারজন সুদক্ষ সৈন্যাধ্যক্ষকে নগরের চারদ্বার রক্ষার ভার দিও—ভীমসিংহ তাঁহার ব্যূহের সহিত পশ্চিম দ্বারে থাক্‌বেন, মধু-সিংহ দক্ষিণ দ্বারে, তেজসিংহ পূর্ব্বদ্বারে, আর বীরসিংহ উত্তরদ্বারে। আমি অদ্য এই চারি সৈন্যাধ্যক্ষকে নূতন প্রকার ব্যূহ রচনা করতে শিখিয়েছি।

বিজ। আপনার আদেশ শীরোধার্য্য।

অন। নগরটি যেন উত্তমরূপে রক্ষিত হয়। লাহোর মধ্যে যেন কোন যবন না প্রবেশ কর্‌তে পারে। চল এখন।

(সকলের প্রস্থান)

ইতি প্রথমাঙ্ক।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

লক্ষ্মীদেবীর মন্দির।

(লক্ষ্মীদেবী, তপস্বিনী ও সুলোচনার প্রবেশ)

লক্ষ্মী। ভগবতি! এই আসনে উপবেশন করুন্।

(উভয়ের উপবেশন)

সুলোচনা, স্বর্ণকুন্তলা কোথা ?

সুলো। ঘরে আছেন।

লক্ষ্মী। এখনও উঠে নাই ?

সুলো। না রাণি মা।

লক্ষ্মী। এত বেলা অবধি নিদ্রা ?

সুলো। খুব প্রত্যুষে তাঁকে একবার উঠ্‌তে দেখেছিলেম, উপবনে বেদীর উপর বসেছিলেন, কিন্তু সূর্য্যোদয় না হতে হতে তিনি আবার ঘরে প্রবেশ করেছেন, এখনও দ্বার খোলেন নাই।

তপ। বোধ হয় পুনর্ব্বার নিদ্রা গেছেন।

লক্ষ্মী। সুলোচনা, মা, আমার নাম করে তাকে একবার এখানে ডেকে আন ত ?

(সুলোচনার প্রস্থান

তপ। রাজ্ঞি, আজ তোমাকে এরূপ মলিন দেখ্‌ছি কেন ? শরীরে কোন পীড়া উপস্থিত হয় নাই ত ?

লক্ষ্মী। ভগবতি, অভাগিনীর দুঃখের কথা আর কেন জিজ্ঞাসা করেন ? আমি জন্মেছি কেবল যন্ত্রণা ভোগ কর্ত্তে।

তপ। কেন বৎসে! কি হয়েছে?

লক্ষ্মী। আমার যন্ত্রণার উপর যন্ত্রণা। মা, মহারাজের মুখমণ্ডল মলিন দেখ্‌লে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়——

তপ। পতির সামান্যমাত্র ক্লেশে সতীর হৃদয় দ্বিগুণ ক্লিষ্ট হয়। বৎসে! মহারাজ, শারিরীক ভাল আছেন ত?

লক্ষ্মী। মা, তিনি শারীরিক ভাল আছেন বটে, কিন্তু মানসিক নৎপরো-নাস্তি অসুখী।

তপ। তাঁর মানসিক পীড়ার কারণ কি?

লক্ষ্মী। জননি, আর কি বল্‌ব, শুন্‌ছি যবনেরা নাকি আবার পঞ্চনদ আক্রমণ কর্‌বে, এই অমরাবতিতে নাকি আবার অসুরেরা প্রবেশ কর্‌বে।

তপ। আবার যবন?

লক্ষ্মী। ভগবতি! আবার যবন। আবার তারা মহারাজের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌বে, সেই চিন্তায়, সেই ভাবনায় মহারাজ বড় ব্যাকুল হয়েছেন, ভেবে ভেবে স্বর্ণ বর্ণে কালিমা পড়েছে; মা, সেই কথা শুনে অবধি আমাতে আর আমি নাই; মা, আশীর্ব্বাদ করুন—মহারাজের জয় হোক্।

তপ। তোমাদের মঙ্গল ঈশ্বর সন্নিধানে নিয়তই প্রার্থনা কর্‌ছি; বৎসে, তোমাদের ঐ উপবনে এসে বাস করা অবধি তোমাদের উপর আমার এত স্নেহ জন্মেছে—যে বোধ হয় যেন পুনর্ব্বার সংসারাশ্রমে প্রবেশ করেছি; অধিক আর কি বল্‌ব, সংসারী ব্যক্তির ন্যায় নিষ্কাম হয়ে আর দেবারাধনা কর্‌তে সক্ষম হই নে, পূজা সমাপনান্তে কল্যানকারিণী ভবানীর কাছে তোমাদের মঙ্গল প্রার্থনা না করে স্থির হ'তে পারি না।

লক্ষ্মী। এ হতভাগ্যদের প্রতি আপনার যথেষ্ট কৃপা আছে।

তপ। যা হোক্, রাজ্ঞী, স্বর্ণকুন্তলার বিবাহের কি কর্‌ছ?

লক্ষ্মী। এখন আর তার কি কর্‌ব মা, মহারাজের অবস্থা শুন্‌চেন ত? প্রবল শত্রুদল তাঁর রাজ্য আক্রমণের চেষ্টায় রয়েচে, তাঁর মান, মর্য্যাদা, গৌরব বিনষ্ট কর্‌বার উপক্রম কচ্চে, তিনি তাতেই ব্যতিব্যস্ত; এখন আমি কোন্ মুখে এই সামান্য সাংসারিক কথা কয়ে তাঁকে আরও ব্যতিব্যস্ত কবি?

তপ। তা সত্য; কিন্তু কন্যা তোমার বয়স্থা হয়েছে আর অবিবাহিতা রাখা কর্ত্তব্য নয়।

লক্ষ্মী। বিবাহ তার এত দিনে ত হয়ে যেতো, সেইই ত যত অনর্থের মূল, সেইই ত বিবাহ কর্ত্তে অসম্মতা।

তপ। বালিকারা ওরূপ মৌখিক অসম্মতি স্বভাবতই প্রকাশ করে থাকে, সে কথা সত্য বিবেচনা কর্ত্তে নাই।

লক্ষ্মী। দেবি! তা নয়, যথার্থই সে বিবাহে অসম্মতা, পাত্রটী তার মনোনীত নয়।

তপ। কাকে জামতা কর্‌বেন স্থির করেছ?

লক্ষ্মী। আমাদের নূতন সেনাপতি সংগ্রামসিংহকে। মহারাজ আবার তাঁর কাছে কন্যাদানে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ।

তপ। নন্দনপুরের রাজপুত্র সংগ্রামসিংহ?

লক্ষ্মী। হাঁ মা।

তপ। পাত্রটি মন্দ নয়, তোমাদের জামতার উপযুক্ত বটে। কিন্তু স্বর্ণের নিতান্ত অসামঞ্জস্য হবে। স্বর্ণের বয়স চতুর্দ্দশ বৎসর, আর তাঁর বয়ক্রম প্রায় এর তিনগুণ।

লক্ষ্মী। মা, তার আর কোন উপায় নাই—ক্ষত্রিয়রাজ প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ।

তপ। মহারাজ আস্‌ছেন।

লক্ষ্মী। ভগবতি, ঐ দেখুন, সেই পূর্ণচন্দ্রপ্রতিম মুখখানি দেখুন কত মলিন হয়ে গেছে। ওহ! একি আমার প্রাণে সয়!

(জয়পালের প্রবেশ)

জয়। ভগবতি! প্রণাম হই।

তপ। মঙ্গলমস্তু।

জয়। কয় দিবস বিশ্রাম কাকে বলে জানিনা, কেবল যুদ্ধের আয়োজনেই ব্যতিব্যস্ত রয়েছি। রাজ্ঞি, তোমার দর্শন-সুখেও বঞ্চিত আছি।

লক্ষ্মী। নাথ! এ দাসীর এমন কি সৌভাগ্য যে আপনার শ্রীচরণদর্শনে কৃতার্থা হয়।

জয় । হায়, তোমার ঐ বদনমণ্ডলে মধুব্রতের মধুর গুঞ্জন কত দিবস শুনি নাই । প্রাণেশ্বরি, তোমার মত গুণবতী ভার্য্যা যার, তার মর্ত্ত্যেই অমরাবতী ।

লক্ষ্মী । প্রভু, আমি আপনার পদসেবিকার যোগ্যা নই ।

জয় । স্বর্ণ কোথা ? সংগ্রামের প্রতি আজ কাল তার মনের ভাব কিরূপ ? রাজ্ঞি, শুনেছ বোধ হয়, আমি সংগ্রামকে মৃত অমরসিংহের পদে নিযুক্ত করেছি ।

লক্ষ্মী । উত্তমই হয়েছে, কিন্তু স্বর্ণর বিরাগ দিন দিন বাড়ছে বৈ কম হ না ।

জয় । তার সখীদের বল যাতে তার মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হয় এরূপ করে । ঐ চিন্তা আমাকে আরও ব্যাকুল করেছে । আমি সংগ্রামের কাছে লজ্জিত হয়ে রয়েছি । প্রতিজ্ঞা-লঙ্ঘন মহাপাপ ।

লক্ষ্মী । আপনি ত আর ইচ্ছাপূর্ব্বক সে পাপে লিপ্ত হচ্ছেন্ না ।

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চু । মহারাজ, রাজদ্বারে একজন দূত দণ্ডায়মান ।

জয় । কার দূত ?

কঞ্চু । মহারাজ, যবন রাজার দূত ।

জয় । তুমি অগ্রসর হও, আমি যাচ্ছি ।

[কঞ্চুকীর প্রস্থান ।

তপ । দূত আবার কেন ?

জয় । বোধ হয় অসুরপতি আমার নিকট কর প্রার্থনা করেছে, যদি তাতে অসম্মত হই ত যুদ্ধে আহ্বান করবে । যাই দেখিগে—ভগবতি ! প্রণাম হই—রাজ্ঞি ! চল্লেম ।

লক্ষ্মী । আমার এমন কি সুকৃতি যে দণ্ডদুই আপনার সহবাস-সুখ সম্ভোগ করি ।

জয় । বিধাতার এই রূপ ইচ্ছা,—চক্রবাক মিথুন কেন অকারণে বিরহ যন্ত্রণা ভোগ করে বল ।

(জয়পালের প্রস্থান)

তপ। পঞ্চনদের অতুল ঐশ্বর্য্যের উপর দুরাত্মা যবনদের লোভ পড়েছে।

(স্বর্ণকুন্তলা, সুলোচনা ও বিচক্ষণার প্রবেশ)

বিচ। রাজনন্দিনি, ভগবতীকে প্রণাম করুন।

(সকলের প্রণাম ও উপবেশন)

লক্ষ্মী। স্বর্ণ, আমি আর তোমাকে কত বুঝাব, মহারাজ এই মাত্র বলে গেলেন, স্বর্ণ শুভবিবাহে আর যেন না অমত করে।

স্বর্ণ। (নিরুত্তরে রোদন)

তপ। রোদন কর্‌চ কেন, স্বর্ণ?

স্বর্ণ। আমি অপরের গৃহে অপরের অধীনে থাকিতে পারব না।

লক্ষ্মী। মা, আমি প্রাণ থাকতে তোমাকে অপরের গৃহে যেতে দিব না। তোমাকে আর সংগ্রামকে এই রাজপুরীর মধ্যে স্বতন্ত্র মহল প্রস্তুত করে দিব।

স্বর্ণ। (সরোদনে) মা, ক্ষমা কর মা, মা, ও নিষ্ঠুর কথা বল না মা।

তপ। কেন স্বর্ণ, তুমি এই শুভ কার্য্যের কথায় অশ্রুপাত করচ কেন?

স্বর্ণ। ভগবতি! আমি যাবজ্জীবন অনূঢ়া থাকব।

লক্ষ্মী। স্বর্ণ, তুমি বিদ্যাবতী, বুদ্ধিমতী, তোমাকে আমি অধিক আর কি বল্‌ব, মহারাজকে প্রতিজ্ঞা-লঙ্ঘন পাপে লিপ্ত করা কি তোমার উচিত?

সুলো। (স্বগত) বিজয়কেতুর প্রেম ওঁর বিদ্যা, বুদ্ধি সব লোপ করেছে।

স্বর্ণ। আমাকে প্রতিজ্ঞা-লঙ্ঘন পাপে লিপ্ত করা কি আপনাদের উচিত?

তপ। তোমার অবার কি প্রতিজ্ঞা?

বিচ। ওঁর প্রতিজ্ঞা সংগ্রামসিংহকে স্বামী বল্‌বেন্ না।

তপ। যা হোক্, স্বর্ণ, মায়ের সঙ্গে প্রত্যুত্তর করা তোমার উচিত নয়।

স্বর্ণ। আমি পাগল হয়েছি, পাগলিনীর অপরাধ নেবেন না।

লক্ষ্মী। হা ভগবান্! আমার এমন সুশীলা স্বর্ণকে এ কি করেছ?

স্বর্ণ। মা, দাসীর অপরাধ নিও না মা। কুসন্তান হলেও পিতা মাতা তার অপরাধ মার্জ্জনা করে থাকেন।

(অনঙ্গপাল ও বিজয়কেতুর প্রবেশ)

অন ও বিজ। ভগবতী, প্রণাম হই।

বিজ। জননি, প্রণাম হই।

লক্ষ্মী। বিজয়, ভাল আছ ত?

বিজ। আপনার শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে এ দাসের সমস্ত মঙ্গল।

অন। স্বর্ণ, ভাল আছ ত?

স্বর্ণ। দাদা, আমি ভাল আছি।

বিজ। (স্বগত) আমিই এই সরলার যত মনস্তাপের কারণ।

অন। স্বর্ণ, তোমার চক্ষুদুটি আরক্ত কেন?

সুলো। প্রত্যুষে একবার উঠে আবার নিদ্রা গিয়েছিলেন।

বিজ। (স্বগত) স্বর্ণকুন্তলার সকলই সুন্দর। নয়নদ্বয়ের স্বাভাবিক শ্বেত-বর্ণের পরিবর্ত্তে ঈষদারক্তিম বর্ণ দেখা দিয়াছে—তাতে আবার কি শোভাই হয়েছে; যেন শিশিরাভিষিক্ত দুটি রাঙ্গা পদ্ম!

স্বর্ণ। মা, আমি স্নানাদি করে শিবপূজা করিগে।

লক্ষ্মী। আচ্ছা, এখন এসো।

[স্বর্ণকুন্তলা, সুলোচনা ও বিচক্ষণার প্রস্থান।

অন। জননি, এ দাস আপনার নিকট থেকে কিছুদিনের নিমিত্ত বিদায় প্রার্থনা করছে।

লক্ষ্মী। কেন বাবা, কোথা যাবে?

অন। পিতার আদেশমত একবার কাশ্মীর রাজ্যে গমন করব।

লক্ষ্মী। মহারাজের আজ্ঞা, তার উপর আমার আর কথা কি! তা কখন যাবে, অনঙ্গ।

অন। আপনার অনুমতির অপেক্ষায় দণ্ডায়মান আছি—এক্ষণেই।

লক্ষ্মী। এখনই যাবে?

অন। হাঁ মা, আর বিলম্ব করতে পারি না।

লক্ষ্মী। বিজয়কেতু তোমার সঙ্গে যাবে ত?

অন। না মা, বিজয়কেতুর এখানে অনেক কার্য্য আছে, বিজয়কেতু যাবে না, আমি সদানন্দকে সঙ্গে নেব। মা, তবে আসি।

লক্ষ্মী। এসো বাবা (শিরশ্চুম্বন) পথে নিরাপদে যেও।

অন। ভগবতি প্রণাম হই।

তপ। সর্ব্ববিঘ্ন-বিনাশিনী তোমার বিঘ্ন দূর করবেন।

(অনঙ্গপাল ও বিজয়কেতুর প্রস্থান)

যবনদের সহিত যা হয় একটা মিমাংসা হয়ে গেলে, তোমার পুত্র কন্যার বিবাহ দিতে যত্নবতী হও।

লক্ষ্মী। কন্যাটিকে দেখলেন ত ?

তপ। সদুপদেশ পেলে কোমলপ্রাণা বালিকার মন কখনই ওরূপ কঠিন থাকবে না।

লক্ষ্মী। ভগবতি, শুনেছি আপনি কামাখ্যা হতে বিস্তর গণনা বিদ্যা শিক্ষা করে এসেছেন, অনুগ্রহ করে একবার যদি গণনা করে দেখেন, স্বর্ণ আমার কেন এরূপ হয়েছে, তা হলে তার প্রতিকার করাই।

তপ। তুমি অনুরোধ করছ, অবশ্য দেখব। এই আগত অমাবস্যাতে গণনায় নিযুক্ত হব। তবে এখন চল্লেম।

লক্ষ্মী। প্রণাম হই।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

গজনি—রাজসভা।

(সুলতান মামুদ ও দুই জন দূতের প্রবেশ।)

মামু। (প্রথম দূতের প্রতি) দূত ! তুমি ভারতের কোন্ কোন্ দেশ দেখে এসেছ ?

প্র-দূত। জনাব! দাস একরূপ সমুদায় হিন্দুস্থানই পর্য্যটন করে এসেছে।

মামু। ভারতে কি কি দ্রব্য তোমার নিকট উৎকৃষ্ট বলে বোধ হল?

প্র-দূত। জাহাপানা, হিন্দুস্থানে যে যে দ্রব্য দেখে এসেছি তার যদি উৎকৃষ্ট অপকৃষ্টের কথা জিজ্ঞাসা করেন, তা হলে দাসকে নিরুত্তর হয়ে থাকতে হয়—হিন্দুস্থানের সকল দ্রব্যই আমার কাছে উৎকৃষ্ট বলে বোধ হয়েছে।

মামু। চোপরাও, যে যে বস্তু দেখে এসেছ অবশ্য তার মধ্যে উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট আছে, সকল বস্তুই কখন উৎকৃষ্ট হতে পারে না,—তুই কাফের-দের খোষামদ কচ্ছিস্।

প্র-দূত। হুজুর, দাস ত আগেই বলেছে—দাসের মতামত জিজ্ঞাসা করলে দাসকে নিরব হতে হয়, কারণ তাতে আপনি বিশ্বাস করবেন না—দাসও স্বচক্ষে না দেখলে অন্য কারও কথায় বিশ্বাস করত না।

মামু। আচ্ছা, ভারতের ঐশ্বর্য্য কি রূপ?

প্র দূত। বিশ্বাসযোগ্য নয়।

মামু। স্পষ্ট করে বল।

প্র-দূত। ঐশ্বর্য্যে ভারত বোধ হয় স্বর্গকেও পরাজয় করেছে। সে স্থানে কিছুরই অভাব নাই।

মামু। সেখানকার লোকেরা কি রূপ?

প্র-দূত। সকলেই উদ্যমপূর্ণ, সাহসী ও যোদ্ধা, কিন্তু সুবিধার বিষয় তাদের ভিতর একতা নাই—সকলেই স্বার্থপরতার বশীভূত।

মামু। সেখানকার স্ত্রীলোকেরা কি রূপ?

প্র-দূত। রূপে পরীর মত—গুণে আর কোন দেশের স্ত্রীলোকদের সঙ্গে তাদের তুলনা করা যেতে পারে না।

মামু। সেখানকার আউরৎ লোক কি রকম ঠিক্ করে বল।

প্র-দূত। জনাব, দাস যা বলেছে—সকলই সত্য, সত্য বই মিথ্যা বলে নি।

মামু। (স্বগত) ঐশ্বর্য্যে অমরাবতীর ন্যায়, সৌন্দর্য্যে অমরাবতীর ন্যায়, সকল বিষয়েই অমরাবতীর ন্যায়, হিন্দুস্থান তবে মর্ত্ত্যে অমরাবতী। এমন দেশ যদি জয় না করি, তবে আমার অস্ত্র ধরাও বৃথা, আমার

জীবন ধরাও বৃথা, আর আমার মুসলমান হয়ে জন্মগ্রহণ করাও বৃথা। সুবিধাও বেশ হয়েছে, শুন্‌ছি হিন্দুদিগের মধ্যে একতা নাই; তা হলেই আমার অভীষ্ট সিদ্ধি হবে। তারা এক এক জন কিম্বা এক এক পক্ষ যতই বলবান কিম্বা যতই সাহসী হক না কেন, তাদের মধ্যে একতা না থাক্‌লে কখনই আমার সৈন্যের বেগ সহ্য কর্ত্তে পার্‌বে না। (প্রকাশ্যে) হিন্দুস্থান কোন্ কোন্ দিকে কি কি রূপে রক্ষিত?

প্র-দূত। স্বভাবতই হিন্দুস্থান উত্তমরূপে রক্ষিত। উত্তরে সুদূর-বিস্তৃত অলঙ্ঘ্য গগন-ভেদী হিমালয়; দক্ষিণে তরঙ্গসমাকুল অপার ভারতমহাসাগর; পশ্চিমে অত্যুচ্চ হিন্দুকুশ পর্ব্বত ও সিন্ধুনদ। সিন্ধুনদের অপরপারেও হিন্দুস্থান বিস্তৃত, সুতরাং আরব্য উপসাগর ও হিন্দুকুশ পর্ব্বতই ইহার পশ্চিম সীমানা বল্‌তে হবে। পূর্ব্বে অতল ব্রহ্মপুত্র ও বঙ্গোপসাগর প্রভৃতি। হিন্দুরা স্বভাবত তাদের দেশ সুরক্ষিত বলেই নিশ্চিন্ত আছে, আর কোন দুর্গাদি সংস্থাপন করে নি—ইহাও আর এক সুবিধার বিষয়।

মামু। হিন্দুস্থান সম্বন্ধে যা যা বল্লে তা সবই ঠিক? বাড়ান নয়?

প্র-দূত। বাড়ালে বল্‌তুম হিন্দুস্থানে রূপার গাছে সোণার পাতা, মণির কুঁড়ি, হীরের ফুল, মুক্তার ফল। সেখানে অপ্সরী কিন্নরীদের বাস। বাস্তবিক এ কথা বল্লেও অধিক কিছু বাড়ান হয় না।

মামু। (দ্বিতীয় দূতের প্রতি) তুমি কোথায় কোথায় গেছ্‌লে?

দ্বি-দূত। জনাব, দাসকে পাঞ্জাবের রাজা জয়পালের কাছে তার স্বীকৃত কর-প্রার্থনার নিমিত্ত পাঠিয়েছিলেন।

মামু। তুমি কর-প্রার্থনা করাতে জয়পাল কি বল্লে?

দ্বি-দূত। দাসের বেয়াদবী মাপ করবেন—জয়পাল বল্লে, তোর প্রভুর ক্ষমতা থাকে ত তাকে নিজে এসে নিয়ে যেতে বলিস্।

মামু। তাকে মুসলমান-ধর্ম্ম অবলম্বনের কথা বল্লে?

দ্বি-দূত। গোলাম তাও ভোলে নি—আমি বল্লুম "আমার প্রভু বড় দয়াবান্; তিনি তোমাকে আরও বলেছেন যে যদি তুমি সপরিবারে মুসলমান হতে স্বীকার পাও, তা হলে মৃত মহাত্মা সুবক্তাজীনের সহিত নির্দ্ধারিত

কর প্রদানে যে গাফিলি করেছিলে, তা তিনি মাপ কর্‌বেন, আর তা হলে তুমি স্বাধীন হয়েও থাক্‌তে পার্‌বে"—তাতে জয়পাল যেন একেবারে তেলে আগুণে জ্বলে উঠ্‌ল, আমাকে শাসিয়ে বল্লে, "দেখ্‌ যবন, তুই দূত বলে পরিত্রাণ পেলি, নতুবা যে নরাধম কোন হিন্দুকে সত্য সনাতন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে অন্য কোন ধর্ম্ম অবলম্বন কর্ত্তে উপদেশ দেয়, কিম্বা ওরূপ কথা জিহ্বাগ্রেও আনে, আমরা তৎক্ষণাৎ তার দেহ খণ্ড খণ্ড করে শৃগাল কুক্কুরদিগকে নিক্ষেপ করি। তা যা, তোর প্রভুকে গিয়ে বলিস্‌ যে জয়পাল কখন কারও অধীন ছিলও না আর হবেও না। আরো বলিস্‌, সে আমাকে যে ধর্ম্ম অবলম্বন কর্ত্তে বলেছে আমি তার সেই মুসলমান-ধর্ম্মে পদাঘাত করি।"

মামু। কি?—দুরাত্মা কাফেরের এত দূর স্পর্দ্ধা যে সে আমার সত্য মুসলমান-ধর্ম্মে পদাঘাত করে? এত দম্ভ? আচ্ছা, দেখ্‌ব এবার তার দম্ভ কেমন করে তাকে রক্ষা করে—রোহিম আলি! (প্রথম দূতের প্রতি) রোহিম আলিকো তুরন্ত বোলাও।

(প্রথম দূতের প্রস্থান; নেপথ্যে ভেরীবাদন)

দেখ্‌ব দুরাত্মা দাম্ভিক কাফের কেমন করে তার হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা করে—হিন্দুস্থান আক্রমণ কল্লেই ত আমার হস্তগত হবে, কিন্তু তাহাই যথেষ্ট নয়; দাম্ভিক কাফেরেরা, যে হিন্দুধর্ম্মের এত গৌরব করে, আমি সেই হিন্দুধর্ম্মের মস্তক চূর্ণ করব। "ভারত-বিজেতা" অপেক্ষা আমি "প্রতিমা-বিলোপী" খেতাব অধিক পছন্দ করি।

(রোহিম আলি ও প্রথম দূতের প্রবেশ)

রোহিম! তুমি এক দল ফৌজ নিয়ে পাঞ্জাবে যাও—আমার হুকুম, সেখানে কাফেরদের যত দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তি আছে সব চূর্ণ কর্‌বে, যেন দেবমন্দিরের নাম মাত্রও না থাকে। তুমি আজ এখনই অগ্রসর হও—আমি

দুই এক দিনের মধ্যেই সসৈন্যে পেশ্‌ওয়ার-ক্ষেত্রে উপস্থিত হব, তুমি স্বকার্য্য সমাধা করে সেখানে আমার সঙ্গে মিলিত হবে। যত দিন না তুমি আমার কাছে আস্‌তে পার্‌বে, তত দিন খুব সাবধানে ও গুপ্তভাবে কায কর্‌বে। যাও, বিলম্ব কর না।

রোহি। যো হুকুম জাঁহাপনা।

(মামুদের প্রস্থান।)

হিন্দুস্থানে গিয়েছিলি তোরা দেখে এলি কি?

প্র-দূত। হরেক রকম—দেখে চোথ্‌ সার্থক হয়েছে। বিশেষতঃ তাদের মেয়ে মানুষ গুল খুব খোপ্‌সুরৎ, যেন এক একটা পরীর বাচ্ছা।

রোহি। (দ্বিতীয় দূতের প্রতি) তুই কোথা গিয়েছিলি?

দ্বি-দূত। পাঞ্জাবে।

রোহি। সে দেশ কেমন? সেখানকার স্ত্রীলোকেরা দেখ্‌তে কেমন?

দ্বি-দূত। দেশ কেমন তা বল্‌তে পারি না, কারণ সে সব ভাল করে দেখ্‌বার আমার তাগুৎ ছিলনা, গোড়াতেই একটা চিজ্‌ দেখে মাথা ঘুরে গেছ্‌ল।

রোহি। কি এমন চিজ্‌? সে কি আমাদের গজ্‌নিতে জন্মায় না?

দ্বি-দূত। গজ্‌নি কি বল্‌ছেন, পাঞ্জাব ছাড়া হিন্দুস্থানের ও অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। পরদেশে ও তা আছে কি না বল্‌তে পারি না।

রোহি। এমন কি জিনিষ পাঞ্জাবে আছে?

দ্বি-দূত। সে একটা বড় সরেস মেয়ে লোক, শুন্‌লুম সে জয়পালের বেটী।

রোহি। তার কি এতই রূপ?

দ্বি-দূত। তার নামটাও বড় খাটো নয়, স্ব-র্ণ-কু-ন্ত-লা।

রোহি। ইঃ! নামটা যে আমার কাণে বেজে উঠ্‌ল রে।

দ্বি-দূত। আজ্ঞা তা বাজবারই কথা—আমি প্রথমে শুনে দু ঘণ্টা কালা হয়েছিলাম।

রোহি। স্বধু আমার কাণে নয়, আমার হৃদয়েও যে বেজে উঠল!

প্র-দূত। (স্বগত) রোগেও ধরেছে!

রোহি। যত দিন না তাকে পাব, তত দিন আর হৃদয়ের শান্তি নাই পাবার আশা কমই আছে, তবু চেষ্টা করে দেখ্ব—পাঞ্জাবে ত যাচ্ছি।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

কানন—বিজন-বান্ধবের মন্দিরের সম্মুখ।

(বিচক্ষণা ও স্বর্ণকুন্তলার প্রবেশ।)

স্বর্ণ। সখি, এই কি সেই দেব বিজন-বান্ধবের মন্দির ?

বিচ। হাঁ, এই সেই মন্দির, তোমার বিরহ-যন্ত্রণা যুড়াবার স্থান।

স্বর্ণ। কৈ, বিজয় কোথা ?

বিচ। এই স্থানে সাক্ষাৎ হবে বলেছিলেন ত, কিন্তু দেখতে পাচ্ছিনে বল্‌তে পারি নি।

স্বর্ণ। তিনি হয় ত তোমার কাছে বলে তার পর ভুল গেছেন।

বিচ। ভোলবার যো কি ? তিনিও ত তোমার মত প্রেমে ধন্য পিরীত কর্ত্তে শিখেছিলে যা হোক্, এখন গরিব্‌ পড়লে হয়।

স্বর্ণ। অপবিত্র ভাবে নাও কেন সই—প্রণয় অতি [illegible]

বিচ। পবিত্র কি অপবিত্র তা তোমরাই জান, আমরা যাহোক্, রাজনন্দিনি, তুমি ভাল কায করছ না, মহারাজ ছেন যুদ্ধ-জয়ের পর, সংগ্রামসিংহের সহিত তোমার শাস্ত্রীয় দিবেন, তা না হয়ে তুমি আপন ইচ্ছায় বিজয়কে পতীত্বে বরণ করছ

স্বর্ণ। সই, হাতে সুতো বাঁধ্‌লে কি মনকে বাঁধা যায় ? প্রণয় স্বাধীন পদার্থ বন্ধনের কাছে আস্‌বে কেন ?

বিচ। তা বেশ বলেছ, হাতের বাঁধনটা আর তোমাদের কপালে নেই, আমার কপালেই আছে দেখ্‌তে পাচ্ছি।

স্বর্ণ। ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতের গর্ভেই আছে, তা আর টেনে বার করে মনকে এখন কষ্ট দেও কেন?

বিচ। আমি ত আর তোমার মত প্রেম-সাগরে ঝাঁপ দিই নি যে বর্ত্তমান সুখেই, বর্ত্তমান চিন্তাতেই অস্থির হব, ভবিষ্যতের কথা আর ভাব্‌ব না।

স্বর্ণ। ও কথা যাক সই, কৈ এখনও ত বিজয়কেতু এলেন না; তিনি নিশ্চয়ই ভুলে গেছেন। তিনি বীরপুরুষ, যুদ্ধ-চিন্তাতেই ব্যস্ত আছেন, হয়ত তোমাকে যা বলেছিলেন, তা তাঁর মনেই নাই।

বিচ। অত ব্যস্ত হলে চল্‌বে কেন, একটু অপেক্ষা কর; তাঁরা বীরপুরুষ এখন নানান্ কাযে ব্যস্ত, একটু অবকাশ না পেলে ত আর আস্‌তে পারেন্ না।

স্বর্ণ। সখি, আমার মন যে ধৈর্য্য মানে না, আমার যে এক এক মুহুর্ত্তকে এক এক যুগ বলে বোধ হচ্ছে।

বিচ। তা ত জানি; আচ্ছা, এখন তোমার মনের ভিতর কি হচ্ছে সই?

স্বর্ণ। কথায় ত বল্‌তে পারিনে; সই, ভাষায় সে রকম কথা দেখ্‌তে পাইনে কেমন করে বলি।

বিচ। তোমার মন কি বড় ব্যাকুল হয়েছে সই?

স্বর্ণ। তা ত বলেছি সখি; সত্য কি মিথ্যা বরং বুক চিরে দেখ।

বিচ। পুরুষ বড় নিষ্ঠুর জাত, না?

স্বর্ণ। তাঁর কোন দোষ নাই, তিনি সহকারী সেনাপতি, তাঁর এখন অনেক কাযের ঝঞ্ঝাট, বিশেষত, শত্রুরা দ্বারে, তাঁর কি এখন আর একটা সামান্য কথা মনে আছে? আহা, আমি যদি পুরুষ হয়ে জন্মাতুম্!

বিচ। তা যাহোক, এখন কেউ টের না পেতে পেতে এই বেলা আমরা ফিরে যাই চল।

স্বর্ণ। (কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া) সখি, যদি এসেছ ত আর একটু অপেক্ষা করে গেলে ভাল হয় না? সম্মুখে ত এই বিজন-বান্ধবের মন্দির

রয়েছে, চলনা কেন ওখানে গিয়ে একটু বিশ্রাম করি, তা হলে পথশ্রান্তি নিবারণ করাও হবে, আর ভগবান বিজন-বান্ধবের পূজা করাও হবে।

বিচ। (ঈষৎ হাস্যের সহিত) হুঁ—তা চল; এক চুল আশা থাকতে আর ছেড় না।

স্বর্ণ। আমি কি তাইই বলছি?

বিচ। যাহোক্, এখন মন্দিরের ভিতর চল।

(মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন ও উভয়ের তন্মধ্যে প্রবেশ)

বিচ। এই স্থান আর এই শিবলিঙ্গ দেখ্‌লে মনে ভয়ও হয়, ভক্তিও হয়। রাজনন্দিনি! তবে তুমি মন্দিরের দুয়ার বন্ধ করে একটু বস, আমি তত ক্ষণ চারটি ফুল তুলে নিয়ে আসি।

স্বর্ণ। যত শীঘ্র পার এস, আমি একাকিনী রইলুম।

(বিচক্ষণার প্রস্থান ও স্বর্ণকুন্তলার ভিতর হইতে অর্গল প্রদান)

(বৃক্ষ হইতে এক জন যবনের অবরোহণ ও শিশ্ দেওন, অপর দুই জনের প্রবেশ।)

১ম। ওরে, বড় একটা আউরাৎ এই মন্দিরের ভেতর ঢুকেছে!

২য়। ও বাবা! কত বড় রে?

৩য়। তার হাতে বহরে খুব, দেখ্‌তেও বড় খোপ্‌সুরৎ (প্রথমের প্রতি) চল্ না—পাক্‌ড়াই গে?

২য়। (প্রথম যবনের প্রতি) ও চাচা! তুই মোর ধরম বাপ হস, বাবা, ও তক্‌লিবে যাস্‌নি, একত এ জঙ্গলটার ভিতর ঢুকে অবধি মোর গাটা কেমন ছপ্ ছপ কচ্ছে।

৩য়। আরে যা যা বুড়। সুলতানজীর ত আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই—এমন সব ভড়কো আদমীকে এ সব কামে পাঠিয়েছেন।

১ম। ও না-মরদটার সঙ্গে বক্‌লে কি হবে, চল,যা কর্ত্তে এসেছি তা করিগে।

২য়। মেয়ে মানুষটাকে ধরে আন্‌বে নাকি?

৩য়। হাঁ, আগে তাই করি, শেষে মন্দিরে আগুণ দেবো।

২য়। বাবা, ধরে আন্‌তে গেলে আবার শেষে একটা হাঙ্গাম হুজ্জুৎ বাধবে? সুলতানজীর হুকুম মনে আছে ত?

৩য়। এ জঙ্গলে আর মানুষ কে যে হাঙ্গাম হুজ্জুৎ করবে?

১ম। না বাবা, চাচা ঠিক কথা বলেছে, লড়াই ফতে কর, তার পর কিছু-তেই পিছপাঁও হব না। শেষে কারও সঙ্গে কোন গোলমাল বাধলে বড় মুস্কিল হবে। আর আমিও শুনেছিলুম, এই বনটার ভিতর বড় ভূতের ভয় আছে; তা আমার বাৎ শোন, এস মন্দিরটাতে আগুণ দিই। ভূতই থাক আর পেত্নীই থাক্, ভেতরে পুড়ে মরবে এখন; আর বাদ্‌-সার হুকুমও তামিল হবে।

৩য়। তবে যা ভাল বোঝ তাই করগে। আমি কিছু জানি নি।

২য়। বাবা তাই কর, আমি এখনই আগুণ আন্‌ছি, ভিতরে গিয়ে কি হবে? বাইরে দাঁড়িয়ে বোস্‌নাই দেখ না।

[দ্বিতীয়ের প্রস্থান।

৩য়। ফৌজদার শুন্‌লে ভারি গোঁসা করবেন, তিনি আগেই বলে দিয়ে-ছেন "ভাল ভাল মেয়ে মানুষ পেলেই আমার জন্যে রেখে দিবি।"

১ম। এ দেশের মেয়ে মানুষ গুল ত আর আমাদের দেশের মত নয় যে ধর্‌লে পাক্‌ড়ালে কি টাকার লোভ দেখালেই রাজি হবে। সে দিন, মনে নেই, সেই অনঙ্গপুরের মেয়ে মানুষটার জন্যে কি কাণ্ডই না হল— ভাগ্যে ছদ্মবেশ ছিল, আর জলদী চম্পট দেওয়া গেল তাই রক্ষে, তা না হলে মুখটা টের পেতে বাবা।

(অগ্নি লইয়া দ্বিতীয়ের প্রবেশ)

৩য়। দাও বাবা, কে আগুণ দেবে দাও, আমি কিন্তু ওর কাছে যেতে পারব না।

১ম। দে, আমার কাছে দে।

২য়। ঐ দরজাটার পাশের চৌকাটে আগুণ দেও।

১ম। (দ্বারের নিকট গমন) ওরে তোফা খোস্‌বো বেরুচ্ছে।

২য়। চন্দন কাঠের দরজা বোধ হয়।

(প্রথমের মন্দির-দ্বারে অগ্নি প্রদান)

মন্দিরাভ্যন্তর হইতে স্বর্ণকুন্তলার গীত।

রাগিনী খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

বিমোহিত প্রাণ মন;—সখি রে মন!
সখি রে! সদা দেখি রে, তার অনুপ আনন।
সদত বাসনা মনে, রাখি নয়নে নয়নে,
বিরহ শরসন্ধানে, করে রে তাড়ন।

৩য়। শোভানাল্লা! ক্যাবাৎ হায়!! ও চাচা, শোন্ এক বার গানখানা কি কায়দায় গাচ্চে! মরে যাই বেটী!—কি মিঠে আওয়াজ!

মন্দির হইতে গীত।

চাহি তারে ভুলিবারে, পোড়া প্রাণ নাহি পারে,
সে রূপ-নীরধি-নীরে, মগন নয়ন।

১ম। আরে বাজি বা! এ এমন গাইতে জানে জান্‌লে কোন উল্লুক আগুন দিত। এক একটা তান মারছে, আর যেন প্রাণ কেড়ে নিচ্ছে।

৩য়। মুই ত তখনই বলেছিলুম ওরে পুড়িয়ে মের না—

মন্দির হইতে গীত।

ভাবি ভাবি ত্রিলোচন, সজনি লো এ লোচন,
দেখে সেই সুলোচন—মানস-মোহন।

(রোহিম আলির প্রবেশ)

রোহি। (স্বগত) স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর শুনছি যে! সেই আর একটা স্ত্রীলোক বল্লে জয়পালের কন্যা দেবপূজার জন্য গেছে, কোথায় গেছে

তা বল্লে না—তবে এই মন্দিরেই ত আসে নি? মন্দির ত দেখ্‌ছি বেশ পুড়্‌ছে। যদি এই জ্বলন্ত মন্দিরের ভিতরেই থাকে, তা হলে ত আমার সব আশা দেখ্‌ছি বিফল হল! (প্রকাশে) এ মন্দিরের ভিতর কেউ আছে?

৩য়। বড় খোপসুরৎ একটা মেয়ে মানুষ আছে।

১ম। তার পোষাকও ভারি কেতার; গায়ে হীরে মতির গহনা সব ঝক্ ঝক্ কচ্ছে—

রোহি। (স্বগত) তা হলে ত আর সন্দেহই থাকচে না (প্রকাশে) উল্লুক কাঁহাকা, এ সব দেখে শুনেও তোরা মন্দিরে আগুন দিলি কেন? কার হুকুমে দিলি?

৩য়। দোহাই হুজুর, আমি বারণ করেছিলুম, কেবল (দ্বিতীয় যবনকে নির্দ্দেশ করিয়া) এই বোকাটার পরামর্শে রুশন খাঁ আগুন দিয়েছে।

রোহি। রেখে দে তোর বারণ! রেখে দে তোর রুশন খাঁ! চল্, আগে তোরা গজ্‌নিতে ফিরে চল্, এক এক করে তোদের সকল গুলকে এই রকম জেয়াস্ত পুড়িয়ে মার্‌ব, তবে আমার নাম রোহিম আলি জান্‌বি! হারামজাদ্, জানিস্‌নে? আমার জানের জান, কল্‌জের কল্‌জে এই মন্দিরের ভিতর আছে!

মন্দিরে।—ওমা আগুন যে! ও সখি কোথা গেলে? মন্দিরে আগুন লেগেছে —আমাকে রক্ষা কর, সখি আমাকে রক্ষা কর—প্রাণ যায়—পুড়ে মলুম! হে বিজন-বান্ধব, তোমার মন্দিরে স্ত্রীহত্যা হয়—রক্ষা কর—গেলুম— গেলুম যে—কেউ এল না—প্রাণেশ—বুঝি জন্ম—দেখা—ও—মা—

রোহি। (সবেগে) ভয় নাই, ভয় নাই—

(বেগে অগ্নির মধ্য দিয়া দ্বার ভাঙ্গিয়া মন্দিরে প্রবেশ মূর্চ্ছিতা স্বর্ণকুন্তলাকে লইয়া বাহিরে আগমন)

মন্দির পুড়ুক, চল্, আমরা জান্‌কে নিয়ে গজ্‌নি যাই, মূর্চ্ছিত তেই পাঞ্জাব পার হতে পার্‌লে হয়।

[সকলের প্রস্থান

নেপথ্যে গীত।

রাগিণী বসন্তবাহার—তাল আড়াঠেকা।

কি সুচারু সুচিকণ গেঁথেছি এ ফুল-হার!
দোলাব দম্পতি-গলে বাসনা আছে আমার।
কাঁদাইয়ে অলিকুল, তুলেছি বিবিধ ফুল,
মালতী, জাঁতি, বকুল, কিবা শোভা মল্লিকার!
দিননাথে দুখী করি, কমলে এনেছি হরি,
কমলে কুসুমেশ্বরী, দিব আজি উপহার।

(অনঙ্গপাল ও সদানন্দের প্রবেশ)

অন। আবশ্যক হলে কাশ্মীর-রাজ তাঁর নিজের সৈন্য দিয়েও সাহায্য করবেন—এ কি! বনের ভিতর এত আলো কেন? বনে কি দাবানল প্রজ্বলিত হয়েছে?—না, এ যে দেখ্‌ছি, বিজন-বান্ধবের মন্দির দগ্ধ হচ্ছে! কে এ অগ্নি প্রদান করলে?

সদা। নিশ্চয়ই রাজ্য মধ্যে শত্রু প্রবেশ করেছে।

নেপথ্যে।—ওগো কে আছ রক্ষা কর—আমার সখীকে রক্ষা কর—উপায়হীনা অবলার সতীত্ব রত্ন রক্ষা কর! পাপাত্মা, আমার সখীকে ত্যাগ কর্ বল্‌ছি

পুনর্নেপথ্যে। চিল্লাও মাৎ—শীর লেগা!

অন। কি সর্ব্বনাশ! চল, চল, সদানন্দ—

[উভয়ের প্রস্থান।

নেপথ্যে। পাপিষ্ঠ! ম্লেচ্ছ! এত বড় স্পর্দ্ধা, পুণ্যভূমি পঞ্চনদে পারস্য-বাসী সতীর সতীত্ব নাশ! (অসি-ঝঞ্ঝনা-শব্দ)

(মূর্চ্ছিতা স্বর্ণকুন্তলাকে লইয়া অনঙ্গপাল, সদানন্দ ও পশ্চাতে বিচক্ষণার প্রবেশ)

অন। কে এ স্ত্রীলোক? (আলোক সন্নিকটে গিয়া স্বর্ণকুন্তলাকে দেখিয়া) এ কি, স্বর্ণকুন্তলা! এখানে কেন!

সদা। রাজান্তঃপুরচারিণী স্বর্ণকুন্তলা কাননমধ্যে কেন! (পশ্চাতে বিচক্ষণাকে দেখিয়া) কে, বিচক্ষণা!

অন। তোমরা এখানে কি কর্ত্তে এসেছিলে!

বিচ। রাজনন্দিনী শিব-পূজা কর্ত্তে এসেছিলেন। আমি——

(স্বর্ণকুন্তলার চৈতন্যপ্রাপ্তি)

সদা। রাজনন্দিনীর চৈতন্য হয়েছে, ভালই। সবিশেষ তত্ত্ব পরে নেওয়া যাবে, এখন দেব সহিত দেবমন্দির যে দগ্ধ হয়, তার উপায় কি?

অন। তাইত! এখন এ বনে কি উপায় অবলম্বন করা যায়।

(মেঘগর্জ্জন, বিদ্যুৎ ও বৃষ্টি)

এই যে প্রবলবেগে বৃষ্টি পল, অগ্নি আপনিই নির্ব্বাণ হবে। স্বর্গ হতে দেবগণ এর উপায় করেছেন। এখন চল, সকলে রাজভবনাভিমুখে যাই—শত্রুদের বধ করতে পারলেম না—পালিয়ে গেল, মনে বড় ক্ষোভ রইল।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

উপবন—তপস্বিনীর কুটীর।

(তপস্বিনীর প্রবেশ)

তপ। শান্তি!—শান্তি! শান্তি! (উপবেশন ও ধ্যান)

(নেপথ্যে গীত)

রাগিণী আড়ানাবাহার—তাল আড়াঠেকা।

'তিমিরে ডুবায়ে পৃথ্বি যায় দিনমণি,'
সঙ্গিনী সন্ধ্যার সহ আসিছে যামিনী।
নলিনী মলিনী দুখে, কুমুদিনী ফুল্লমুখে,
হাসিছে আপন সুখে, নৈশ-সরঃ-সুশোভিনী।
সুদীর্ঘ পাদপচয়, গম্ভীর ভাবেতে রয়,
গম্ভীর ভাবেতে রয়, শশিহীনা কাদম্বিনী।
বিহঙ্গ শাবকসনে, আঁধারে আকুল প্রাণে,
বিভুর মহিমা গানে, করিছে মঙ্গলধ্বনি।
এই ত সময় যবে, শান্তি আবির্ভূত ভবে,
ব্রহ্ম-উপাসক সবে, ভাবে সেই চিন্তামণি॥

(আকাশে সহসা বজ্রধ্বনি; তপস্বিনীর ধ্যান ভঙ্গ)

তপ। উঃ! কি ভয়ানক শব্দ! একি বজ্রাঘাত!—বিনা মেঘে বজ্রাঘাত! (ঊর্দ্ধে দৃষ্টি) একি সর্ব্বনাশ! একি সর্ব্বনাশ! গগনপটে আজ একি দেখ্‌ছি! রক্ত! রক্ত নদি!—না, না, না এ যে রক্তসাগর! ভীমকায় গতশ্রীব অশ্বহস্তিসকল জলযানের ন্যায় ভাস্‌ছে! শিবাকুল, গৃধিনী-

পাল, শকুনীসমূহ জল-জন্তুর ন্যায় ইতস্ততঃ বিচরণ কচ্ছে! অসংখ্য নরদেহ, অগণিত নরমুণ্ড কাতারে কাতারে পড়ে রয়েছে! এ সকল অধিকাংশই পঞ্চনদবাসীদেরই দেখছি! এ কি! অসংখ্য সৈন্য-সমভি-ব্যাহারে সেনাপতি সংগ্রামসিংহ পড়ে রয়েছেন! ও আবার কে! বিজয়-কেতু! তুমি ও কি বেশ ধারণ করেছ!—ও কে! স্বর্ণকুন্তলা! ও কি—ও কি কর!——আমি কি স্বপ্ন দেখছি, না ভবিষ্যৎ তাহার তমোময় হৃদয় বিদীর্ণ করে আমাকে এ সকল দেখাচ্ছে! (নয়নদ্বয় মর্দ্দন) (বজ্রাঘাত) এ কি আবার! অগ্নি যে! গগনব্যাপী অগ্নি! মহারাজ জয়পাল জীবন্ত শরীরে তাতে পতিত হচ্ছেন!—রাজমহিষীও সহগমন কচ্ছেন! উঃ! কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য!!—মহারাজ! করেন কি? করেন কি? (দাঁড়াইয়া) মহারাজ দাঁড়ান! ও অমূল্য জীবন অনলে বিসর্জ্জন কর্‌বেন না! দাঁড়ান্—দাঁড়ান্—দাঁড়ান্! (বজ্রাঘাত) আবার এ কি! পঞ্চনদের প্রতিমূর্ত্তি! পঞ্চনদ রাজসিংহাসনে যবন উপবেশন করেছে! (বজ্রা-ঘাত)—আবার কি! এ যে ভারতের প্রতিমূর্ত্তি! ভারত যবনকর্ত্তৃক শাসিত হচ্ছে! ওরা কে! যবন রাজাসকল, এক জন—দুজন—তিন জন—চার জন!—এদের কি অন্ত নাই! পাঁচ জন—ছ জন—ক্রমাগতই যবন দেখতে পাচ্ছি! যত দূর দৃষ্টি চলে তত দূরই বিধর্ম্মী যবনদিগের রাজ-মূর্ত্তি! সাত জন—আট জন!—উঃ! আর দেখতে পারিনি!—হা ভারত! (মূর্চ্ছা)

(কুটীরদ্বারে লক্ষ্মীদেবী, স্বর্ণকুন্তলা, সুলোচনা ও বিচক্ষণার প্রবেশ)

সুলো। একে উপবনের নিবিড় ভাগ, আবার তাতে অমাবস্যার রাত্রি,—উঃ! এ স্থানটি কি ভয়ানক বেশই ধারণ করেছে! মা গো! অন্ধ-কার যেন গ্রাস কর্‌তে আস্‌ছে!—রাজমহিষি! আস্‌ছেন ত?

লক্ষ্মী। হাঁ মা, আমরা যাচ্ছি। তুমি চল।—বিচক্ষণা তুমি কথা কচ্ছ না যে?

বিচ। আকাশে নক্ষত্রগুলি দিব্বি জ্বলছে, মেঘের নাম মাত্র নাই, তবু কটা বজ্রাঘাত হল তাই ভাবছি।

স্বর্ণ। এ সব ভারি অমঙ্গলের লক্ষণ। আজ আর ভগবতীর কাছে গিয়ে কায নাই।

লক্ষ্মী। না যাওয়াই উচিত বটে, কিন্তু তা হলে ভগবতীর কাছে মিথ্যা কথা বলা হয়।—না মা, তায় কায নাই, চল, তাঁর কাছে যাই। আর তা হলে এর বিশেষ কারণও তাঁর কাছে জান্‌তে পার্‌ব।

স্বর্ণ। আমার যেতে মন সর্‌ছে না।

বিচ। (স্বগত) তোমার মন সর্‌বে কেন? পাছে ভগবতী যোগবলে তোমার গুপ্ত প্রেমের কাহিনী জান্‌তে পেরে রাজ্ঞীকে বলে দেন্ এই ভয়েই তুমি যেতে চাচ্ছ না।

লক্ষ্মী। সে স্থানে যেতে অন্যমন কর না। আহা, মা! সেই পুণ্যস্থানে গিয়ে দেখবে চল—তপস্বিনী ধ্যান কচ্চেন, যেন স্বয়ং আরাধনা মূর্ত্তিমতী! পুণ্যরাশি যেন পাপ ভয়ে লোকালয় পরিত্যাগ ক'রে, তাঁকে এসে আশ্রয় করেছে।

সুলো। রাণী মা! এই তাঁর কুটীর।—কিন্তু আজ কুটীর অন্ধকার দেখ্‌ছি কেন? তিনি কি এখানে নাই?

লক্ষ্মী। তিনি যখন আমার কাছে বাক্যদত্তা হয়েছেন তখন অবশ্যই কুটীরে আছেন।

সুলো। তবে অন্ধকার কেন?

বিচ। আচ্ছা ডেকেই দেখনা।

সুলো। ভগবতি!—ভগবতি! কই, কোন উত্তর নাই যে!

লক্ষ্মী। তিনি এখন ধ্যানে মগ্ন আছেন তাই আমাদের কথা তাঁর কর্ণকুহরে প্রবেশ কর্‌ছে না; এখন তাঁকে ডেকে তাঁর ধ্যান ভঙ্গ ক'র না।

বিচ। আমি কুটীরমধ্যে গিয়ে দেখি, তিনি আছেন কি না, আপনারা এখানে একটু দাঁড়ান।

লক্ষ্মী। আচ্ছা, তাই দেখ দেখি।

(বিচক্ষণার কুটীর মধ্যে প্রবেশ)

বিচ। ওগো, ভগবতী শুয়ে রয়েছেন। বোধ হয়, নিদ্রা গেছেন।

লক্ষ্মী। অ্যাঁ,—শয়ন? নিদ্রিত? সে কি কথা? তবে ডাক, ডাক। এমন সময় নিদ্রা যাচ্ছেন তাৎপর্য্য কি?

বিচ। ভগবতি!—ভগবতি!

তপ। (ত্রস্তভাবে উঠিয়া) কেও? বিচক্ষণা?

বিচ। হাঁ—আপনি এমন সময় নিদ্রা যাচ্ছেন কেন? রাজমহিষী, স্বর্ণকুন্তলা ওঁরা সব এসেছেন, ঐ বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন।

তপ। শরীরটা কিছু অসুস্থ হয়েছে। এস মা লক্ষ্মী, ভিতরে এস।

(সকলের কুটীরের মধ্যে প্রবেশ ও তপস্বিনীকে প্রণাম)

লক্ষ্মী। কি অসুখ হয়েছে, ভগবতি?

তপ। তা নিশ্চয় বল্‌তে পারি না, বোধ হয়, মস্তিষ্ক-পীড়া।

লক্ষ্মী। আপনি অসুস্থ আছেন, তবে আজ আর আপনাকে বিরক্ত করব না, অন্য অমাবস্যায় স্বর্ণকুন্তলার বিষয় জান্‌ব।

তপ। সেই উত্তম—শরীর অসুস্থ হলে কোন বিষয়ে মনসংযম হয় না, মনসংযম ব্যতীত এ সকল দেব-কার্য্যও সাধিত হয় না; তবে আপনারা আজ বিদায় হন্, এই অন্ধকারে এই কাননমধ্যে থাকা আপনাদের কোনক্রমেই উচিত নয়।

লক্ষ্মী। আপনার কাছে আমাদের কোন ভয় নাই।

তপ। তা হোক্, তথাপি এ সময়ে এ স্থান আপনাদের উপযুক্ত নয়।

লক্ষ্মী। এরূপ স্থান আকাঙ্ক্ষিত, মা।

স্বর্ণ। তবে প্রণাম হই।

(সকলের প্রণাম ও বাহিরে গমন; রাজ্ঞীর মস্তকে দ্বারের আঘাত)

তপ। কাকে আঘাত লাগ্‌ল? (স্বগত) আবার যেতে বাধা লাগ্‌ল? আজ অমঙ্গলসমষ্টি একত্র হয়ে এখানে আবির্ভূত হয়েছে না কি?

লক্ষ্মী। আমার মস্তকে এই দ্বারটা একটু লেগেছে, তত আঘাত পাই নাই,—তবে আসি, মা।

তপ। হাঁ, এসো মা।

[রাজ্ঞী প্রভৃতির প্রস্থান।

আজ কেন এরূপ দেখ্‌লেম? ভবিষ্যতে সত্যই কি এই সকল ঘটবে? ভবিষ্যত! কেবল দুঃখিনী ভারতের জন্যই কি এই অমঙ্গল ঘটনাসকল গর্ভে ধারণ করে রেখেছ? যখন এ সকল প্রসব কর্‌বে—উঃ! সে সময়ের কথা মনে কর্‌তেও এখন আমার শরীর রোমাঞ্চ হচ্ছে। (সহসা এক অলৌকিক আলোক প্রকাশ) এ কি! সহসা এ অলৌকিক আলো কোথা হতে এল? কোন ফণী কি মণি ত্যাগ করে এই তিমিরাচ্ছন্ন নিবিড় কাননে আহার অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছে?

(নেপথ্যে গীত)

রাগিণী পাহাড়ী—তাল আড়াঠেকা।

দেহ ভারত-জননী বিদায় আমারে গো;—
যাই জনমের মত ত্যজিয়ে তোমারে গো।
আমি মা চিরচঞ্চলা, তোমাতে ছিনু অচলা,
বিধির বিধানে এবে, যাই দেশান্তরে গো।
তোমারে বিধি বিমুখ, সহিতে হইবে দুখ,
চিরপরাধিনী হয়ে, রহিবে সংসারে গো।
তোমার বিভব রাশি, লুটিবে যত বিদেশী,
তব রাজসিংহাসনে, বসিবে অপরে গো।
সোণার ভারত-ভূমি, জগত-পূজিতা তুমি,
তোমার এ দশা শুনি, হৃদয় বিদরে গো।

ভাসি নয়নের জলে, মনোদুখে যাই চলে,
তোমার সুখের শশি, ডুবিল সাগরে গো।

(গীতান্তে আলোক অন্তর্দ্ধান)

তপ। না, ফণীর মণি-সমুত্থিত আলোক নয়, এ যে দেখ্‌ছি মা ভারত-রাজলক্ষ্মীর অঙ্গের বিমল জ্যোতি; জননি ভারতের ভাবি দুর্দ্দশা সকল বর্ণনা করে ভারত-ভূমির নিকট হতে চিরকালের জন্য বিদায় নিচ্ছেন। যবনেরাই ভারতের রাজসিংহাসনে উপবেশন করবে। হা! তবে আমি গগণপটে যা যা দেখ্‌লেম সে সকলই ঘটবে। হায়! এই কি ধর্ম্মের পরিণাম! এই কি অনশন ব্রতাবলম্বী যোগী ঋষিদের যোগোপাসনার চরমফল! হায় বিধি! এই কি তোমার বিধি! মহারাজ! মহারাজ জয়পাল! আর কেন বৃথা চেষ্টা করছ, ভারতের স্বাধিনতা রক্ষা করতে পারবে না। উঃ! তোমার জীবন-নাটকের শেষ দৃশ্য কি ভয়ানক! তবে আমিই বা আর এখানে কেন? যে মায়াপাশে এত দিন বদ্ধ ছিলাম তা ত আজ ছিন্ন হল। আমি অন্যত্রে গিয়ে তপস্যা করিগে। দীনবন্ধু! দয়া কর (দীর্ঘনিশ্বাস)।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজভবন।

(সুলোচনা ও বিচক্ষণা।)

সুলো। কাল সেই বনের ভিতর কি ঢলানটাই ঢলালে, ছি!

বিচ। মন্দই বা কি?

সুলো। তোমার সকল কর্ম্মে এত মাথা ব্যথা পড়ে কেন?

বিচ। আমি যে পরের দুঃখ দেখতে পারি না।

সুলো । তুমি পরের দুঃখ দেখ্‌তে পার না, কিন্তু তোমার নিজের দুঃখ দেখে কে ?

বিচ । আমার কেন দুঃখ হতে যাবে না, শত্রুর হোক্ ।

সুলো । তুমি যে আপনার শত্রুতা আপনি কর্‌ছ ।

বিচ । কিসে ?

সুলো । কিসে, তা আবার জিজ্ঞাসা কর্‌ছ ? বলি, রাজনন্দিনী আর বিজয়কেতুর ঘটকীটি কে ?

বিচ । এই বৈ ত নয়, তার আর কি হয়েছে ?

সুলো । এখনও কিছু হয় নি, কিন্তু মহারাজ যখন এ সব শুন্‌বেন, তখন জান্‌তে পার্‌বে কি হয় । বিচক্ষণা ! মহারাজ আমাদের যে কর্ম্মে নিযুক্ত করেছেন তা কি সব ভুলে গেলে ।

বিচ । জানি সকলই । কিন্তু মহারাজ যদি যথার্থ জ্ঞানবান হন ত এ কথা শুনে কখনই আমার উপর রাগ কর্‌বেন না, আমি তাঁর কন্যার স্বয়ম্বর পতির সঙ্গে তার সাক্ষাৎ করিয়ে দিয়েছি, আর ত কিছু নয় ।

সুলো । কাযটি পেয়েছ ভাল ।

বিচ । মন্দই বা কি—খেতে নাই, ছুঁতে নাই তবু কত অপমান, কত তিরস্কার সইতে হয় ।

সুলো । তাইত বল্‌ছি ।

বিচ । তোমার একটি আধটি নাগরের দরকার হলে আমাকে বল ; আমি দেখে শুনে করে দিব, আমার হাতে অনেক গুলি আছে ।

সুলো । আমার যে নাগর হবে সে এখনও জন্মায় নি ।

বিচ । চুপ কর, রাজনন্দিনী আস্‌ছেন ।

(স্বর্ণকুন্তলার প্রবেশ)

স্বর্ণ । দেখ বিচক্ষণা, তুমি সংগ্রামসিংহকে বারণ কর, ও যেন পুনরায় আমাকে বিরক্ত না করে । তা না হলে ভারি অনর্থ হবে বল্‌ছি ।

বিচ । কেন, কি হয়েছে ?

স্বর্ণ । ও কি জন্য আমার কাছে প্রণয় জানাতে যায় ?

সুলো। মহারাজ যে ওঁকে সে বিষয়ে অনুমতি দেছেন।

স্বর্ণ। তা দিন, কিন্তু এ জীবন আমার বই আর কারও নয়।

সুলো। সে আবার কি কথা?

স্বর্ণ। তুমি দেখো, আমি বল্‌ছি।

(সংগ্রামসিংহের প্রবেশ)

সংগ্রা। রাজবাটীর সকল স্থানই অন্বেষণ করলেম, কিন্তু কোথাও সে চন্দ্রবদন দেখ্‌তে পেলেম না। (স্বর্ণকুন্তলাকে দেখিয়া) এই যে, আমার নয়ন মণি এই রাজভবনেই বিরাজ কচ্ছেন! এতক্ষণ আমি মণিহারা ফণির ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করছিলেম।

স্বর্ণ। আমি যে পাপমূর্ত্তি মনের সহিত ঘৃণা করি, যাকে পরিত্যাগ করবার জন্য আমি প্রাণপণে চেষ্টা করি, সে কি না ছায়ার ন্যায় সর্ব্বদা আমার অনুসরণ করে। দূর হোক্, আমি এ স্থান হতে যাই।

[প্রস্থান।

বিচ। তবে চল আমরাও যাই।

[সুলোচনা ও বিচক্ষণার প্রস্থান।

সংগ্রা। নৈষ্ঠুর্য্যের পাষাণময়ি প্রতিমা! অহঙ্কার করে চলে গেলে, যাও —এতে আমার নূতন কোন কষ্ট হবে না, তোমার এ ব্যবহার আমি প্রত্যহই দেখে আস্‌ছি। (উপবেশন) গভীর রজনী, প্রকৃতি শব্দ সমভিব্যাহারে নিদ্রিত, মেদিনী নিস্তব্ধ। নিদ্রা দেবীর কোমল পক্ষপুটে যাবতীয় জীবশরীর আবৃত—জগৎ নিদ্রিত। কিন্তু মনুষ্যমণ্ডলীতে এ সময় জাগ্রত কে?—যে দুরভিসন্ধী; আর কে?—যে চিন্তান্বিত; আর কে?—যে সন্তপ্ত; আর?—যে বিরহী। আমি জাগ্রত, কেন না আমি চিন্তান্বিত, সন্তপ্ত এবং বিরহী। বিরহী? কৈ না, আমি ত কখন তাহার সহবাস-সুখলাভ করিনি! তবে কি? আমি তার প্রণয়-সুধায় বঞ্চিত এই জন্য আমি চিন্তান্বিত ও সন্তপ্ত। আমার সন্তাপ প্রজ্বলিত বাড়বানল! ওহো! কে বলে রমণীহৃদয় নবনীত অপেক্ষাও সুকোমল? আমি

বলি তা পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন—লৌহ অপেক্ষাও কর্কশ। বিধাতা যে কি উপকরণে তাহা নির্ম্মাণ করেছেন তা কেবল তিনিই জানেন! স্বর্ণকুন্তলা? তোমার হৃদয়ক্ষেত্র কি মরুভূমি? দয়া কি তাতে আদৌ অঙ্কুরিত হয় নাই? হা বিধাত! কেন তুমি আমাকে এত মনস্তাপ দিচ্ছ? হায়! রত্নহার বলে আমি যাকে সমাদর করে কণ্ঠে ধারণ কর্ত্তে যাচ্ছি, সে কালভুজঙ্গিনী হয়ে আমাকে দংশন করতে আস্‌ছে; সুবাসিত কুসুম বলে আমি যাকে হৃদয়ে ধারণ করতে যাচ্ছি, সে তীক্ষ্ণধার কণ্টক হয়ে আমাকে বিদ্ধ করতে আস্‌ছে; সুশীতল সরোবর বলে আমি যাতে অবগাহন করে শীতল হতে যাচ্ছি, অগ্নিময়ী মরীচিকা হয়ে তাহা আমায় দগ্ধ করতে আস্‌ছে। উঃ! আর যে সহ্য হয় না, অনুরাগ কি কেবল এই অভাগার হৃদয় দগ্ধ করতে সৃষ্ট হয়েছে? হায়! এ জগতে কেহ যেন কাহারও অনুরাগী না হয়।

(বিজয়কেতুর প্রবেশ)

এ গভীর রজনীযোগে আরও জাগ্রত কে? আর কোন্ অভাগার হৃদয় শান্তি-শূন্য হয়েছে? আর কোন্ দুর্ভাগার মন বিরাম-শূন্য হয়েছে? আর কোন্ হতভাগ্যের চক্ষু নিদ্রা-শূন্য হয়েছে?

বিজ। (স্বগত) স্বর্ণকুন্তলার নির্দ্দয় ব্যবহারে শান্তি তোমারই হৃদয় পরিত্যাগ করেছে, বিরাম তোমারই মনকে একেবারে বিস্মৃত হয়েছে, নিদ্রা তোমারই নয়নকে স্পর্শও করে না। সর্ব্বদাই তুমি দুঃখিত, সর্ব্বদাই তুমি সন্তপ্ত, সেই জন্য তুমি আমাকে আজ্ ঐরূপ কথা বল্লে। হায়! তোমার এ নিদারুণ দুঃখ আর যে আমি দেখ্‌তে পারিনি;—আমিই বা কি করব? তোমারও যে দশা আমারও সে দশা, তবে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কারণে। উঃ! স্ত্রীলোকের কি মোহিনীশক্তি! যে হৃদয় সহস্র সহস্র লোকের ছিন্ন মুণ্ড দেখে আনন্দে নৃত্য করে, আজ কিনা সেই হৃদয় একটা সামান্য স্ত্রীলোকের মোহে দ্রবিভূত হয়েছে! পাষাণ বিগলিত হয়েছে! হায়! এক প্রণয়ানুরোধেই দেখ্‌ছি সকল দিক বিনষ্ট হবে। যাঁর উপর এই সুবিস্তীর্ণ পঞ্চনদের শ্রী, ঐশ্বর্য্য, সুখ, স্বচ্ছন্দতা সমস্তই

নির্ভর কর্‌ছে, তিনি কিনা অবশেষে একটা নারির জন্য অপদার্থ হয়ে রইলেন! উঃ! কি মনস্তাপ!

সংগ্রা। কাষ্ঠপুত্তলির ন্যায় দাঁড়িয়ে কে? বিজয়কেতু?

বিজ। আজ্ঞা হাঁ, আমি বিজয়কেতু।

সংগ্রা। তুমি এ ঘোর রজনী জাগরণ কর্‌ছ কেন? তুমি কি এখনও স্বর্ণকুন্তলার প্রেম বিস্মৃত হও নি।

বিজ। স্বর্ণকুন্তলা আমার ভগ্নী, তাকে আমি প্রিয় ভগ্নী ভিন্ন অন্য কিছু ভাবি না।

সংগ্রা। তবে তুমি এ নিশীথে জাগ্রত কেন?

বিজ। আপনার জন্য।

সংগ্রা। আমার জন্য?

বিজ। আপনার যন্ত্রণার জন্য।

সংগ্রা। তুমি কি আমার যন্ত্রণা অপনোদন কর্‌তে পার্‌বে, যে এ নিশি জাগরণ কর্‌ছ?

বিজ। আমার সাধ্য কি?

সংগ্রা। তোমার সাধ্য কি? সাধ্য আছে যমের।

বিজ। ও কথা বল্‌বেন না।

সংগ্রা। দেখ বিজয়কেতু! তুমিই আমার সকল যন্ত্রণার মূল কারণ।

বিজ। আমিই আপনার সকল যন্ত্রণার মূল কারণ? ধর্ম্ম—তিনিই জানেন। সেনাপতি মহাশয়! আজ আমি আপনার মুখে এ কথা শুনে মনে যে দুঃখ পেলেম, এজন্মে তা কখন পাই নাই।

সংগ্রা। স্বর্ণকুন্তলা তোমার প্রতি অনুরাগিণী বলেই ত আমাকে এত ঘৃণা করে।

বিজ। বীরবর! সে জন্য আমি কি দোষী হব? আমি ত সেই অবধি তার সহিত সাক্ষাৎও করি না।

সংগ্রা। যা হোক্, আমি শুন্‌তে চাই তুমি এ নিশীথে জাগ্রত কেন।

বিজ। যদি নিতান্ত ইচ্ছা হয়ে থাকে ত বলি শুনুন।

সংগ্রা। সত্য বল।

বিজ। সত্যই বল্‌ছি। বীরবর! যে হলাহল আপনাকে এত জর্জ্জরীভূত করেছে, সেই হলাহল আমারও শরীরে প্রবেশ করেছে।

সংগ্রা। তবে যে তুমি বল্লে, স্বর্ণকুন্তলাকে ভগ্নী ভিন্ন অন্য কিছু ভাব না।

বিজ। যা বলেছি, তা এখনও বল্‌ছি, আর যত দিন জীবিত থাক্‌ব তত দিন বল্‌ব। রাজকন্যাকে আমি ভগ্নী ভিন্ন, মাননীয়া প্রভু-কন্যা ভিন্ন অন্য কিছু কখন ভাবিও নাই, ভাব্‌বও না। আপনি সে সন্দেহ কর্‌বেন না।

সংগ্রা। তবে কে তোমাকে এরূপ করেছে? কার প্রেমপাশে বদ্ধ হয়ে তুমি তোমার মনের কুশল নষ্ট করেছ? সত্য বল।

বিজ। আপাততঃ তা বল্‌ছি না,—কিন্তু আপনি স্বর্ণকুন্তলা বলে ভাব্‌বেন না। আমি যার জন্য এরূপ হয়েছি স্বর্ণকুন্তলার সহিত তার আকাশ পাতাল প্রভেদ।

সংগ্রা। বাধা থাকে, বল্‌বার আবশ্যক নাই।

বিজ। বাধা আছে বলেই বল্লুম না। (সজল নয়নে) আমার দুঃখ আমাতেই থাক্‌, তার অংশ আমি অন্যকে দিতে চাই না, তা হলে হয় ত হিতে বিপরীত হবে।

সংগ্রা। আমি তোমার কথা কিছু বুঝ্‌তে পার্‌লেম না, তুমি রোদন কর্‌ছ না কি?

বিজ। বীরবর! আমি রোদন করছি না, আমার নয়ন আপনিই জলপূর্ণ হয়ে আস্‌ছে।

সংগ্রা। বিজয়! ও কি?—স্ত্রীলোকের রোদনই বল, তুমি একজন প্রসিদ্ধ বীরপুরুষ হয়ে অবশেষে রোদন করতে লাগ্‌লে?

বিজ। স্ত্রীলোকের রোদনই বল। না, না, বীরবর! আমি আর রোদন করব না। কিন্তু আপনিও আপনার এ ভাব পরিত্যাগ করুন। (সজল নয়নে) আমি আপনার এ দুঃখ আর দেখতে পারিনি।

সংগ্রা। ঐকান্তিক ইচ্ছা তাই বটে।

বিজ। (সজল নয়নে) বীরবর! প্রিয়বর! কে ইচ্ছা করে আপনাকে আপনি কষ্ট দেয়, কিন্তু অবোধ মনুষ্য-মন যে বুঝে না।

সংগ্রা। (দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত) মন বুঝে না—তুমি আমারই মনের কথা বলেছ। এখন আমার বোধ হচ্ছে তুমি নিশ্চয়ই কার প্রণয়াবদ্ধ হয়েছ, তা না হলে তুমি এ বিষয়ে কি করে অভিজ্ঞতা লাভ করলে? কিন্তু বিজয়, সাবধান! পাষাণকে দ্রব কর না—বীরপুরুষের হৃদয় যেন দাঢ্য-শূন্য না হয়—সাবধান!

বিজ। না, তা হবে না—কিন্তু আমি কি আপনার সকল যন্ত্রণার মূল কারণ? (নিরুত্তরে রোদন)

সংগ্রা। তুমি এখনও সেই কথা ভাব্‌ছ?—ও কথার জন্য তুমি দুঃখিত হ'ও না, আমি মনের ভুলে বলেছি।

(সদানন্দের প্রবেশ)

আবার কে? কি আশ্চর্য্য! এ রাজপুরীর মধ্যে কি কাহারও চক্ষে নিদ্রা নাই?

সদা। আমি একটা মরা ছাগল, এক পাশে পড়ে রয়েছি, কিছু মনে করবেন না, আপনারা কি বল্‌ছিলেন, বলে যান্।

সংগ্রা। কে'ও, সদানন্দ? তুমিও জাগ্রত কেন?

সদা। তা না হলে লোকে আমাকে পাগল বলবে কেন বলুন, পাগলের কি কখন নিদ্রা হয়? যে পাগলের নিদ্রাকর্ষণ হয় তার আর রোগ কোথা?—যা হোক আপনাদের এখন এখানে হচ্ছে কি? আপনারা যে আমারই এক এক জন দেখ্‌তে পাই—আপনি আবার আমার চেয়েও বাড়িয়েছেন যে! (উচ্চ হাস্যে) "এক পাগলে রক্ষা নাই, সাত পাগলের মেলা।"

সংগ্রা। সদানন্দ! তোমার মত হলে আমরা সুখী হতেম।

সদা। সে ত পুরাতন কথা। কিন্তু আপনি আমরা বল্লেন যে? বিজয়-কেতুও ঐ রোগাক্রান্ত না কি?

(দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে বিজয়কেতুর প্রস্থান)

হয়েছে, বুঝেছি; দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে বিজয়কেতুর প্রস্থান দেখেই বুঝেছি। এখন দেখ্‌ছি আপনাদের দ্বারাই মানুষের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম

রক্ষিত হবে। মানুষেরা যেমন শমন অতি নিকটবর্তী [illegible], তাহা অগ্রাহ্য করে দিন দিন অশেষবিধ পাপে লিপ্ত হয়, আপনারাও অবিকল তাই কচ্ছেন। প্রথমে দেখ্‌লুম, আপনি প্রণয়াসক্ত; পরে যবনযুদ্ধ আরও নিকটবর্তী হলে দেখ্‌লুম, বিজয়কেতুও সেই পথের পথিক। ক্রমে যখন যবনেরা এসে উচ্চৈঃস্বরে দ্বারে আঘাত করবে, তখন হয়ত দেখ্‌ব, পঞ্চনদবাসীরা সকলেই প্রণয়াসক্ত। তা হলেই কার্য্য সুসিদ্ধ হবে। আমরা সকলে প্রেমরাজ্যের প্রজা হব। আহা! সে দিন কার না প্রার্থনীয়! যবনেরা এসে পঞ্চনদ সমভূম করবে, আর্য্যরক্তে [illegible] করবে, অবশেষে যখন আমাদেরও কাট্‌তে আস্‌বে;—আমরা প্রেমরাজ্যের প্রজা,—অমনি চক্ষু মুদিত করে গোপনে বসে স্ব স্ব প্রণয়িণীর রূপ চিন্তা করব! যবনেরা অমনি আমাদের ক্ষত্রিয়-চিন্তামণি বলে শত শত প্রশংসা করবে।

সংগ্রা। সদানন্দ! বিদ্রূপের আবশ্যক নাই। পঞ্চনদ-সম্বন্ধে, আমাদের মাতৃভূমি-সম্বন্ধে, ভারতবর্ষ-সম্বন্ধে তোমার কোন চিন্তা নাই। আমাদের দেহে প্রাণ থাক্‌তে পুণ্যস্থান ভারতবর্ষ কখন যবন-পদধূলিতে কলঙ্কিত হবে না।

সদা। প্রাণ কি আর আপনাদের আছে ছাই, তাই 'প্রাণ' 'প্রাণ' কচ্ছেন। প্রাণ আপনাদের সেই প্রাণের কাছে। এখন আমিও যেমন মজা ছাগল, আপনারাও এক একটী তদ্রূপ, তবে আমি এক কারণে, আপনারা আর এক কারণে।

সংগ্রা। তুমি কি বল্‌ছ?

সদা। আমি? কই না, আমি ত কিছু বলিনি। আর যদিও কিছু বলে থাকি, আপনি তা এখন বুঝ্‌তে পার্‌বেন না। আপনি কি বল্‌ছিলেন, বলুন।

সংগ্রা। আমি বল্‌ছি পঞ্চনদ কখন সহজে আপনার স্বাধীনতা নষ্ট করবে না। আমি কিম্বা বিজয়কেতু আপাততঃ কিছু বিমন হয়েছি বলে তুমি ভয় পাচ্ছ, কিন্তু সদানন্দ, এটি নিশ্চয় জেনো, জয়ধ্বনি শ্রবণ করলে ক্ষত্রিয় কখন স্থির ভাবে থাক্‌তে পারে না। যখন ভীমরবে রণবাদ্য বাদিত হবে, যখন [illegible] কোলাহল যুদ্ধস্থলকে সমাকুল করে তুল্‌বে, যখন সৈন্য[illegible]

ক্ষত্রিয়দের জয়ধ্বনি ঘোষণা করবে, তখন কোন বীরপুরুষ অলসভাবে গৃহে অবস্থান করবে না, কোন রণাভোগীব্যক্তি তখন নারী-প্রেমাবদ্ধ হয়ে জড় পদার্থের ন্যায় নিশ্চল ভাবে থাকবে না। যাদের শরীরে রক্তমাংস আছে, তারা কি কখন বিপক্ষ পক্ষের উপেক্ষা সহ্য করতে পারে ? যে পারে, সে ভীরু, কাপুরুষ, ক্ষত্রিয় নামের অযোগ্য, বন্যপশু অপেক্ষাও ঘৃণিত, কারণ বন্যপশুরাও অধীনতাকে নরক অপেক্ষা ঘৃণা করে। দেহে প্রাণ থাকতে ক্ষত্রিয়েরা অন্যের বশ্যতা স্বীকার করে না, ক্ষত্রিয়দের মৃত দেহও শত্রু বিনাশে উত্থিত হয়। সদানন্দ, আমি কেবল আমাদের দুজনের কথা বলছি না, আমি দুর্গস্থ সৈন্যসমূহের কথাও বলছি না, আমাদের সম্বন্ধীয় অন্যান্য যোদ্ধৃ-বৃন্দের কথাও বলছি না ; তুমি এই সুবিস্তীর্ণ পঞ্চনদের গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, গৃহে গৃহে, দ্বারে দ্বারে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে এসো তারা কি বলে। তুমি শুনবে, পঞ্চনদবাসীরা প্রত্যেকেই গম্ভীরস্বরে বলছে, "জীবন থাকতে কখন বিদেশীয়ের বশ্যতা স্বীকার করব না। মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।"

সদা। (নৃত্য করিয়া) "প্রাণ থাকতে কখন বিদেশীয়ের বশ্যতা স্বীকার করব না—মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন" এই কয়টি কথা স্বর্ণাক্ষরে লিখে মহারাজ জয়পালের যুদ্ধপতাকার উপর স্থাপন করুন। দেখুক যবনগণ ক্ষত্রিয়দের মধ্যে স্বদেশানুরাগী, প্রতিজ্ঞাপূর্ণ ব্যক্তি আছে কি না। সেনাপতি মহাশয়, আপনার এই বক্তৃতায় আজ আমি পরম প্রীতি লাভ করলেম। কিন্তু আপনি আর সেই নিরাশ-রূপিণী স্বর্ণকুন্তলাকে মনে স্থান দিবেন না, তা হলেই এ যুদ্ধে পঞ্চনদের জয় হবে, মহারাজ জয়পালের জয় হবে, বীরমাতা ভারতভূমির মুখোজ্জ্বল হবে।

সংগ্রা। কি করি সদানন্দ ! মনকে যতবার বশ করে তুলছি, মন ততবারই নিরাশ-সমুদ্রে নিমগ্ন হচ্ছে। কিন্তু সে জন্য তুমি চিন্তিত হ'ও না।

সদা।—আচ্ছা সে পরের কথা। এখন করি কি; আজ কিছু আকুমারের মন্দিরে উৎসবের পুজাটা হয়েছিল, একটু জলযোগের নিমন্ত্রণের উপায় না করলে তিনি বড় [illegible]

সংগ্রা। (দীর্ঘনিশ্বাস) হাঁ, তাঁর সদাসঙ্গ, শয়ন করি গে, কাল আবার প্রত্যুষেই দুর্গে গমন কর্‌তে হবে।

সদা। আজ্ঞা যে ত দুর্গা পূজার আয়োজন—কত কচু কবে পাঁঠা পড়্‌বে।

[উভয়ের প্রস্থান।

(বিজয়কেতুর প্রবেশ)

বিজ। সকলেই চলে গেছেন, স্থানটী নির্জ্জন হয়েছে, এই আমার গভীর চিন্তার উপযুক্ত অবসর! স্বর্ণকুন্তলাকে কাল আমি বিজন-বান্ধবের মন্দিরে যেতে বলেছিলেম, সেও গিয়েছিল, কিন্তু আমি যথা সময়ে যেতে পারি নাই—বিধির বিপাকে তার সহিত আমার সাক্ষাৎ হল না। উঃ! কাল সে শমন-হস্ত হ'তে বড় রক্ষা পেয়েছে! মন্দির-মধ্যে স্বর্ণকুন্তলা, দ্বারে অগ্নি! উঃ! কি ভয়ানক!! যাহোক্ জগদীশ্বর কাল তাকে রক্ষা করেছেন। কাল যদি তার সহিত আমার দেখা হত তা হলে তাকে আমি আমার বিষয় স্পষ্ট করেই বল্‌তেম। তা ত হল না—এখন করি কি? সংগ্রামসিংহ এমনটি করেছেন, যে তার সহিত আমার আর সাক্ষাৎটি হবারও উপায় নাই। হায়! আমি যে কত বিধ পাপে লিপ্ত হচ্ছি তার আর সংখ্যা নাই! অকারণ আমি রাজনন্দিনীকে যে কত যন্ত্রণা দিচ্ছি তা আর বল্‌তে পারি নি। কিন্তু জগদীশ্বর জানেন, আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক তাকে কোন কষ্ট দিচ্ছিনা। সে আপনার ইচ্ছায় আপনি কষ্ট ভোগ কচ্ছে, ও অন্যকেও কষ্ট দিচ্ছে। আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক যাতে লিপ্ত হয়েছি, তাতে আমার কোন পাপ নাই, অন্যেরও তাতে কোন অপকার হচ্ছে না। সংগ্রামসিংহ বল্লেন, আমিই তাঁর সকল যন্ত্রণার মূল কারণ। কিন্তু ধর্ম্ম সব জানেন। (দীর্ঘনিশ্বাস) সংগ্রামসিংহ! তুমি যদি আমার অন্তরের সেই অভ্যন্তর প্রদেশ দেখ্‌তে পেতে, তা হলে জান্‌তে কে কার মনস্তাপের কারণ। কিন্তু তা এখন আমি তোমায় জান্তে দিব না। আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক অন্তরে যে অগ্নিকে স্থান দিয়েছি তারই দহনে আমি চিরকাল দগ্ধ

হব—সেও ভাল। [প্রকাশে] আমি দিন দিন হচ্ছি কি? আমার মনের কি গতি হচ্ছে? মন! কেন তুমি এমন হচ্ছ? তোমার সে ধৈর্য্যগুণ কোথা গেল? তুমি যে ব্রতে ব্রতী হয়েছ তা আজ কেন বিস্মৃত হচ্ছ? তুমি আমার দেহে অবস্থান করে কেন প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ পাপে লিপ্ত হতে যাচ্ছ? যে যবনেরা আমার সর্ব্বনাশ করেছে, যারা আমার পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিণী, আত্মীয়, স্বজন, কুটুম্বাদি সমস্তই বিনাশ করেছে, যাদের অত্যাচারে আজ আমি এই বেশে রাজবাটীতে অবস্থান কচ্ছি, পেশওয়ার ক্ষেত্রের মহাসমরের কথা স্মরণ হলে যাদের জীবন্ত শরীরে দগ্ধ করতে ইচ্ছা করে, তাদের উচিত শাস্তি দিতে, মন, কেন তুমি বিস্মৃত হচ্ছ? এক প্রণয়ই কি তোমার পরম পদার্থ হল? হা ধিক!

নেপথ্যে। বিজয়কেতু আবার কোথা গেল?

বিজ। আমারই অন্বেষণ করছে?

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

স্বর্গ—নন্দন কানন।

(ইন্দ্র ও শচী দেবী)

(অপরাপর দেবগণ চতুঃপার্শ্বে উপবিষ্ট)

(চিত্ররথের প্রবেশ)

ইন্দ্র। চিত্ররথ! সমাগত দেবগণের ইচ্ছা, অদ্য ভারতের যশঃসঙ্গীত শ্রবণ করেন, অতএব তুমি অপ্সরীদিগকে আমার এই নন্দনকাননে আনয়ন কর, তাহারা সুমধুর স্বরে ভারতের যশোগুণ গান করুক।

চিত্র। দেবরাজাজ্ঞা শিরোধার্য

[প্রস্থান।

ইন্দ্র। সকল দেবতাই এখানে একত্রিত হয়েছেন, আজ আমার এই নয়নমনমোহন নন্দনকাননে কি শোভাই হয়েছে! মর্ত্তে আজ অমাবস্যা, চন্দ্রদেবও উপস্থিত। অদ্য রাত্রে স্বর্গে চন্দ্র সূর্য্যের একত্র অবস্থান! স্বর্গ—নন্দনকানন দিব্যালোকে বিভাবিত, কিন্তু মর্ত্ত গাঢ় অন্ধকারে আবৃত; তিমির এখন তথায় রাজ্য করছে।

(অপ্সরীগণ সমভিব্যাহারে চিত্ররথের প্রবেশ)

চিত্র। অপ্সরীগণ! তোমরা এখন মধুরস্বরে ভারতের যশোগুণ গান কর, সমাগত অমরমণ্ডলী শ্রবণ করে সন্তুষ্ট হ'ন্।

ইন্দ্র। তোমরা সঙ্গীত আরম্ভ কর—চিত্ররথ! সুধা দাও, সকলে পান করে প্রফুল্ল হই।

(চিত্ররথের সুধা প্রদান ও সকলের পান)

অপ্সরীদিগের নৃত্য ও গীত।

রাগিণী পিলু বারোঁয়া—তাল কাওয়ালী।

গাও লো ভারত যশঃ মধুর তানে,
তুষ সুধা বরিষণে অমরগণে।
সোনার ভারত হায়, ত্রিদিব-বিভব তায়,
ভুবন-বাঞ্ছিত ভূমি, আপন গুণে।
শত শত স্রোতস্বতী, বহে অবিরাম গতি,
জুড়ায় শ্রবণ মরি, সুরব শুনে।
শস্যপূর্ণা সদা সতী, তরুকুল ফলবতী,
অভাব অভাব হয়, সে সুখ স্থানে।
সুন্দর কুসমচয়, সদা পরিমলময়,
বিবিধ বরণে শোভে, বাগানে বনে।

বসন্তে প্রকৃতি সতী, ধরে মোহন মূরতি,
মলয় মারুত বহে, মৃদু স্বননে।
মধুর সুস্বরে গায়, বিচিত্র চিত্রিত কায়,
বিবিধ বিহঙ্গগণ, বসি কাননে।
কিবা সমুজ্জ্বল শোভা, মণি মুক্তা মনোলোভা,
বিতরে বিমল বিভা, যত রতনে।
বীরভূমি, সতীভূমি, জগতে ভারত তুমি,
পুণ্য কর্ম্মে অগ্রগামী, খ্যাত ভুবনে।

সকলে। অতি সুমধুর! যেন সুধাবৃষ্টি হল!

ইন্দ্র। আচ্ছা, তোমাদের কার্য্য সমাধা হয়েছে এখন তোমরা বিদায় হও।

অপ্সরীগণ। দেবরাজের যেরূপ অনুমতি——

[প্রস্থান।

ইন্দ্র। চিত্ররথ! শচীদেবীর ইচ্ছা নন্দনকানন মধ্যে পরীদিগের নৃত্য গীত দর্শন ও শ্রবণ করেন্—সখে! দেবীর এই বাসনা পূর্ণ কর।

চিত্র। দেবীর বাসনা এখনই পূর্ণ হবে। আমি এখনই পরীদিগকে এ স্থানে আনয়ন কর্‌ব। তবে দেবমায়ার নন্দনকানন পরীকাননে পরিণত হউক, সুন্দরী পরীগণ শূন্যে নিয়ে যথেচ্ছায় নৃত্য করুক, বাদ্যগৃহে বিদ্যাধরী বীণাবাদন করুন্, অপরাপর বাদ্যাদি বাদিত হউক্।

(সহসা দৃশ্য পরিবর্ত্তন ও পরীকানন প্রকাশ। পরীদিগের প্রবেশ, শূন্যে ও সভাতলে নৃত্য, নেপথ্যে বীণা —সঙ্গীত ও অন্যান্য বাদ্য।)

দেবগণ। অতি সুন্দর! অতি সুন্দর!

(মর্ত্ত হইতে ভারত-রাজলক্ষ্মীর উত্থান)

(পরীদিগের নৃত্য ভঙ্গ)

দেবগণ। কে আমাদের এই বিমল আনন্দে ব্যাঘাত কর্‌লে?

ভা-রা-ল। কি?—আনন্দ? দেবগণ, এই কি তোমাদের আনন্দের সময়? বরং তোমরা সকলে রোদন কর, নয়নজলে সন্তাপানল নির্ব্বাণ হউক।

ইন্দ্র ও শচী। (সসম্ভ্রমে উঠিয়া) মা ভারত-রাজলক্ষ্মি, প্রণাম হই।

(সকলের ভারত-রাজলক্ষ্মীকে প্রণাম)

ইন্দ্র। মা! কি হয়েছে? আপনি এই অসময়ে মর্ত্ত হতে স্বর্গে এলেন, কারণ কি? আবার কি কোন দৈত্য প্রতাপশালী হয়ে পৃথিবীকে উৎপীড়িত কচ্ছে, না রাক্ষসগণ পুনরায় মর্ত্তে জন্মগ্রহণ করেছে! মা! আপনি আমার ভক্তভূমি ভারতবর্ষের কুশল বলে আমাকে চরিতার্থ করুন্।—পরীগণ, তোমরা এখন স্বস্থানে গমন কর।

[পরীদিগের প্রস্থান।

ভা-রা-ল। কুশল? দেবরাজ! আমাদের ভক্তভূমি ভারতবর্ষের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর, দেখ ভারত ছারখার হয়।

ইন্দ্র। দৈবপ্রতিকুলতায় না কি? চিত্ররথ! মেঘগণ কি তথায় রীতিমত বারিবর্ষণ কর্‌ছে না? পবনদেব কি তথায় তাঁর বাহুবল প্রকাশ করে-ছেন? বরুণদেব কি নিজ দেহ বিস্তৃত করে ভারতবর্ষ প্লাবিত করেছেন? না অগ্নিদেব তাঁর জঠরাগ্নি নির্ব্বাণ করবার আশায় ভারতের সমস্ত দ্রব্যাদি ভক্ষণ করতে উদ্যত হয়েছেন? সখে! কি হয়েছে শীঘ্র বল।

চিত্র। ভারতে এ সকল কিছুই হয় নাই।

ভা-রা-ল। ও সকলের মধ্যে কিছুই নয়। দেবরাজ, কি বলব, সে নিদারুণ কথা বল্‌তে হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়। হা বিধাতঃ! তোমার মনে এই ছিল? সোণার ভারতের অদৃষ্টে এই লিখেছিলে!

ইন্দ্র। জননি! কি হয়েছে বলুন, আপনার কাতরোক্তি শুনে আমি বড় উৎকণ্ঠিত হলেম, শীঘ্র বলুন্।

ভা-রা-ল। দেবরাজ! আর আমাদের দেবতা বলে কেহ ভক্তি করবে না, কেহ পূজা করবে না, যারা করবে তাদের আজ কি দশা হয়েছে শুন।

ইন্দ্র। কি হয়েছে, বলুন্ মা।

ভারত-লক্ষ্মী। (সরোদনে) হায়! বিধাতার আজ্ঞায় আমি আজ জন্মের মত ভারতবর্ষ ত্যাগ করে এলেম। ভারতে যবন প্রবেশ করেছে, বিধাতার ইচ্ছায় তারাই ভারতের অধীশ্বর হবে, তারাই ভারতকে অধীনতা শৃঙ্খলে বদ্ধ করবে, তাদেরই ম্লেচ্ছাচার ভারতে বিস্তৃত হবে, তাদেরই পাপ মহম্মদীয় ধর্ম্ম সনাতন হিন্দুধর্ম্মকে শাসন করবে। উহ! দেবরাজ, হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে! ভারতের নিকট হতে বিদায় নেবার সময় আমি অনেক রোদন করেছি, তখন ভারত গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত, সুতরাং তাহার কিছুই জানতে পারে নাই। ক্রমাগতঃ অশ্রুজল বিসর্জ্জন করে নয়ন এখন বারিশূন্য হয়েছে, এখন আমার শোকাবেগ অন্তরেই রয়েছে, নির্গত হতে পাচ্ছে না। দেবরাজ! এতে আমার দ্বিগুণতর কষ্ট হচ্ছে। হায়! আমার নয়নজল যদি সাগরজলের মত অনন্ত হত তা হলে অনন্তকাল তাহা বিসর্জ্জন করে অন্তরের অনন্ত শোকপাবক নির্ব্বাণ কর্ত্তুম!

পবন। কি! যবনেরা ভারতে পদার্পণ করেছে? তারা ভারতের অধীশ্বর হবে? তাদের পাপ মহম্মদীয় ধর্ম্ম ভারতের পবিত্র হিন্দুধর্ম্মকে শাসন করবে? দেবরাজ, অনুমতি দিন্, আর বিলম্ব সয় না, পৃথিবীকে ম্লেচ্ছ-শূন্য করে আসি। অমরনাথ! বলেন কি, পবনদেব আপনার সেনাপতি থাকতে ভারতভূমি অনাথা হবে। আমার বীরত্ব কি কেবল অনাথা দুঃখিনী ভীক্ষোপজিবিনী দরিদ্রার ভগ্ন কুটীরকে ভূশায়ী করবার জন্য? আমার প্রতাপ কি কেবল চিরাগত অভাগিণী জননীর একমাত্র পুত্রকে জগন্নগ্ন করবার জন্য? আমার সাহস কি কেবল বহুদিন পরে প্রত্যাগমনকারী পতিব্রতা রমণীর প্রাণেশ রতনের তরি মগ্ন করবার জন্য? আমার উনপঞ্চাশৎ অংশ কি কেবল ভারতকে প্রিয় পুত্রশোকে দগ্ধ করতে, সপুত্রাকে পুত্রহীন করতে, সনাথাকে অনাথা করতে, পৃথিবীকে উৎপীড়ন করতে, জগতের অনিষ্ট করতে? হা ধিক্ আমায়!

সূর্য্য। সুরপতি! আমাকেই আজ্ঞা করুন, আমি আমার দ্বাদশ অংশে মিলিত হয়ে পাপিষ্ঠদিগকে দগ্ধ করি। ত্রিভুবনে এমন কোন্ বীর

আছে, আমি উগ্রমূর্ত্তি ধর্‌লে আমার তেজরাশি সহ্য কর্‌তে সক্ষম হয়? সুরনাথ! আমার এমন তেজ যদি কেবল তৃষ্ণাতুর পথিককে দগ্ধ করবার জন্য হয়, শ্রমোপজীবী দরিদ্র কৃষক রমণীর প্রাণসম একমাত্র জীবনোপায় পুত্রের মৃত্যুর জন্য হয়, ভারতের অমঙ্গলরাশির জন্য হয়, তা হলে আমার তেজেও ধিক্, আর আমার জীবনেও ধিক্। আমি তা হলে আমার অমরত্বে পদাঘাত করে বিধাতার নিকট আশু মৃত্যু প্রার্থনা করি। এমন অমরত্ব অপেক্ষা মৃত্যুই শতগুণে শ্রেয়ঃ।

ইন্দ্র। স্থির হও। দেবগণ! সহসা ক্রোধান্ধ হয়ে কোন কার্য্য কর না। ভারতে যবন প্রবেশ করেছে, যবনেরা ভারতের অধীশ্বর হবে, পাপমতি ম্লেচ্ছদিগের কর্কশ পদদণ্ডে দেবগণের ভক্তভূমি ভারতের কোমল হৃদয় দলিত হবে, এতে কার মন না সন্তাপানলে দগ্ধ হচ্ছে? কিন্তু বিবেচনা করে দেখ, যা হচ্ছে আর যা হবে, সকলই বিধাতার ইচ্ছায়; তিনি এই ঘটনাপুঞ্জ অগ্রেই লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। এখন যদি তোমরা হিন্দু-দিগের সহায়তায় যবন বিপক্ষে অগ্রসর হও ত সে বিধাতার বিপক্ষে কার্য্য করা হবে, তা আমি শুভ বিবেচনা করি না। পূর্ব্বে এরূপ অনেক ঘটনা হয়ে গেছে। দৈত্যদিগের সহিত তুমুল সংগ্রামে যে অবমাননা তা তোমাদের মনে আছে ত? দুরাত্মা রাক্ষসদের নিকট পরাজয় তোমাদের স্মৃতিমধ্যে বাস কর্‌ছে ত? সুন্দ উপসুন্দ, শুম্ভ নিশুম্ভ, রাবণ মেঘনাদ, এদের বিস্মৃত হও নাই ত? বোধ হয় হও নাই, আর কখন হবেও না। সেই সকল পর্য্যালোচনা করে দেখ তোমাদের এ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করা শুভ কি অশুভ।

দেবগণ। তবে কি ভারত বিনা যুদ্ধে, বিনা ম্লেচ্ছ-রক্তপাতে যবন-কর-কবলিত হবে?

ইন্দ্র। না, তা কখন হবেনা।—ভারত বীরপুত্র-ধাত্রি; ভারত-সন্তানদের তুল্য বীর অন্যত্রে দুর্লভ। তবে বিধির বিধানে ভারত যবন-কর-কবলিত হবে।—জননি! যবনেরা ভারতের কোন্ স্থানে প্রবেশ করেছে?

ভা-রা-ল। তারা আপাততঃ পেশওয়ার ক্ষেত্রে অবস্থান কর্‌ছে।—উদ্দেশ্য, পুণ্যভূমি পঞ্চনদ আক্রমণ করে।

ইন্দ্র। আর বল্‌তে হবেনা মা, এখন আমার স্মরণ হয়েছে, আমি বুঝেছি ;—মা ভবানী আজ আমার নিকট হতে আমার বজ্র নিয়ে গিয়েছিলেন, বলেছিলেন পঞ্চনদে এক সাধ্বী তপস্বিনী আছেন, তাঁকে দেবমায়ায় পঞ্চনদের ভাবি অবস্থা সকল দেখাবেন।—এখন আমার সকলই স্মরণ হচ্ছে। বিধাতা আজ্ আমাকে বিশ্বকর্ম্মা দ্বারা স্বতন্ত্র একটি লোক প্রস্তুত কর্‌তে আজ্ঞা করেছেন। নিঃসন্দেহ এখন বোধ হচ্ছে যে পঞ্চনদের বীরকার্য্যে রণশায়ী যোদ্ধৃ পুরুষদের জন্য উহা সৃষ্ট হচ্ছে। তখন এ সকল বিষয়ের অর্থ কিছুই বুঝ্‌তে পারি নাই, এখন সকলই হৃদয়ঙ্গম হচ্ছে।—এই যে রাত্রিও অবসান হয়ে এল ; তবে দেবগণ তোমরা স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত হওগে, আমি জননীকে সঙ্গে লয়ে বিধাতার নিকট যাই।

ইতি তৃতীয় অঙ্ক।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

লাহোর———দুর্গ।

(কতিপয় সৈনিকের প্রবেশ)

১ম। এখানে আর কেউ আছে?

২য়। না, সকলেই আপনার, আমাদেরই দলবল।

৩য়। কি মজাটা করা গেছে। সে কথাটা মনে পড়লে আমার এখনও হাসি পায়। (হাস্য)

১ম। আস্তে—গজনীর খবর কি?

২য়। পেশ্ওয়ার ময়দানে সুলতান সাহেবের তাঁবু পড়েছে।

৩য়। আপদ চুকে গেলেই বাঁচা যায়—এ রকম করে আর থাকা যায় না।

২য়। চুক্‌বে, আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর। সূর্য্য আকাশের পশ্চিমপ্রান্তে না যেতে যেতেই যা হয় একখানা হয়ে যাবে।

৩য়। আমাদের আর সকলে কোথা?

৪র্থ। দুর্গে, স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে আছে—সকলে একত্র সমবেত হলে যদি কেউ সন্দেহ করে।

৩য়। আমার কেবল সেই কথাটা মনে পড়ে আর হাসি পায় (হাস্য) মহারাজ বল্লেন "তোমরা আমার সৈন্যদলের মুখপাত; কেবল তোমাদের ভরসাতেই আমি যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ কচ্ছি—যুদ্ধের জয় পরাজয় তোমাদেরই হাতে "—হা-হা-হা-! একি কম ভাগ্যের কথা।

৪র্থ। তা আর একবার করে। কিন্তু—আমি বল্‌ছি, এ যুদ্ধে "জয়পাল" নামের বিপরীত ফল ফল্‌বে।

৩য়। হুঁঃ। জয়পাল!—আমরা আবার শত্রুদিগের দমপাল।

৪র্থ। সে ত ঠিক কথা। কিন্তু মহারাজ আবার আমাদের প্রভু ভক্তি দেখে খুসী হয়ে আমাদের দলকে "অরিন্দম" খেতাব দিয়েছেন!

১ম। তা তোমরা যেন খেতাব উপযুক্ত কাজ কর্‌তে ভুল না, তা না হলে নিমকহারামি করা হবে।

৪র্থ। না, আমরা এমন যুদ্ধ করব যে তিনি ভুলেও তা কখন্ন ভাবেন নি — নিমকহারামি করা বড় পাপ, আমরা কি তা কর্‌তে পারি? (হাস্য)

১ম। যে মতলব আঁটা গেছে, তা যেন সকলের মনে থাকে।

৪র্থ। সময় এলেই দেখ্‌তে পাবে ভুলেছি কি মনে আছে।

২য়। কিন্তু সাবধান, যেন অসময়ে দেখিও না। সাগরে যে তালগাছ প্রমাণ ঢেউ আছে, বাতাস আস্‌বার আগে কেউ না যেন তা জান্‌তে পারে, তা হলে জলযাত্রিরা সাবধান হবে।

৪র্থ। বৃষ্টি হবার আগে মেঘ গম্ভীর ভাবই ধারণ করে থাকে।

১ম। যে গাছ পোতা হয়েছে এখন তার ফল হলে হয়।

২য়। গাছ যে রকম বেড়ে উঠেছে তাতে যে আশামত ফল লাভ হবে তার আর কোন সন্দেহ নাই।

৪র্থ। যত্নের ত আর কিছু ত্রুটি হয় নি, তবে ফল লাভ না হবেই বা কেন?

১ম। চল, সকলে এখন যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত হয়ে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাই।

৩য়। আমার বড় হাঁসি পাচ্ছে—দলের ভিতর গেলে ত আর হাঁস্‌তে পারব না, এই বেলা এখানে একটু মন খুলে হেঁসে নিই—হা-হা-হা হা!

[সকলের প্রস্থান।

(জয়পাল, অনঙ্গপাল, সংগ্রামসিংহ, বিজয়কেতু ও সদানন্দেরপ্রবেশ)

জয়। ও গেল কারা?

বিজ। মহারাজের সেই 'অরিন্দম' উপাধিধারী সৈন্যদল।

সংগ্রা। সকলে শ্রেণীবদ্ধ হয়ে দুর্গ প্রাঙ্গনে আমাদের অপেক্ষা কচ্ছে, কিন্তু ওরা সে শ্রেণী হতে পৃথক হয়ে এ স্থানে কি কর্‌ছিল?

বিজ। ওরাই আমাদের সৈন্যদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান, বোধ হয় অগ্রসর হয়ে এসে আমাদের আগমন প্রতীক্ষা করছিল।

অন। সম্ভব।

জয়। এ যুদ্ধে আমা অপেক্ষা উহারা অধিক উদ্যোগী। বোধ হয় যুদ্ধস্থলে আমি কিম্বা আমার সেনাপতি না উপস্থিত থাক্‌লে আমার "অরিন্দম" সৈন্যদল সকল কার্য্যই সুসমাধা করতে পারবে। যুদ্ধস্থলে উহারাই আমার দক্ষিণ হস্ত। জগদীশ্বর উহাদের বল বিক্রম বৃদ্ধি করুন্।

সদা। মনুষ্য-মন অতি অভ্যন্তরে——যাঁই হোক্, সদানন্দ শর্ম্মা নিজের মন খুলে ওদের আশীর্ব্বাদ করছে——রণদেবী ওদের সহায় হোন্।

বিজ। মহারাজ! পঞ্চনদের জীবন-স্বরূপ যোদ্ধৃবর্গ ঐ সম্মুখে দণ্ডায়মান। সকলেই যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত—এক্ষণে যে রূপ অনুমতি হয় আজ্ঞা করুন।

জয়। সকলেই যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত, তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন কি? সংগ্রাম! যুদ্ধে তুমিই ইহাদের পরিচালক, তোমার ইচ্ছানুসারেই ইহারা পরিচালিত হবে, অতএব তোমার যাহা মন্তব্য ব্যক্ত কর—এই তাহার উপযুক্ত অবসর।

সংগ্রা। গত পেশওয়ার সমরে পরাজিত হয়ে যাহাদের উৎসাহ নির্ব্বাপিত হয়েছে, আমি তাহাদেরই স্তিমিত উদ্যম পুনরুদ্দীপ্ত করতে ইচ্ছা করি। (অগ্রসর হইয়া নেপথ্যাভিমুখে)

সৈন্যগণ—ভ্রাতৃবর্গ! শুন মোর বাণী;——
বীরেন্দ্র, রণভূষণ, পঞ্চনদপতি
মহারাজ জয়পাল, নিজ দয়া গুণে
করেছেন সেনাপতি মোরে, মথিবারে
আজি ভয়ঙ্কর রণে বিপুল যবন
দলে, স্বাধীনতা আশে;—স্বাধীনতা-সুধা,
পিয়ে যাহা লোক কুতূহলে, লভিবারে

অমরত্ব এ মরতে। আজি যোধদল
মোরা মিলিয়াছি হেথা সেই সে কারণ,——
মিলিয়াছি হেথা, ডুবি সমর-সাগরে,
উদ্ধারিতে বলে অনুপম স্বাধীনতা-
মণি। বিশ্বাসের পরাকাষ্ঠা আজি ভূপ
করেছেন প্রদর্শন অর্পিয়া এ কার্য্য-
ভার আমাদের করে। এস মোরা দৃঢ়
করি পণ, ভীম রণে আজি মাতি, মথি
ম্লেচ্ছদলে ঘোর রূপে, দিতে উপহার
অমূল্য সে মণি দেব জয়পাল-পদে।
কি ভয় সে ম্লেচ্ছদলে? কোথাকার তারা?
কোন্ দেশে বাস করে? কাহার রচিত?
যে দেব শকতি বলে সৃজিলা সে দলে,
নহেন কি শক্ত তিনি সেই শক্তি বলে
গড়িতে তাদের যমে? যে অনিল আর্য্য-
কুলে রাখে প্রাণ দানে, নহে কিরে সেই
বায়ু ম্লেচ্ছ-দল-প্রাণ? যে ভূমি উপরে
রহি মোরা, রহে না কি সে বর্ব্বর দল
সে ভূমি উপর? এক দেব দিনমণি
তাপেন মোদের; তাপে কি যবন দলে
শত দিবাপতি খরতর? নিশাপতি
অভাব কি তাদের সে দেশে, করজাল
যাঁর আমাদের সদা করিছে শীতল?

নহি কি মনুষ্য মোরা, যবনেরা নর?
কখন না—কখন না; ঘোর ভ্রান্তি তার
হেন অনুভব যার। দেখাব, দেখিব
মোরা আজিকার রণে কত বল ধরে
দুষ্ট অসুরের দল। দেখাব, দেখিব
মানুষ কাহারা,—আর্য্যসুত দল, কিবা
যবন নিকর! একতার সূত্রে দৃঢ়
বাঁধা আছি মোরা—মোরা কারেও না ডরি।
আসুক পৃথিবীবাসী যত ম্লেচ্ছ দল,
যুঝিব তাদের সনে, না দেখাব পৃষ্ঠ।
পলায়ন—যত ভীরু কাপুরুষ তরে;
মোরা বীর, ক্ষত্রশ্রেষ্ঠ; জানি না আমরা
কারে বলে ভয়, কারে বলে পলায়ন।
অসাধ্য সাধিব আজি মোরা সমাগত
বীরচয়। 'অসম্ভব' এই কথা আর
রহিবেনা আর্য্য-অভিধানে। বিদারিয়া
নভোস্থল চলে ভীম বেগে প্রজ্জ্বলিত
বজ্র, কাঁপায়ে ধরণী ঘোর বজ্রনাদে;——
রুধিতে তাহার গতি হয় যদি আজি
আবশ্যক রণে, মোরা আছি অগ্রসর।
ছেঁচিয়া সাগর জল—অনন্ত, অতল,
ঢালিতে যদ্যপি হয় ভীম অভ্রভেদী
হিমাদ্রি ভুধর ঘোর গভীর গহ্বরে;——

একতার বলে তাহাও সাধিব মোরা।
উপাড়িয়া গিরিবরে, সাগরের জলে
ফেলিতে যদ্যপি হয়, ফেলিব আমরা।
ভয়ঙ্কর যমালয়, ভীম দণ্ড হাতে
বিরাজেন মৃত্যুপতি তথা ; বেষ্টি তারে
আছে চারিদিকে যমদূত পাল যত
ভীষণ দর্শন ;—আবশ্যক হলে আজি
কাড়িয়া যমের দণ্ড, প্রচণ্ড আঘাতে,
যমেরে দেখাব মোরা ঘোর যমালয়।
গভীর পাতাল দেশ, যমালয় সম
গাঢ়তম তমস্তুপ ফিরিতেছে অহ-
র্নিশি তথা ; সেই তমস্তুপ মাঝে খেলে
অগণ্য পন্নগগণ—সাক্ষাত শমন——
ভীষণ সুন্দর ; বিরাজেন সর্ব্বমাঝে
পাতাল ঈশ্বর দেব অনন্ত, অনন্ত
কাল বহি সসাগরা ধরা অনায়াসে ;——
অনন্ত দেবের ভার বহিতে মস্তকে
হয় যদি আজি আবশ্যক রণে, গিয়া
সেই গাঢ় তমোময় পাতাল প্রদেশে
ভীষণ ভুজগ-ভূমি, প্রস্তুত আমরা।
হও অগ্রসর পঞ্চনদবাসী, প্রিয়
ভ্রাতৃগণ ! চল যুদ্ধে কাঁপায়ে ধরণী
গুরু পাদক্ষেপে। লহ বর্ম্ম, চর্ম্ম, শূল,

ধনুর্ব্বাণ, যে যা পার অস্ত্রচয় ; কর
পূজা আজি বিধিমতে অস্ত্রদেবে ম্লেচ্ছ-
রক্তে,—শত্রু-রক্ত-ভক্ত তিনি চিরদিন ।
চালাও সৈন্ধবকুলে, অশ্বারোহীগণ,
মিতগতি ; হেষা রবে নভঃস্থল আজি
পূরাক গরবে । গজারোহী বীরপাল,
চালাও গজেন্দ্র বৃন্দ—মদমত্ত গতি,
বধির বৃংহিত রবে করুক যবনে ।
পদাতিক চয় সবে বল উচ্চৈঃস্বরে
"জয় ভারতের জয়, ভারত স্বাধীন !"
বজ্র সম ম্লেচ্ছ কর্ণে বাজুক এ রব ।

সকলে । "জয় ভারতের জয়, ভারত স্বাধীন !"

জয় । চল তবে যোধগণ, চল যুদ্ধে যাই ,
কি ভয় আহবে ? চল করি গিয়ে রণ ।
বীরপত্নীপুত্র মোরা, ক্ষত্রিয় সন্তান,
সমরে চির-বিজয়ী, ডরিব কি মোরা——
ডরিব কি মোরা তুচ্ছ ম্লেচ্ছ-দল-রণে ?
কি ছার জীবন ! ডরিব ত্যজিতে তাহা
স্বাধীনতা তরে ? স্বাধীনতা মূল্য হীন ;—
এক প্রাণ কোন্ ছার, শত শত প্রাণ
দিব হেন ধন তরে । ত্রিভুবনে হেন
কোন্ জীব নহে যাহা স্বাধীনতা-প্রিয় ?
শৃগাল, শূকর আদি নীচ পশুকুল,

স্বাধীনতা-প্রিয় তারা—তারাও স্বাধীন।
মনুজ-অগ্রজ জাতি আর্য্যসুত দল,
চির কীর্ত্তি যাহাদের দিগন্ত ব্যাপিনী——
বীরভূমি আর্য্যভূমি, ভারত বরষ,
স্বকীয় কোমল অঙ্কে পালেন যে দলে,——
এত কি নির্জীব তারা, এতই অধম,
মানব-কুল-কলঙ্ক, জঘন্য, ঘৃণিত
যবনের অধীনতা করিবে স্বীকার ?
নহে কি মনুষ্য তারা ? নহে আর্য্যসুত ?
নাহি কিরে আর্য্যরক্ত তাদের শরীরে ?
শতকোটি বীর রহে ভারত বরষে ;
শতকোটি বীরপুত্র-জননী হইয়া
সহিবেন আর্য্যমাতা ম্লেচ্ছ-পদাঘাত ?
শতকোটি বীরসুত দাঁড়ায়ে সম্মুখে
দেখিবে অম্লান মুখে অম্ব-অপমান ?
তবে কি ভারতবাসী বলহীন দল
ধরে বাহু অন্নগ্রাস মুখে তুলিবারে ?
ধরে চক্ষু মুগ্ধ হতে পরনারী-রূপে ?
ধরে দেহ সুগন্ধী চন্দন লেপিবারে ?
জীয়ে কি তাহারা সুধু শোভার কারণ ?

সদা। নহে আর্য্যসুত দল হেন কাপুরুষ।

জয়। চল তবে যুদ্ধে যাই ;—যাই বীরদর্পে,
বিপুল বিক্রমে, যায় যথা প্রাতঃকালে

আরক্তিম দিনাস্পতি, সহস্র কিরণে,
নাশিতে তিমির রাশি—নিশি-সহচরি ।
বীরাঙ্গণা-পুত্র মোরা ; দেখিব স্বচক্ষে
বসি জননীর কোলে, যবন-নিকর-
করে ভারত লুণ্ঠন ? দেখিব স্বচক্ষে
ভারত কামিনীকুল, কুসুম রূপিণী,
সম অঙ্কহীনা, সম পরিমলময়ী,
সৃজিলা গুণনিধান বিধি দয়াময়
যাহাদের চিরদিন হাসিবার তরে,
কাঁদিবে কাতরে পড়ি যবন-কবলে ?
বিদারিবে নভঃস্থল তীক্ষ্ণ আর্ত্তনাদে ?

সদা। কখন না—কখন না ; রাহুগ্রাস হতে
রক্ষিব জীবন দানে অকলঙ্ক শশী ।

জয়। প্রাণ ভয়ে ভীত যারা কায কি তাদের ?
থাকুক প্রাণের ভয়ে পলাইয়া তারা ।
স্বাধীনতা তরে মোরা আছি অগ্রসর,
যুঝিবে কামিনীকুল স্বাধীনতা তরে,—
যুঝিবে তাহারা পতি, পিতা, পুত্র তরে ।
ক্ষত্রিয় কামিনীকুল চির বীর্য্যবতী ;
পদাঘাত করে তারা দাসত্ব শৃঙ্খলে,
পদাঘাত করে তারা কাপুরুষ-শিরে ।
স্তনদুগ্ধে বাড়াইতে দাস সুতগণে
হয় নি সৃজিত তারা । স্বাধীনতা তরে

রণক্ষেত্রে অনায়াসে নাশি শত্রুগণ,
হত পতি পাশে সুখে করিতে শয়ন
জন্মিয়াছে তারা। প্রাণ তুচ্ছ ভাবে তারা
অবশ্য মরণ যদি আছে একদিন।
সৌভাগ্য স্বদেশ তরে যায় যদি প্রাণ;
রাখিব জীবন দিয়া স্বাধীনতা মণি,
তুচ্ছ-প্রাণ বিনিময়ে—অমূল্য রতন!
হায় রে সে দিন কার নহে প্রার্থনীয়!——
বিনাশি যবন কুল—হায় রে যে দিন
ভারত সন্তানগণ, জিনিয়া সমর,
ফিরিবে স্বদেশে উড়াইয়া জয়ধ্বজা,
উচ্চৈঃস্বরে গান করি, মাতি নিরমল
পবিত্র আমোদে, ভারতের যশোগীত।
ভারত মহিলা-কুল প্রফুল্ল অন্তরে,
চারু করে করি মনোহর পুষ্প-গুচ্ছ,
ফুলমালা, দাঁড়াইবে সবে সারি সারি,
ভেটিবারে দেশে কালম্লেচ্ছ-রণজয়ী
প্রাণের সমান যত বীরেন্দ্র রতনে।
যুবক যুবতী যত পুলকিত মনে
গাবে উচ্চৈঃস্বরে গান—'ভারত স্বাধীন!'
স্থবির স্থবিরা, ভাসি হর্ষ অশ্রু-নীরে
গাবে—'ভারত স্বাধীন!' সরলতা-মাখা
শিশু গাবে আধসুরে—অমিয় জড়িত,—

'ভারত স্বাধীন' ! বনে বন্য পাখিকুল,
বিচিত্র বরণ, বসি উচ্চ শাখি-শাখে,
গাবে সুমধুর তানে—'ভারত স্বাধীন' !
বহিবেন সদাগতি, যথা যথা গতি,
নগেন্দ্র কন্দরে কিবা শিখরী-শিখরে,
গাহি উচ্চ রবে গীত,—'ভারত স্বাধীন !'
ভারত অম্বর দেশে, গভীর গর্জ্জনে,
বিকম্পিত করি যত অরাতি-বিক্রমে,
মন্দ্রিবে জলদকুল—'ভারত স্বাধীন !'
প্রতিধ্বনি গাবে সদা—'ভারত স্বাধীন !'
ভারতের জয়ধ্বজা উড়িবে আকাশে——
আকাশে উড়িবে চিত্র তারাদল মাঝে,
লেখা রবে স্বর্ণবর্ণে—উজ্জ্বল অক্ষরে
তাহে—'জয় ভারতের'—'ভারত স্বাধীন' !

সদা। "জয় ভারতের জয়,——ভারত স্বাধীন !"

নেপথ্যে। চলুন, চলুন সেনাপতি মহাশয়, এখনই যুদ্ধ-ক্ষেত্রে চলুন—ম্লেচ্ছ রক্তে আজ পৃথিবী প্লাবিত করিগে। জয় কালী, জয় ভবানী, হর হর মহাদেব।

সদা। নিমেষ মধ্যে পঞ্চনদ বীরমদে মত্ত হল।—চলুন,—চলুন,—চলুন।

জয়। যাও সকলে। যুদ্ধে স্বয়ং রণদেবী তোমাদের সহায় হবেন।

[সকলের প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পেশ্ওয়ার প্রান্তর—সংগ্রামসিংহের শিবির-সম্মুখ।

(বিজয়কেতুর প্রবেশ)

নেপথ্যে। জয় কালী, জয় ভবানী, হর হর মহাদেব!

বিজ। আজ ক্ষত্রিয়দের জয়নাদে গগণমণ্ডল বিদীর্ণ হোক্, ভারতবর্ষ প্রতিধ্বনিত হোক্, পাপ গজনি বিকম্পিত হোক্।

নেপথ্যে দূরে। আল্লা—ল্লা—হো!

বিজ। তোদের এই কর্কশ ফেরুরব গভীর পাতাল প্রদেশে প্রবেশ করুক্। সৈন্যগণ, অদূরে ঐ যবনদিগের পতাকা সমূহ দেখা যাচ্ছে; এখন তোমরা তাহাদিগকে আক্রমণ করতে অথবা তাহাদের আক্রমণ সহ্য করতে প্রস্তুত হও।

নেপথ্যে। আমরা সকলে প্রস্তুত আছি, কৈ, তারা আসুক।

বিজ। দৃঢ়তাকে বুকে বেঁধে সকলে স্ব স্ব স্থানে থাক, শত্রুদের সংখ্যাধিক্য, তরবার কিম্বা বিকট গর্জ্জন যেন তোমাদের দৃঢ়তাকে শিথিল না করে। সাহস ও তরবারি সহায়ে আমরা আজ যবনকুল সমূলে নির্ম্মূল কর্‌ব।

নেপথ্যে। আমরা সকলে পর্ব্বতের ন্যায় দৃঢ় হয়ে অবস্থান কর্‌ছি; মস্তকে বজ্রাঘাত হলেও আমরা স্ব স্ব স্থান হতে পদমাত্রও নড়্‌ব না।

বিজ। শত্রু-শূল শরীর ভেদ কর্‌বে, তথাপি স্বস্থান পরিত্যাগ করবে না।

নেপথ্যে। আল্লা—ল্লা—হো!

বিজ। যমালয়ের যাত্রীসমূহ যমালয়ে যেতে অগ্রসর হচ্ছে। তোমরা মহারাজের, ভারত-ভূমির ও হিন্দুধর্ম্মের জয় ঘোষণা কর।—মহারাজ জয়পালের জয়!

নেপথ্যে। মহারাজ জয়পালের জয়!

বিজ। সনাতন হিন্দুধর্ম্মের জয়!

নেপথ্যে । সনাতন হিন্দুধর্ম্মের জয় !

বিজ । পুণ্যভূমি পঞ্চনদের জয় !

নেপথ্যে । পুণ্যভূমি পঞ্চনদের জয় !

বিজ । জয়, ভারতের জয় !

নেপথ্যে । জয়, ভারতের জয় !

বিজ । এই বীরবাক্যগুলি পৃথিবীর কেন্দ্রে কেন্দ্রে ভ্রমণ করুক্ ।

নেপথ্যে । আল্লা—ল্লা—হো !

বিজ । শত্রুদল নিকটবর্ত্তী হয়েছে,—চল সৈন্যগণ ! আমরা বিপুল সাহসের সহিত সমর-সাগরে প্রবেশ করি ।

[প্রস্থান ।

(নেপথ্যে রণবাদ্য, যুদ্ধ, সৈন্য-কোলাহল ও চিৎকার ধ্বনি)

(রোহিম আলি ও সংগ্রামসিংহের প্রবেশ)

রোহি । তোমারই নাম সংগ্রামসিংহ ? তুমিই পঞ্চনদেশ্বরের সেনাপতি ?

সংগ্রা । ঈশ্বরেচ্ছায় আমিই সেই ব্যক্তি—তুমি কে ?

রোহি । শুন্‌লে ভয় পাবে—আমি গজনীশ্বর সুলতান মামুদের সেনাপতি—নাম, রোহিম আলি ।

সংগ্রা । যে দেশের বায়ু অবধি অপবিত্র, তুমি সেই গজনির লোক ? তুমি আমাকে ভয় দেখাতে এসেছ, কিন্তু তুমি যদি পিশাচের সেনাপতি বলে আপনার পরিচয় দিতে, তা হলেও আমি ভীত হতেম না । ভয় ক্ষত্রিয়দের জন্য নয়, ভয় নীচাত্মা যবনদের জন্য । আমি আমার সম্মুখে মূর্ত্তিমান নরক দেখ্‌ছি—তুমি চাও কি ?

রোহি । শুনেছি তুমি একজন মহাবীর ; তোমার বীরত্বের খ্যাতি আমাদের গজনি অবধি ভ্রমণ করে ; সেই খ্যাতি কতদূর সত্য তাই জান্‌তে এসেছি ।

সংগ্রা । তুমি যুদ্ধ করতে চাও ?

রোহি। অত্যন্ত দুঃখিত হলেম যে অদ্যকার এই মহাযুদ্ধে যে ব্যক্তি সেনানায়ক, যে একজন প্রসিদ্ধ বীরপুরুষ, সে কেবল আমাকে যুদ্ধ করবার কথা জিজ্ঞাসা করলে মাত্র।

সংগ্রা। আমি তোকে আমার সমকক্ষ বিবেচনা করি নাই বলেই এতক্ষণ তোকে জীবিত রেখেছি, নতুবা যে মুহূর্তে যুদ্ধ-সংক্রান্ত কথা উত্থাপন করেছিলি সেই মুহূর্তেই যমালয় দেখতিস্। শত্রুভাবে যে আমার সম্মুখে আসে, তাকে শীঘ্রই ইহলোক ত্যাগ করতে হয়।

রোহি। পদাঘাত না করলে আর তোর্ সে ভ্রান্তি-নিদ্রা ভঙ্গ হবে না।

সংগ্রা। কি দুরাত্মা! এখনও তুই জীবিত রয়েছিস্ (অসি নিষ্কাষণ)।

রোহি। এই যে! তোর্ রাগ আছে (আঘাত)।

সংগ্রা। (আত্মরক্ষা করিয়া) নরকের কীট, তুই নরকে যা।

(উভয়ের যুদ্ধ; রোহিম আলির পতন)

কেমন এখন যুদ্ধ সাধ মিটেছে ত?

(কতকগুলি যবন সৈন্যের প্রবেশ)

সৈন্য। মার্—কাফেরকে মার্!

সংগ্রা। এই যে যমালয়ের যাত্রীদলের সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি হচ্ছে—তোরা কেন মরতে এলি?

(যুদ্ধ ও একে একে সকল সৈন্যের পতন। নেপথ্য হইতে সহসা সংগ্রামসিংহের পৃষ্ঠে তীর-প্রহার, সংগ্রামসিংহের পতন)

রোহি। হিন্দু তরবারির কি এতই তেজ? এক আঘাতেই ভূশায়ী করলে! উঃ! চোট্টা বড় লেগেছে। (গাত্রোত্থান) এই যে এও পড়েছে! কৌশল ফলেছে—ফলেছে!

[প্রস্থান।

(বিজয়কেতুর প্রবেশ)

বিজ। জয় দৃঢ়তারই অনুগামী। কি দৃঢ়তার সহিত যুদ্ধ করেই সৈন্যগণ জয়লাভ করলে! যুদ্ধে যে কি আনন্দ তা আজ সম্যক্‌রূপে অনুভব করতে পারছি। শত্রুদল পরাস্ত হয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করছে, আমাদের রণজয়ী যোদ্ধাগণ তাদের পশ্চাৎ অনুসরণ করছে ও মহারাজ জয়পালের জয়ধ্বনি সর্ব্বত্র ঘোষণা করে বেড়াচ্ছে। আজ আমার হৃদয় আনন্দে নৃত্য করছে, আমার চিরপালিত মনোরথ আজ পূর্ণ হল। ধন্য সেনাপতি সংগ্রামসিংহ! সৈন্যদিগকে কি চমৎকার শিক্ষাই প্রদান করেছিলে!—একি! এ পড়ে কে! এ যে দেখ্‌ছি সংগ্রামসিংহ! ক্ষত্রিয়কুলের গৌরব, পঞ্চনদের শ্লাঘা, ভারতবর্ষের অহঙ্কার সেনাপতি সংগ্রামসিংহ! পতিত!—অ্যাঁ! যবনকুলে কে এত বড় বীর আছে যে সম্মুখসমরে এঁকে এইরূপে আহত করেছে!

সংগ্রা। বিজয়!—আমি মরি। অন্যায় যুদ্ধে যবনেরা—আমার প্রাণ বিনাশ করলে। দূর হতে কে আমার পৃষ্ঠদেশে তীর প্রহার করেছে—তীর আমূল বিদ্ধ—উঃ! একটু জল—প্রাণ যায়! প্রবলবেগে রক্তস্রাব হচ্ছে!

বিজ। (জল প্রদান করিয়া) কোন্ নরপিশাচের এই কায? বলুন, সে যেই হোক্ না কেন, আর যেখানেই থাকুক না কেন, আমি এই দণ্ডেই তার দেহ খণ্ড খণ্ড করে শৃগাল কুক্কুরদিগকে নিক্ষেপ করিগে।

সংগ্রা। অলক্ষিতে মেরেছে।

বিজ। কপট যুদ্ধে আপনি আহত হলেন!—বীরবর! আঘাত সাংঘাতিক নয় ত?

সংগ্রা। আর মুহূর্ত্তকাল পরে—আমার প্রাণ বিয়োগ হবে।

বিজ। অন্যায় যুদ্ধে আপনার প্রাণ গেল? ওহ! বিধাতা, তোমার মনে এই ছিল? ওরে কপটচারী দুর্ব্বৃত্ত যবনদল, এই কি তোদের বীরত্ব? এই কি তোদের রণ-ধর্ম্ম?

সংগ্রা। আঃ—যাই—উঃ! জল। তৃষ্ণা নিবার—হয় না। যাই!

বিজ। (জলপ্রদান করিয়া) ওরূপ নিষ্ঠুর কথা বল না—তা হলে আমি জন্মের মত যাই!

সংগ্রা। তুমি বেঁচে—থাক। যুদ্ধজয়ী—হও।—উঃ! বড় তৃষা। জিহ্বা দগ্ধ হচ্ছে—তুমি পাপিষ্ঠ যবনদের বিনাশ কর—মহারাজ—তোমাকে স্বর্ণকুন্তলা—দান করবেন।

বিজ। না-না-না, আমি তা চাই না। আমার সহস্র জীবন দিলে আপনি যদি আর এক মুহূর্ত্তও অধিক জীবিত থাকেন, আমি অকাতরে তাহা দিব।

সংগ্রা। বি—জ—য়—বড়—তৃষা—ওহ! স্বর্ণ— (মৃত্যু)

বিজ। নীরব! জন্মের মত নীরব হলে! ওহ——(পতন)

(সদানন্দের প্রবেশ)

সদা। ভীষণ শব্দ-সঙ্কুল রণস্থল এরূপ নিস্তব্ধ ভাবে কেন? একি! একি সর্ব্বনাশ! পঞ্চনদের চন্দ্রসূর্য্যের এককালীন পতন হয়েছে দেখ্‌ছি যে! মহারাজ জয়পালের দক্ষিণ বাম উভয় বাহুই ছিন্ন হয়েছে দেখ্‌ছি যে! হা! যুদ্ধের জন্য এত যত্ন, এত চেষ্টা, এত আয়োজন, তার পরিণাম কি এই হল! সংগ্রামসিংহের জীবন তাঁর রক্তাক্ত কলেবর পরিত্যাগ করে গেছে;—বিজ—(সবিস্ময়ে) বিজয়কেতুর অধরোষ্ঠ স্পন্দিত হচ্ছে —বিজয়কেতু কি জীবিত! আহা তাই হোক্! বিজয়! বিজয়কেতু!

বিজ। ওরে নৃশংস হৃদয়ে পাষাণী স্বর্ণকুন্তলে! একবার দেখে যা, মৃত্যুকালেও বীরবর তোর ঐ নিষ্ঠুর নাম বিস্মৃত হন নি! (উঠিয়া) ওহ! সংগ্রাম-সিংহ—সংগ্রামসিংহ! বীরবর—উঠ উঠ। (সরোদনে) প্রাণনাথ! প্রাণেশ্বর! হৃদয়েশ্বর! উঠ উঠ, আমি প্রাণভরে তোমাকে প্রাণপতি বলে ডাকি। উঠ নাথ, উঠ—চক্ষু উন্মীলন কর, দেখ, আমি তোমাকে আমার অন্তরের সেই অন্তরতম প্রদেশ খুলে দেখাচ্ছি—দেখ, বিজয় কেবল তোমার সহকারী নয়, তোমার প্রণয়াভিলাষিণী বিজয়া। স্বামিন্! দাসীকে অকূল পাথারে ভাসিয়ে যেও না, সঙ্গে নাও, তোমার সহবাসসুখ আমি বড় ভালবাসি, ফেলে যেও না—ফেলে যেও না। এত ডাক্‌ছি, কাতর হয়ে ডাক্‌ছি, উন্মত্ত হয়ে ডাক্‌ছি, তুমি একবার

ফিরেও চেয়ে দেখ্‌লে না। এত বাম কেন হলে! তোমার কোন দোষ নাই, আমি আপনিই আপনার পায়ে কুঠারাঘাত করেছি। আমি কেন আত্মগোপন করেছিলেম রে! মনে বড় খেদ রইল, জীবিত সংগ্রামসিংহকে আমি একবার মুক্তকণ্ঠে প্রাণভরে পতি সম্বোধন করতে পাল্লেম না—মনে বড় দুঃখ রইল যে আমার এ অবস্থা দেখে তোমার মনে কি ভাব হয় তা জান্‌তে পার্‌লেম না। জীবিতেশ্বর! তুমি কোথা গেলে! বুক্‌ ফেটে যায়—সন্তাপানলে দেহ, মন দগ্ধ হয়ে যায়!

সদা। আশ্চর্য্য হলেম! বিজয়কেতু কি যথার্থ স্ত্রীলোক, না উন্মাদ হয়েছে?

বিজ। উন্মাদ নয়—এ প্রলাপ বাক্য নয়, বিজয়কেতু যথার্থই স্ত্রীলোক। আর কেন আমি আত্মগোপন করি। সকলে দেখুক, পৃথিবী শুদ্ধ লোক এসে দেখুক বিজয়কেতু স্ত্রীলোক। তার প্রকৃত নাম বিজয়া। মৃত মহাত্মা বীরপাল তার জনক, মহারাজ জয়পাল তাঁর খুল্লতাত। (পুরুষবেশ ত্যাগ)

সদা। ধন্য, ধন্য বিজয়ে, বীরবালে!

বিজ। ধন্য আমার কঠিন প্রাণ যে এখনও এ দগ্ধ দেহে অবস্থান কর্‌ছে। আর আমার জীবনে কি প্রয়োজন? এ জগতে আর আমার কি আছে যার জন্য এ জীবন ধারণ করব। যবনেরা আমার সর্ব্বনাশ করেছে; গত যুদ্ধে আমার পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী,—আমাদের রাবণের পুরী বিনাশ করেছে, এখন অবশিষ্ট যা ছিল, যার জন্য এই মহাশোকসাগরে পড়েও বুক বেঁধে ছিলেম, তাও গেল—অন্যায় যুদ্ধে যবনেরা তাকে বিনাশ কর্‌লে। তবে আর কি নিয়ে এ কষ্টময় জগতে থাকি! প্রাণেশ্বর যে স্থানে গেছেন আমিও সে স্থানে যাই। পথে কি তাঁর দেখা পাব? প্রাণনাথ! দাঁড়াও—দাঁড়াও—আমি যাই—যাই—যাই—(স্বীয় গলদেশে অসি প্রহার করিতে উদ্যত)

সদা। (বিজয়ার হস্ত ধরিয়া) কর কি? আত্মহত্যা! কাপুরুষ, ভীরু-কামিনীর ন্যায় আত্মহত্যা! যাও—বরং অধম শত্রুহস্তে বিনষ্ট হও গে, তাতেও স্বর্গধামে স্থান পাবে। আত্মহত্যা পাতকে পাতকী হয়ে অনন্ত নীরয়গামী হ'ও না।

নেপথ্যে। আল্লা—ল্লা—হো!

সদা। ঐ দেখ শত্রুগণ নূতন উৎসাহের সহিত, নূতন সাহসের সহিত অগ্রসর হচ্ছে, আর আমাদের সৈন্যগণ এই লোমহর্ষণ ব্যাপার দেখে অবাক হয়ে রয়েছে। তাদের চক্ষু যেন বলে দিচ্ছে, যে সংগ্রামসিংহ ও তোমার পুরুষবেশের সহিত তাদের উদ্যম, উৎসাহ, সাহস সকলই গিয়েছে। যাও, তাদের মৃত উদ্যমকে পুনর্জ্জীবিত করগে; যাও, শত্রুদল বিনষ্ট করগে; যাও, এই স্ত্রীবেশেই যাও। ভগবতী রণ-চণ্ডিকার মত দৈত্য দলন করগে।

বিজ। সদানন্দ, আমি যাই, যাই; যাই, আজ আমি সহস্র যবনের ছিন্নমুণ্ড দেখ্‌ব। আমি চল্লেম, আমার নাথের হত্যাকারী কপটচারী যবনদিগকে শমন-ভবন দেখাতে চল্লেম। চল সৈন্যগণ! চল—আমিই তোমাদের সেনাপতি হলেম—চল, আজ যুদ্ধে জয় কিম্বা পতন।

[প্রস্থান।

নেপথ্যে। ওরে একটা মেয়ে মানুষ যুদ্ধ করতে এসেছে। পালা—পালা, তলওয়ারের বড় তেজ, সব কাটলে।

পুনর্নেপথ্যে। জয়! মহারাজ জয়পালের জয়!

পুনর্নেপথ্যে। রোহিম আলির আজ্ঞানুবর্ত্তী সুলতান মামুদের সৈন্যগণ কি একটা ভেড়ার দল। দূর হ! দূর হ কাপুরুষগণ! একটা সামান্য আওরাৎকে কে এত ভয়? এই দেখ্‌, রোহিম আলি স্বহস্তে তাকে বিনাশ করে।

(যুদ্ধ করিতে করিতে রোহিম আলি ও বিজয়ার প্রবেশ)

বিজ। তোরই ষড়যন্ত্রে সংগ্রামসিংহের মৃত্যু হয়েছে—নীচাশয়! ভীরু! কপটচারী যবন! আজ আর তোর নিস্তার নাই, এখন সম্মুখ-সমরে আমার হাতে পড়েছিস্‌।

রোহি। (যুদ্ধে নিরস্ত্র হইয়া) তলবার তুলেও মারতে পারলেম না। তোমার রূপ দেখে আর কথা শুনে মোহিত হলেম। সুন্দরী! অস্ত্র তোমায় সাজে না—আমার সঙ্গে চল চিরকাল সুখে থাকবে। বল,

আমি যুদ্ধ ত্যাগ করে তোমাকে নিয়ে গজনিতে যাই, মিছে ঝঞ্ঝাটে কায কি? তোমার এ নবযৌবনে কি এ যুদ্ধ সাজে?

সদা। নরকের কীট অপেক্ষাও ঘৃণিত, তোর নরকেই জন্ম হওয়া সম্ভব।

বিজ। দুরাত্মা, তুই মরতে বসেছিস্, তোর সঙ্গে অধিক বাক্য ব্যয় করা অনাবশ্যক। যা—শীঘ্র যমালয়েই যা—(আঘাত)।

রোহি। (আত্মরক্ষা করিয়া) আমার এই কর্কশ লৌহ তোমার ও কোমল অঙ্গে আঘাত করতে সঙ্কুচিত হচ্ছে। এখনও বলছি, মনমোহিনি! নিরস্ত হও।

বিজ। যতক্ষণ না তোকে নরকে প্রেরণ করতে পারব, ততক্ষণ নিরস্ত হব না। (পুনরাঘাত)

রোহি। অনিচ্ছার সহিত আমায় এ কাযে প্রবৃত্ত হতে হল। এখন আত্মরক্ষা কর (বিজয়াকে আঘাত)।

(উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান; রঙ্গভূমে মস্তক-শূন্য বিজয়ার দেহের পতন)

সদা। ওহ! পঞ্চনদ, তোমার আর সামান্য ভরসা আছে। দুরাত্মা যবন! কি করলি! কি করলি! এমন স্বর্ণপ্রতিমা বালিকাকে অকালে মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ করলি! দেব দিনমণি! তুমি সাক্ষী, আমি প্রতিজ্ঞা করলেম আজ স্বহস্তে পাপিষ্ঠের মস্তক ছেদন করব। দেখি কার সাধ্য তাকে আজ রক্ষা করে।

[সবেগে প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

উপবন।

নেপথ্যে বন্দীদিগের গীত।

রাগ ভৈরোঁ।—তাল আড়াঠেকা।

গায় কাননে সুতানে বিহগ সকল,
দেখ বিভাবরী পোহাল।
বিকশিত উপবন, ভ্রমে মধুলোভে অলিগণ,
সলিলে শোভে অমল কমল।
তমোরাশি তিরোহীত, দেখ দশদিশ প্রকাশিত,
মৃদুল বহে সমীর শীতল।
পঞ্চনদী কলকলে, গায় তব যশঃ কুতুহলে,
উছলি বলে 'ভূপতি গা তোল'।
উঠ উঠ নরপতি, দেখ আভাময়ী উষাসতী,
পুলকে বন্দে ও পদযুগল।

(লক্ষ্মী দেবীর প্রবেশ)

লক্ষ্মী। না—না—না, তাও কি কখন হতে পারে? স্বপ্ন কি কখন সত্য হয়? মন বৃথা ভয়ে ভীত হচ্ছে। কিন্তু লোকে যে বলে প্রাতঃস্বপ্ন ফলে। প্রাতঃকালে স্বপ্ন দেখ্‌লেম, স্বপ্নান্তে নিদ্রাভঙ্গ হল, আর নিদ্রাকর্ষণ হল না। যা যা ঘট্‌লে লোকে বলে স্বপ্ন সত্য হয় আমার সে সকলই ঘটেছে। তবে কি সেই ভয়ঙ্কর লোমহর্ষণ ব্যাপার সত্যই ঘট্‌বে? সত্য সত্যই কি আমার কপাল পুড়েছে? না, তা আমি মনেও করব না; স্বপ্ন কখনই ফলে না। ও আমার মনের অলীক আশঙ্কা মাত্র। যাই হোক্, গ্রহশান্তির উদ্দেশ্যে আজ সূর্য্যদেবকে

যথাবিধি পূজা করি---মনের ভক্তির সহিত তাঁকে অর্ঘ্য প্রদান করি। ইনিই চাক্ষুস দেবতা।—মন বড় ব্যাকুল হল, কি হবে! হে দেব! রক্ষা কর, রক্ষা কর।

(অর্ঘ্য-পাত্রহস্তে স্থলোচনা, বিচক্ষণা, ও স্বর্ণকুন্তলার প্রবেশ)

বিচক্ষণা! স্বপ্ন কি সত্য হয়?

বিচ। স্বপ্ন আবার কোন কালে সত্য হয়? আপনি অকারণে ব্যাকুল হচ্ছেন্। অমঙ্গল চিন্তাকে মনে স্থান দেবেন না।

লক্ষ্মী। অমঙ্গল চিন্তা আমার মনকে গ্রাস করে রেখেছে; কি যে হবে ভাব্তে গেলে আমার সর্ব্বশরীর কণ্টকীত হয়। আমার অমঙ্গল ঘটবে জান্তে পেরেই বুঝি তপস্বিনী এ রাজ-উপবন ত্যাগ করে গেছেন।

বিচ। আপনার অমঙ্গল কখনই হবে না, আপনি লক্ষ্মীস্বরূপিনী। তপস্বিনীর কথা বল্ছেন, তা তিনি মাঝে মাঝে প্রায়ই ত তীর্থপর্য্যটনে যান, আপনার অমঙ্গল আশঙ্কায় তিনি এ উপবন ত্যাগ কর্তে যাবেন কেন?

লক্ষ্মী। অন্যবার তিনি আমাকে কত বলে কয়ে যান, এবার তিনি যাবার সময় আমার সঙ্গে দেখাটিও করে যান নাই। যাই হোক্, বিচক্ষণা, যুদ্ধস্থল হতে কোন দূত কি ফিরে এসেছে?

বিচ। কৈ, শুনি নাই।

স্থলো। রাণী মা! আপনি অকারণে চিন্তিত হচ্ছেন কেন? যখন রাম লক্ষ্মণ যুদ্ধে গেছেন, তখন নিশ্চয়ই রাক্ষসকুল ধ্বংস হবে।

স্বর্ণ। পূর্ব্বদিক লোহিত রঙ্গে রঞ্জিত হয়েছে——স্বর্ণবর্ণ রৌদ্র উচ্চ উচ্চ স্থানে আশ্রয় নিয়েছে——সূর্য্যোদয় হল। মা! অর্ঘ্যপ্রদান করুন।

লক্ষ্মী। দাও মা স্থলোচনা। (অর্ঘ্যপাত্র গ্রহণ)

(সহসা সূর্য্য মেঘাচ্ছন্ন হওয়া; লক্ষ্মীদেবীর পতন।)

(সরোদনে) সূর্য্যদেব আমার অর্ঘ্য গ্রহণ করলেন না, মেঘমধ্যে লুকুলেন। তবে যথার্থই আমার স্বপ্নদৃষ্ট অমঙ্গল সমূহ ঘট্বে। হা বিধাত! তোমার মনে কি আছে? এই রূপেই কি আমার সৌভাগ্য

সূর্য্যকে হটাৎ মেঘাচ্ছন্ন করবে? আমি তোমার কাছে নিরপরাধিনী, জানত আমি কোন পাপই করি নাই!—— চল মা,—স্বর্ণকুন্তলা, আমরা মহারাজের কাছে যাই, তাঁকে সব কথা বলি গে।

[সকলের প্রস্থান।

(অপর দিক দিয়া জয়পালের প্রবেশ)

জয়। না জানি আজ আমার সৈন্যগণ কিরূপ যুদ্ধ কচ্ছে। ভাবনায় সমস্ত রাত্রী নিদ্রা হয় নাই; এখনও কেহই যুদ্ধস্থল হতে প্রত্যাগমন করে নাই। মন বড় অস্থির হয়ে পড়েছে। ইচ্ছা হচ্ছে এখনই স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে যাই।

(একজন দূতের প্রবেশ)

দূত! সংবাদ কি? শীঘ্র বল।

দূত। মহারাজ—মহারাজ, কি বল্‌ব, বল্‌তে হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়—হা!

জয়। কি অশুভ ঘটেছে শীঘ্র বল, শুনে তোমার সহিত হাহাকার করি।

দূত। মহারাজ যুদ্ধে সেনাপতি মহাশয় ও সহকারী সেনাপতি—উভয়েই পতিত হয়েছেন।

জয়। কি বল্‌লে? সংগ্রামসিংহ ও বিজয়কেতু উভয়েরই পতন হয়েছে?—ওহ! আমার যে সকল আশা ভরসা নির্ব্বাণ হল। বল দূত, কোন যবন কুলতিলক বীর এদের বিনাশ করলে?

দূত। মহারাজ, অন্যায় যুদ্ধে যবনেরা সেনাপতি মহাশয়কে বধ করেছে, পশ্চাৎ হতে কে তাঁর পৃষ্ঠে তীর প্রহার করেছিল।

জয়। অন্যায় যুদ্ধে আমার বীরশ্রেষ্ঠ সেনাপতির মৃত্যু হল। বিধাতা! এই কি তোমার লিপি? অধর্ম্মের জয়, ধর্ম্মের পরাজয়! ওহ! সংগ্রামসিংহ! আমি যে তোমার বড় ভরসা করতেম! (ক্ষণপরে) বল দূত শুনি, বিজয়কেতুর কিরূপে মৃত্যু হল? তাও কি এইরূপে?

দূত। বিজয়কেতু যথেষ্ট বীরত্ব দেখিয়ে প্রাণত্যাগ করেছেন, অসংখ্য যবন বধ করে অবশেষে তিনি মামুদের সেনাপতির হস্তে প্রাণত্যাগ

করেছেন ;—কিন্তু শুনে বিস্মিত হবেন তিনি স্ত্রীলোক ছিলেন—আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রী, মৃত মহাত্মা বীরপালের কন্যা। সংগ্রামসিংহের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মেছিল। সংগ্রামসিংহের মৃত্যুর পর তিনি শোকে বিহ্বল হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন।

জয়। বিজয়কেতু আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী বিজয়া! অতি আশ্চর্য্য কথা! এত কাল তা কেহই জানতে পারে নাই, আমিও তাকে চিন্তে পারি নাই। যা হোক্, ধন্য তার স্বদেশানুরাগ, ধন্য তার বীর-প্রতিজ্ঞা! শোক আর বিস্ময় আমাকে হতবুদ্ধি করলে; ওহ! পাপিষ্ঠ ম্লেচ্ছ স্ত্রীবধেও কুণ্ঠিত হল না!

দূত। মহারাজ, পাপিষ্ঠের পাপের প্রতিফল সদানন্দ হাতে হাতেই দিয়েছেন। তিনি বিজয়কেতুর মৃত্যু দেখে তখনই সূর্য্যদেবকে সাক্ষী করে প্রতিজ্ঞা করলেন, "নরাধম যেখানেই থাকুক না কেন, আর যে কেহই তাকে রক্ষা করুক না কেন, আজ তার মস্তক স্বহস্তে শরীর হতে পৃথক্ করব।" প্রথম উদ্যমেই তিনি তাঁর বীরপ্রতিজ্ঞা পূর্ণ করেছেন।

জয়। প্রতিফল সামান্য। কিন্তু এক জন সামান্য পার্থিব যোদ্ধার প্রতিফল উহা অপেক্ষা আর অধিক কি হতে পারে?—দল দূত, আমার নিরুৎসুক সৈন্যগণ এখন কি করছে?

দূত। সদানন্দ তাদের সকলকে লয়ে যুদ্ধস্থলে আছেন, যুদ্ধের বিরাম নাই, এখনও যুদ্ধ হচ্ছে।

জয়। হোক্—হয় পঞ্চনদ ছারখার হয়ে যাক্, পঞ্চনদের আবালবৃদ্ধ-বনিতা সমর-শয্যায় শয়ন করুক, নয় যবনকুল সমূলে নির্ম্মূল হোক্, আমার সৈন্যগণ জয়পতাকা তুলে স্বদেশে প্রত্যাগমন করুক। যাও দূত, অশ্বপালকে আমার রণঅশ্ব সজ্জিত করতে বলগে। আমি এখনই যুদ্ধস্থলে যাব, আর রাজভবনে বাস করতে পারি না। আমার নিরুৎসুক ভগ্নোদ্যম সৈন্যদের নির্ব্বাণোন্মুখ সাহস পুনরুদ্দীপ্ত করে আমি যবনবধে অগ্রসর হই। সদানন্দ অতি মহৎব্যক্তি, সে পাগল নয়, যে তার প্রকৃত চরিত্র না বুঝতে পারে সেই তাকে পাগল বলে। তার প্রতি লোমকূপ দিয়ে স্বদেশানুরাগের স্পষ্ট চিহ্ন সকল লক্ষিত হয়। সে সাধু, সে আজ

আমার মহা উপকার করেছে, এতক্ষণ সম্ভবতঃ আমার সৈন্যগণ সেনাপতি-বিহীন হয়ে রণে ভঙ্গ দিত, কিন্তু তারই যত্নে, উৎসাহে তারা এখনও যুদ্ধ করছে। যাও তুমি বিলম্ব কর না (দূতের প্রস্থান)।

(লক্ষ্মীদেবীর প্রবেশ)

লক্ষ্মী। মহারাজ, মহারাজ, মহারাজ! (জয়পালের চরণ ধরিয়া রোদন)

জয়। রাজ্ঞি! একি! তুমি রোদন করছ কেন?

লক্ষ্মী। মহারাজ, একটী নিবেদন - ভিক্ষা আছে।

জয়। তোমাকে আমার অদেয় কি আছে?

লক্ষ্মী। মহারাজ, আপনি যুদ্ধে যাবেন না।

জয়। বল কি রাজ্ঞি? যুদ্ধে যাব না? তুমি কি শোন নি আমার সেনাপতি ও সহকারী সেনাপতি উভয়েরই মৃত্যু হয়েছে?

লক্ষ্মী। সেই জন্যই আরও নিবারণ করছি।

জয়। বল কি? কাপুরুষের ন্যায় বিনারক্তপাতে ম্লেচ্ছ-হস্তে সোণার রাজ্য সমর্পণ করব? চিরস্বাধীন ভারতে অধীনতাকে প্রবেশ করাব, তা আবার বিনাযুদ্ধে? আমি কি অক্ষত্রিয় হয়েছি? আর্য্যশোণিত কি এ দেহের কোন শিরায় প্রবাহিত হয় না? রাজ্ঞি! আমি তোমার এ ইচ্ছা সম্পন্ন করতে অক্ষম।

লক্ষ্মী। মহারাজ অধিনীর কথা অগ্রাহ্য করবেন না, যুদ্ধে কোন ফলোদয় হবে না।

জয়। না হয় সংগ্রামসিংহ ও বিজয়কেতুর সহগামী হব।

লক্ষ্মী। ও রূপ নিষ্ঠুর কথা বল্‌বেন না।

জয়। আমি ক্ষত্রিয়, যুদ্ধই আমার কার্য্য, যুদ্ধই এক্ষণে আমার কর্ত্তব্য; তুমি ক্ষত্রিয়কামিনী হয়ে কেমন করে আমাকে যুদ্ধে যেতে নিষেধ করছ?

লক্ষ্মী। মহারাজ! বড় এক কুস্বপ্ন দেখছি, প্রাণ থেকে থেকে কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে। প্রাতে উঠে গ্রহশান্তির আশায় সূর্য্যদেবকে অর্ঘ্য দিতে গেলেম, দেব মেঘের আড়ালে লুকালেন, দাসীর অর্ঘ্য গ্রহণ করলেন না।

জয়। দুটীই তোমার বৃথা আশঙ্কা। স্বপ্ন যদি সত্য হত তা হলে এতক্ষণে আমি ভিক্ষুকাপেক্ষাও দুর্দ্দশাগ্রস্থ হতেম, আর সূর্য্যদেবের মেঘান্তরালে লুকাবার কথা বল্‌ছ, তা স্বভাবের কার্য্য মাত্র। সে জন্য তুমি আমাকে যুদ্ধে যেতে নিবারণ কর না।

লক্ষ্মী। দাসীর এমন কি সাধ্য যে আপনার কথার উপর কথা কয়? কিন্তু মন যে বুঝে না। আমার দক্ষিণ চক্ষু অনবরত স্পন্দিত হচ্ছে, ভাবি অমঙ্গলের লক্ষণ। এ সমস্ত জান্তে পেরেও আপনাকে যুদ্ধে কেমন করে পাঠাই। কিন্তু আপনি দেখ্‌ছি ভীষ্মের ন্যায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছেন, আপনার প্রতিজ্ঞা অচলের ন্যায় অচল—কি বল্‌ব! হায়, না জানি জগদীশ্বর অভাগিনীর অদৃষ্টে কি লিখেছেন।

জয়। জগদীশ্বরের ইচ্ছা অবশ্যই সম্পন্ন হবে, তাঁর লিপি কার সাধ্য খণ্ডন করে? ঈশ্বরেচ্ছায় যবনেরা আমার পরম শত্রু হয়েছে, তাঁরই ইচ্ছায় এ সমরানল প্রজ্বলিত হয়েছে, তাঁরই ইচ্ছায় আমার সেনাপতি ও সহকারী সেনাপতি বিনষ্ট হয়েছে, তাঁরই ইচ্ছায় অদ্য আমি রণে গমন কর্‌ছি এবং তাঁরই ইচ্ছায় হয় আজ রণজয়ী নয় রণশায়ী হব। তুমি রোদন কর না, চক্ষের জলে আমার ক্রোধানলকে নির্ব্বাণ কর্‌তে চেষ্টা কর না। তুমি আমায় প্রসন্ন মনে বিদায় দেও, আর ঈশ্বর-সন্নিধানে প্রার্থনা কর, আমার ক্রোধানলে যবনকুল যেন একেবারে ভস্মীভূত হয়। শত্রুদল অরণ্যে প্রবেশ কর্‌লে আমার ক্রোধানল যেন দাবানল হয়ে তাদের দগ্ধ করে, তারা অতল সমুদ্রতলে প্রবেশ কর্‌লে আমার ক্রোধানল যেন বাড়বানল হয়ে তাদের দগ্ধ করে। রাজ্ঞি, আমি কাপুরুষ নই, মৃত্যুকেও আমি ভয় করি না; হয় আজ গজনি-সম্ভূত ম্লেচ্ছদের দম্ভ সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ হবে, নয় আমার এই সুবিস্তীর্ণ পঞ্চনদ হাহাকার-ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হবে। তুমি বীরাঙ্গনা, তদুপযুক্ত কার্য্য কর—স্বহস্তে আমাকে রণসজ্জায় সজ্জিত করে দাও।

লক্ষ্মী। হা স্বপ্ন! কেন তুই আজ আমায় এত সন্দিগ্ধ কর্‌লি।

জয়। স্বপ্ন প্রতারক, স্বপ্ন বিশ্বাস করে বালক আর বালিকাতে।

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহ। মহারাজ, অশ্ব প্রস্তুত।

জয়। আমি যাচ্ছি, তুমি যাও, যুবরাজকে আমার নিকট আস্‌তে বলগে।

[প্রহরীর প্রস্থান।

সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে চল্লেম। আজ হয় অমূল্য রত্ন লাভ করব, নয় তরঙ্গ-গর্ভই আমার অনন্ত শয্যা হবে। মহিষি, বিদায় দাও, আমার উদ্দীপ্ত উৎসাহকে নির্ব্বাণ করতে চেষ্টা কর না, লোকে যেন না বলে, পঞ্চনদের একটা কাপুরুষ রাজার দোষে পঞ্চনদ অধীনতাপাশে বদ্ধ হল; লোকে যেন না বলে, বিনা রক্তপাতে ভারতবর্ষ অধীনতাশৃঙ্খল পরিধান করলে, লোকে যেন চিরকাল জয়পালের নামে ধিক্কার না দেয়।

(অনঙ্গপালের প্রবেশ)

বৎস, যুদ্ধের সম্বাদ পেয়েছ?

অন। সে ভয়ঙ্কর কথা শুনেছি; পিতঃ! এখন আমাকেই অনুমতি করুন আমি এই দণ্ডেই দুরাত্মা কপট যবনদিগকে দূর করে দিয়ে আসি।

জয়। তোমার এ বীরবাক্য প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু বৎস, আমি স্বয়ং যখন যুদ্ধে যাচ্ছি, তখন তোমার যাওয়ার আর কোন আবশ্যকতা দেখ্‌ছি না। আর বিশেষ রাজভবনও নিতান্ত অরক্ষিত রেখে যাওয়া বিধেয় নয়। তুমি রাজভবন রক্ষা কর। কি জানি, কপট যবনদের বিশ্বাস নাই।

অন। দুরাত্মাদের এত দূর সাধ্য হবে না যে রাজভবন অবধি অগ্রসর হয়। আর যদিই আসে পৌরাঙ্গণারা রাজভবন রক্ষা করবে। আমাকে যদি একক যুদ্ধে যেতে নিষেধ করেন ত অন্ততঃ আমাকে আপনার সমভিব্যাহারে নিন্‌।

জয়। না বৎস, তোমার যুদ্ধে গিয়ে কায নাই; পৌরাঙ্গণারা সহজে স্ত্রীলোক, তাদের উপর আমি রাজবাটী রক্ষার ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারি না, তুমিই ইহা রক্ষা কর।

অন। দেবাজ্ঞা শীরোধার্য্য। কিন্তু মনে বড় আক্ষেপ রইল, যুদ্ধে তরবারিকে যবনরক্ত পান করাতে পেলেম না, পেশ্‌ওয়ারক্ষেত্র যবনরক্তে প্লাবিত করতে পেলেম না, যবনপুরনারীবর্গকেও পিতা, পুত্র, স্বামি-বিহীন করতে পেলেম না।

জয়। ক্ষত্রিয় সন্তানের এরূপ আক্ষেপবাক্য শীঘ্রই পূর্ণ হয়। তা যা হোক্, আমি আর বিলম্ব করতে পারি না, সৈন্যগণ যে যুদ্ধস্থলে কি করছে তা বলতে পারি না। আমি চল্লেম——রাজ্ঞি, চল্লেম।

অন। চলুন, সিংহদ্বার অবধি আমি আপনার সহিত যাই।

[জয়পাল ও অনঙ্গপালের প্রস্থান।

[পশ্চাৎ পশ্চাৎ লক্ষ্মীদেবীর প্রস্থান।

ইতি চতুর্থ অঙ্ক।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

লাহোর—পশ্চিম তোরণ।

(দুই পার্শ্বে দুই জন প্রহরী দণ্ডায়মান)

১ম। রাত কত হল?

২য়। প্রায় দ্বিপ্রহর।

১ম। এখনও প্রায় দ্বিপ্রহর—দ্বিপ্রহর আজ হবে না নাকি?

২য়। দুর্যোগটি কেমন;

১ম। সময় যেন আজ কত দীর্ঘ হয়েছে, যেতে আর চাচ্ছে না। এমন দুর্যোগ আমি ভাই কখন দেখি নাই—যেমন মেঘ, তেমনি বিদ্যুৎ, তেমনি বজ্রাঘাত, তেমনি বৃষ্টি, আবার সঙ্গে সঙ্গে তেমনি ঝড়।

২য়। অন্ধকারও তেমনি হয়েছে, কাছের লোককেও দেখা যাচ্চে না। তোমার সঙ্গে কথা কচ্ছি বটে, কিন্তু তোমার কিছুই দেখতে পাচ্চি না। (বিদ্যুৎ) এক একটা বিদ্যুৎ হচ্চে, আর চোক যেন ঝল্‌সে ফেল্‌ছে, অন্ধকারও দ্বিগুণ হয়ে উঠ্‌ছে। (বজ্রাঘাত) উঃ! কি ভয়ঙ্কর শব্দ!— আজ প্রলয়কাল উপস্থিত নাকি?

১ম। গুরুদেব বল্‌ছিলেন আজ পঞ্চনদের বড় দুর্দ্দিন। তিনি নাকি আকাশ থেকে দেবতাদের হাহাকারধ্বনি শুনতে পেয়েছিলেন।

২য়। না জানি আজ্‌কের যুদ্ধে কি হয়!

১ম। আজকের যুদ্ধাবসানে যা ঘটবে তাইতেই পঞ্চনদের শুভাশুভ নির্ভর কচ্ছে, শুদ্ধ পঞ্চনদ কেন, সমস্ত ভারতবর্ষের শুভাশুভ নির্ভর কচ্ছে।

২য়। মহারাজ যখন স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছেন, তখন আমাদেরই অনেকটা সম্ভাবনা।

১ম। বলা যায় না ভাই, মামুদও এক জন সামান্য ব্যক্তি নয়; সে বলে যত না হোক কৌশলে অনেকটা করে—তার বল অপেক্ষা কৌশলকে অধিক ভয় করতে হয়।

২য়। কেন রণ-কৌশলে মহারাজও ত অদ্বিতীয়, তবে যাতে বিশ্বাসঘাতকতার লেশমাত্র আছে তিনি তাতে পরাঙ্মুখ।

১ম। আজ কাল কালের স্বধর্ম্ম, বিশ্বাসঘাতকতারই জয় হয়ে থাকে, তাই বল্‌ছি, বলাও যায় না। (বিদ্যুৎ, বজ্রাঘাত, ঝটিকা ও বৃষ্টি)—আবার বৃষ্টি এল, উঃ! ঝড়ের শব্দ শুনছ?

২য়। আজকের এই দুর্যোগটি কেবল আমাদের জন্যই হয়েছিল, ভিজে ভিজে প্রাণটা গেল। (বিদ্যুৎ)

১ম। দেখ দেখ, সেই বড় অশ্বথ গাছটা একেবারে গোড়া উপড়ে পড়ে গেছে, কাক আর অন্য অন্য পাখিগুল আশ্রয়হীন হয়ে চীৎকার কচ্ছে শোন। আহা! আজ অনেক জীব নষ্ট হবে। জল লেগে ডানা সব

ভারি হয়ে পড়েছে, কোনটাই উড়তে পাচ্ছে না ; তাতে আবার ঘোর অন্ধকার রাত্রি, এখন ওরা কানা হয়েছে।

২য়। ঝড় বৃষ্টি ক্রমেই বাড়্‌ছে, আর এখানে এমন করে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পারা যায় না, চল ভিতরে যাই। (বিদ্যুৎ)—একি! একি! রক্তবৃষ্টি হচ্চে না কি? তোমার পাগড়িতে বিন্দু বিন্দু রক্তের দাগ দেখ্‌লুম যে!

১ম। সত্য না কি?

২য়। চল ভাই, ভিতরে যাই, আর এখানে থেকে কাজ নাই।

(সৈন্যাধ্যক্ষ ভীমসিংহের প্রবেশ)

ভীম। বিশ্বেশ্বর সিংহ!

২য়। কি আজ্ঞা, বীরবর!

ভীম। তোমরা এখনও এখানে আছ? ধন্য, ধন্য তোমাদের সহিষ্ণুতা, ধন্য তোমাদের প্রভুভক্তি, ধন্য তোমাদের স্বদেশানুরাগ! কিন্তু, যদিও তোমাদিগকে বলা বাহুল্য, তবুও বলি, সাবধান। আজ অতি সাবধানে নগর রক্ষা কর। জগদীশ্বর না করুন, যদি মহারাজ যুদ্ধে পরাস্ত হন, তা হলে লুণ্ঠন-পরতন্ত্র যবনেরা প্রথমেই এসে নগর আক্রমণ করবে। লাহোরে এখন অতি অল্পসংখ্যক সৈন্য আছে, প্রায় সমুদায়ই রণ-ক্ষেত্রে।

১ম। জগদীশ্বর না করুন, যদি যবনেরা আসে তা হলেই কি তারা কৃতকার্য্য হতে পারবে? কার সাধ্য আপনার অভেদ্য ব্যূহ ভেদ করে?

ভীম। এই দুর্য্যোগেও আমি আমার ব্যূহ রচনা করে রেখে দিয়েছি—সকল সময়েই প্রস্তুত থাকা চাই।

(অনঙ্গপালের প্রবেশ)

অন। ভীমসিংহ!

ভীম। যুবরাজ! আপনি এত দুর্য্যোগের সময় এত কষ্ট সহ্য করে এত দূর এসেছেন কেন? কি অনুমতি হয় বলুন।

অন। সকলে কিরূপ আছ? পঞ্চনদে আজ বড় কুলক্ষণ দেখ্‌ছি, বোধ

হয় আমাদের কোন মহাবিপদ সন্নিকট। ভীমসিংহ! পঞ্চনদে আজ রক্তবৃষ্টি হচ্ছে—উঃ! কি ভয়ঙ্কর!

ভীম। বলেন কি যুবরাজ?

১ম। সত্য মহাশয়, আমরাও বিদ্যুতালোকে তাই দেখেছিলেম।

অন। যা হোক্, তুমি স্বব্যূহে আজ অতি সাবধানে থাক। সেনাপতির মৃত্যু হয়েছে, সহকারী সেনাপতির মৃত্যু হয়েছে, মহারাজ একাকী যুদ্ধ-স্থলে—উপলক্ষ একমাত্র সদানন্দ—হায়! না জানি যুদ্ধ-স্থলে আজ কি হচ্ছে! হা পিত! আজ কেন আমাকে যুদ্ধে যেতে নিষেধ কল্লেন? এরূপ সন্দেহানলে দগ্ধ হওয়া অপেক্ষা সাক্ষাৎ বিপদ প্রার্থনীয়।

ভীম। বিপদের আশঙ্কা করবেন না, তা হলে মন আরও ব্যাকুল হবে। চলুন, আমার শিবিরে গিয়ে একটু বিশ্রাম করবেন।

অন। না, এ আমার বিশ্রাম করবার সময় নয়, আমি অন্য তিন দ্বার দেখে আসি।

[প্রস্থান।

ভীম। দুর্যোগ অনেকাংশে কমে এসেছে, আকাশও অনেক পরিষ্কার হয়ে এসেছে, বোধ হয় আর ঝড় বৃষ্টি হবে না, তোমরা তোমাদের আর্দ্র বস্ত্র পরিত্যাগ করবে চল, আবার শীঘ্রই এখানে এসে উপস্থিত হবে।

২য়। আমাদের পালা শেষ হয়েছে, রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হয়ে গেছে—শ্যামসিংহ আর রামসিংহ এখন আসবে।

ভীম। ভালই, তোমরা আমার সঙ্গে এস, আমি শীঘ্রই তাদের এস্থানে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

[সকলের প্রস্থান।

নেপথ্যে। আল্লা—ল্লা—হো! সুলতান মামুদকো ফতে!

(নিষ্কোষ তরবারি হস্তে বেগে ভীমসিংহের প্রবেশ)

ভীম। একি শুনলেম? এ যে দুরাত্মা যবনদের জয়ধ্বনি! হায় কি হল! মহারাজ অবশেষে পরাস্ত হলেন? তিনি কি জীবিত আছেন? অথবা

এখন তাঁর মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।—বিশ্বেশ্বর সিংহ! আমার সৈন্যদিগকে শীঘ্র এখানে প্রেরণ কর।

নেপথ্যে। সুলতান মামুদকো ফতে! আ—ল্লা—ল্লা—হো!

(কতিপয় সৈন্যসমভিব্যাহারে অনঙ্গপালের প্রবেশ)

অন। হা কি হল! হা মহারাজ! হা পিতঃ!

ভীম। যুবরাজ! এ আক্ষেপ করবার সময় নয়—চলুন, আমরা অগ্রসর হয়ে দুরাত্মাদের আক্রমণ করিগে। পাপিষ্ঠদিগকে নগরের সন্নিকটে আসতে দেওয়া হবে না।

অন। আমি প্রস্তুত আছি—চল।

[সকলের প্রস্থান।

(বিচক্ষণা ও স্বর্ণকুন্তলার প্রবেশ)

বিচ। রাজনন্দিনি কবছ কি? কোথায় যাচ্ছ, ফের, ফের।

(নিরুত্তরে স্বর্ণকুন্তলার গমন)

বিচ। (স্বর্ণকুন্তলার হস্ত ধরিয়া) কি কর, রাজনন্দিনি, নির্ব্বোধের কায কর কেন? দূরে একটা কি গোলমাল হচ্ছে শুনতে পাচ্ছ না?

(হস্ত বলপূর্ব্বক ছাড়াইয়া লইয়া নিরুত্তরে স্বর্ণকুন্তলার গমন)

বিচ। আমার মাথা খাও, রাজনন্দিনি, ফের। আর যাচ্ছই বা কোথা, সে কি এমনি সামান্য স্থান? (পশ্চাৎ ফিরিয়া) কৈ, কাকেও ত দেখতে পাচ্ছি না।

[ইত্যবসরে স্বর্ণকুন্তলার প্রাস্থন।

বিচ। যা! কোথা গেলেন, ওমা কি হবে? কৈ, সম্মুখেও ত দেখতে পাচ্ছি না, কোথাও লুকুলেন না ত? (ইতস্ততঃ অন্বেষণ)

(অপর দিক হইতে এক জন শস্ত্রপাণি যবনের প্রবেশ)

যবন। ক্যা খোপসুরৎ! ক্যা নয়না!—ইসকো ত হাম ছোড়েগা নেই (তোরণ মধ্যভাগে গিয়া) এই! তোম কোন হায?

বিচ। (স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া স্বগত) কি সর্ব্বনাশ, এ যে যবন দেখছি!

যবন। তুমি দেখ্‌ছ আমার হাতে কি?

বিচ। (স্বগত) এখন কেমন করে এ যমদূতের হাত থেকে রক্ষা পাই! হা ভগবান! বুঝি জাত, কুল, মান সব গেল।

যবন। তুমি চুপ্ করে রৈলে যে? কথা কও, আমার বশবর্ত্তী হও, না হলে, এই অস্ত্র তোমাকে দুখানা করবে।

বিচ। (স্বগত) যা হোক্, কৌশল করে যতক্ষণ বিলম্ব করতে পারি বরং, যদি এর মধ্যে কেউ এসে পড়ে। (প্রকাশ্যে) কই, তোমার হাতে কি? কিছুই ত নেই।

যবন। তোমার আঁখের দোষ হয়েছে, তুমি ঠিক্ বল্‌ছ আমার হাতে কিছু নেই?

বিচ। আমি কি মিছে কথা বল্‌ছি?

যবন। আচ্ছা, ও বাৎ যানে দেও। বলি—

বিচ। (সহাস্যে) তবে তুমি আমাকে মিছে মিছি ভয় দেখাতে এসে ছিলে? (কটাক্ষদৃষ্টি)

যবন। আরে বা! সুন্দরী, তুমি নয়নবাণে সর্ব্বজয়ী।

বিচ। তবে তুমি আমাকে কোন্ সাহসে তোমার ঐ সামান্য অস্ত্রের ভয় দেখাচ্ছিলে?

যবন। যে অস্ত্র গুলির জোরে তুমি ভুবনজয়ী হয়েছ, সেই অস্ত্রগুলি দেখ্‌বার জন্য। তা আমার অস্ত্র ধারণে যদি তুমি বিরক্ত হও, ত না হয় আমি আমার অস্ত্র শস্ত্র সব ফেলে দিই (অস্ত্র দূরে নিক্ষেপ) এই দেখ (সন্নিকট হইয়া) জানি! তোমার অস্ত্রের কাছে আমার অস্ত্র অতি তুচ্ছ জিনিষ।

বিচ। (দৌড়াইয়া গিয়া অস্ত্র ধরিয়া) তবে রে নরাধম নরপিশাচ যবন! তোর অবলার সতীত্বের উপর দৃষ্টি। এখন দেখ্, এ অস্ত্র কার শরীরকে দুখানা করে। (যবনকে আঘাত)

যবন। (পতিত হইয়া চীৎকার স্বরে) রোমজান! ইস্মেল খাঁ! আমার জান গেল! (নেপথ্যে গোলমাল)

বিচ। ওমা! কত যবন গো! (পলায়নোদ্যতা)

(কতিপয় যবনের প্রবেশ ও বিচক্ষণার দিকে ধাবন)

(বেগে স্বর্ণকুন্তলার বৃক্ষান্তরাল হইতে বাহিরে আগমন ও বিচক্ষণার হস্ত হইতে তরবারি গ্রহণ)

স্বর্ণ। জয় কালি, জয় ভবানি, জয় কালি মা! (হুহুঙ্কার) আজ সব কাটব, সব কাটব, সব কাটব! আয়, আয়, আয় যবনগণ,—আয় তোরা, তোদের সব কটাকে কাটব, কাটব, কাটব।

(উন্মত্তাভাবে অসি বিঘূর্ণীত করিয়া যবনদিগকে আক্রমণ)

যবনগণ। (কিঞ্চিৎ পশ্চাতে ছুটিয়া গিয়া) তাজ্জব! আউরাৎ লোক সব লড়্‌নে আয়া!

স্বর্ণ। জয় ভবানি, জয় দুর্গে, দৈত্যদলনি মা (উন্মত্তভাবে)

আয়, আয়, আয়, আয়রে যবন,
একে একে সবে দে যা জীবন,
পূজ্‌ব মায়ের রাঙ্গা চরণ,
ম্লেচ্ছ-রক্তে মনসাধে।

(বারম্বার এই বলিয়া নৃত্য করিতে করিতে যবনদিগকে আক্রমণ। কতিপয় যবনের পতন ও অবশিষ্টের পলায়ন)

বিচ। ধন্য, ধন্য, ধন্য, তুমি যুদ্ধস্থলে যাবার উপযুক্ত বটে।

স্বর্ণ। আয়, আয়, আয়রে যবন।

(ইত্যাদি বলিয়া নৃত্য।)

(পশ্চাতে দেখিতে দেখিতে অনঙ্গপাল ও ভীমসিংহের প্রবেশ)

অন। শত্রুরা সব পলায়ন করছে। আমাদের সৈন্যগণ সিন্ধুতীর পর্য্যন্ত তাদের অনুসরণ করুক, পাপিষ্ঠ ম্লেচ্ছদিগকে সিন্ধুপার করে দিয়ে আসুক।

স্বর্ণ। আয়, আয়, আয়রে যবন।

(ইত্যাদি বলিয়া অনঙ্গপাল ও ভীমসিংহকে আক্রমণ করিতে উদ্যত)

[বিচক্ষণার প্রস্থান।

অন। একি! ভগ্নী স্বর্ণকুন্তলা! উন্মত্তার ভাব যে!

স্বর্ণ। সব কাটব, সব কাটব, ম্লেচ্ছরক্তে মায়ের রাঙ্গা চরণ পূজা করব—

আয়, ম্লেচ্ছ আয় আর,
দেখি কত সাধ্য কার?
এক দুই তিন চার,
কেটে করি ছার খার।

ভীম। ধন্য, ধন্য, ধন্য! ঐ দেখুন কতকগুলি যবনের মৃতদেহ পড়ে রয়েছে, উনিই এদের বিনাশ করেছেন—ধন্য!

অন। এরূপ বীরত্ব স্ত্রীলোকে কখন দেখা যায় না, ধন্য স্বর্ণকুন্তলে!

স্বর্ণ। জয় কালি, জয় দুর্গে, অসুরনাশিনি মা—

(অনঙ্গপাল ও ভীমসিংহকে আক্রমণ)

(অনঙ্গপাল ও ভীমসিংহের তোরণমধ্যে প্রবেশ ও তৎপশ্চাদ্ধাবিতা হইয়া স্বর্ণকুন্তলার গমন।)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

গজনি—কারাগার।

(মামুদ ও একজন পারিষদের প্রবেশ)

(মূর্চ্ছিত জয়পাল শায়িত).

মামু। দাম্ভিক কাফের! তোর দম্ভ সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ হয়েছে, এখন কিছুকাল এইস্থানে তোর দাম্ভিক বীরত্ব প্রকাশ কর্। মূর্চ্ছিত হয়েছিস, তোর পরম সৌভাগ্য বল্‌তে হবে, এখনও কারাগারের সুখটা জান্‌তে পার্‌ছিস্ না; মূর্চ্ছা তোর বড় উপকার কর্‌ছে। কিন্তু নিশ্চয় জানিস্, যখন মামুদের কারাগারে এসেছিস্, তখন আর তোর রক্ষা নাই। বড় গর্ব্ব করে বলেছিলি না, মুসলমান রাজাকে কর দেওয়া বড় অপমানের কথা? এখন মুসলমানের কারাগারে রয়েছিস, এতে তোর অপমান বোধ হচ্ছে না? বড় অহঙ্কার করে বলেছিলি না, "আমি তোর মুসলমান ধর্ম্মে পদাঘাত করি?" আমি যদি এখন জোর করে তোকে মুসলমান করি, তা হলে তোর সে অহঙ্কার কোথায় থাক্‌বে?

পারি। ও যদি মুসলমান হতে অস্বীকার হয় তা হলে জোর কর্‌বার আবশ্যক কি? মুসলমান ধর্ম্ম ত আর উপাসকের কাঙ্গাল নয়?

মামু। তা ত নয়ই, আর কখন হবেও না—কিন্তু, জয়পালকে উচিত শিক্ষা দিতে হবে।

পারি। শিক্ষা ভাল করে দিতে হবে, হুজুর, আমি নিজে ওর মুখে গোস্ত পুরে দেব। অনঙ্গপাল বড় বীরত্বের সহিত নগর রক্ষা কর্‌ছে, তাকেও এই রকম করে ধরে এনে, বাপ বেটা, দুজনকেই একেবারে গরুর ঝোল খাইয়ে দেব।

মামু। অনঙ্গপালও শীঘ্র এই পথের পথিক হবে। আমার সৈন্যগুলি যুদ্ধ করে করে ভারি হায়রান হয়ে পড়েছিল, তাই তারা অল্পে অল্পে ফিরে এল, তা না হলে দেখ্‌তে, আজ লাহোরের কি দুর্গতি হ্‌ত! দুগ্ধপোষ্য

বালক থেকে আশি বৎসরের বুড় পর্য্যন্ত আজ মহম্মদীয় শূলাগ্রে বিদ্ধ হত, লাহোরের সামান্য কুটীর থেকে রাজপ্রাসাদ পর্য্যন্ত আজ রক্ত-স্রোতে ভেসে যেত, সামান্য নুড়ী থেকে বড় বড় হাতপা-ওয়ালা ঠাকুর গুলো পর্য্যন্ত আজ মুসলমানদের পুরীষে আবৃত হত।

পারি। (স্বগত) হিন্দুদেবদেবীগণ কি চির-নিদ্রায় মগ্ন?

মামু। চুপ্ করে আছ যে?

পারি। চুপ করে একমনে শুনছি। জাঁহাপনা! আপনার অসাধ্য কি আছে? সাগর আপনার কাছে গোষ্পদ, পর্ব্বত তৃণবৎ, সূর্য্য বালকদের খেল্‌বার চক্রখানা।—আপনি মর্ত্তে মহম্মদের প্রতিনিধি।

মামু। তুমি ঠিক বুঝেছ। দেখ, যুদ্ধে যে জয়পালের মৃত্যু হয় নাই, এতে আমি ভারি খুসী আছি—মানুষ মরে গেলে ত তার সকল ফুরিয়েই গেল, এখন একে এই কারাগারে পচাব, খসাব, গলাব।

পারি। (স্বগত) মানুষের মন কখন এত নিষ্ঠুর হতে পারে না—তুমি একটি পিশাচ-অবতার। (প্রকাশ্যে) আজ্ঞা, তা করবেন বই কি। আপনি সাক্ষাৎ দয়া মূর্ত্তিমান, তাই এরূপ দণ্ড বিধান কচ্ছেন, আমরা হলে আরও কিঞ্চিৎ বেশী কর্‌তেম।

মামু। এমন কি, আমি ওকে খালাশ পর্য্যন্ত দিতে পারি, ও যদি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করে, ওর মেয়েকে আমায় দেয়, আর বৎসর বৎসর নির্দ্ধারিত কর দেয়।

পারি। সাক্ষাৎ দয়া অবতীর্ণ! এর চেয়েও আর আপনি কি দয়া প্রকাশ করবেন।

মামু। কি জান্‌লে, আমার মন স্বভাবতই এইরূপ দয়ার্দ্র।

পারি। আজ্ঞা, তার আর সন্দেহ কি।

মামু। কিন্তু আবার তাও বলি, যদি ও এর একটী প্রস্তাবেও অসম্মতি প্রকাশ করে, তা হলে এই কারাগারেই ওকে চিরকাল জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ কর্‌তে হবে।

পারি। জনাব! সে ত সুখের কথা, এমন বাসস্থান পেলে ত আমরা বেঁচে যাই।

মামু। ওদিকে আমি আর একদল ফৌজ পাঠিয়ে দিব, ওর লাহোরকে ছারখার করে, তাঁরা ওর বীরপুত্র অনঙ্গপালকে অশ্বপুচ্ছে বেঁধে নিয়ে আস্‌বে। জান ত, আমার সৈন্যগণ নিতান্ত বলহীন নয়।

পারি। তাদের কৌশলও চমৎকার!

মামু। জয়পালের সেনাপতির মৃত্যু আর জয়পালের এ স্থানে আগমন সেই কৌশলের উজ্জল সাক্ষ্য; শুনেছিলে পাঞ্জাবে "অরিন্দম" নামে একদল মহাবল পরাক্রান্ত সৈন্য ছিল?

পারি। আজ্ঞা হাঁ—শুনেছি তারা যুদ্ধে জয়পালের ডান হাত ছিল।

মামু। তারা আমারই জাহাঙ্গির সৈন্যদলের জন কতক মাত্র। পাঞ্জাবীদের বেশ ধরে জয়পালের সৈন্য হয়ে তারা লাহোর দুর্গে ছিল, যুদ্ধ স্থলে তারাই জয়পালকে ঘেরাও করে আমার কাছে ধরে নিয়ে আসে।

পারি। (স্বগত) এত বিশ্বাসঘাতকতা! বিশ্বাসঘাতকতা, শঠতা, প্রবঞ্চনা দ্বারা তুই এত করেছিস্!

জয়। (মূর্চ্ছান্তে) আমি কোথা?

মামু। স্বর্ণপিঞ্জরে।

জয়। কি?—কে তুমি?—বলছ কি?

মামু। আমি ব্যাধ—তুমি পাখি—স্বর্ণপিঞ্জরে।

জয়। কি?—সিংহ শৃঙ্খলাবদ্ধ? দুরাত্মা মামুদ! তুই যদি স্বপ্নেও ভেবে থাকিস্ যে জীবিত জয়পালকে কারারুদ্ধ করে রাখ্‌বি, তা হলে তুই ভয়ঙ্কর ভ্রমজালে পতিত হয়েছিস্। (উঠিতে চেষ্টা ও শৃঙ্খলাবদ্ধতা-প্রযুক্ত পতন)

পারি। কি পরিতাপ!

মামু। তাইত! আহা, কি পরিতাপ! মহারাজ পতিত হলেন যে! আমি গিয়ে তুলব? (হাস্য)

জয়। তপ্ত লৌহশলাকা! আর সহ্য হয় না,—দেখ দুরাত্মা, আমি বীর-পত্নীর পুত্র কি না (সজোরে শৃঙ্খল ভঙ্গ করিয়া গাত্রোত্থান) আয়, নরাধম যবন! আয়, দেখি তোর কত বল। চক্রান্ত করে আমাকে বন্দী করেছিলি, এখন আয়, তোকে স্বহস্তে সম্মুখযুদ্ধে যমালয়ে পাঠাই।

আয়, সম্মুখ যুদ্ধে দেখি, তুই ভারতের সিংহাসনে বস্‌বার উপযুক্ত কি আমি উপযুক্ত? (তরবারি না পাইয়া) আমার অস্ত্র অবধি তুই হরণ করেছিস্? চোর! দে, আমাকে একখানা তরবারি দে, আমি একাকীই তোর গজনিকে ছিন্ন ভিন্ন করি।

মামু। সেই জন্যই আপনার এখানে আসা হয়েছে বুঝি?

জয়। বুঝেছি, বিশ্বাসঘাতকতাই তোদের বল, নিরস্ত্র শত্রুকেই তোরা বন্দী কর্‌তে পারিস্, স্ত্রীলোকের কাছেই তোদের দম্ভ। আচ্ছা, শস্ত্র-যুদ্ধে না পারিস্, নিরস্ত্র আছি, আয়, তোর সহিত মল্ল যুদ্ধই করি। আয় ভীরু, কাপুরুষ, পামর, পাষণ্ড।

মামু। সাবধান জয়পাল!

পারি। সাবধান কয়েদী! সাবধান হয়ে কথা কও।

মামু। কারারক্ষীকে ডাক ত, ওকে নূতন শৃঙ্খলাবদ্ধ করুক্।

পারি। সাত্রয়া!

নেপথ্যে। হুজুর—

(কারারক্ষকের প্রবেশ)

মামু। বন্দী শৃঙ্খল ভঙ্গ করেছে, ওকে নূতন শৃঙ্খলবদ্ধ কর।

কার। বহুৎখুব, জাঁহাপানা (তদ্রূপ করন)

জয়। আবার হস্তিকে লতাপাশে বদ্ধ কর্‌লি! আচ্ছা, তোদের মনের ক্ষোভ মিটিয়ে নে। (কারারক্ষকের প্রস্থান) কিন্তু মনে করিস্ নে, জীবিত জয়পাল চিরকাল কারাগারে আবদ্ধ থাকবে।

মামু। তোর যে রূপ জবাব, তাতে তোকে শীঘ্রই জল্লাদের তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাত অনুভব কর্‌তে হবে, চিরকাল এ সুখ ভোগ কর্‌তে হবে না।

জয়। জীবনকে আমি তৃণবৎ জ্ঞান করি। তুই মৃত্যুর ভয় দেখাচ্ছিস কি?

মামু। তোর কি বাঁচ্‌তে ইচ্ছা করে না?

জয়। হাঁ—করে, যদি স্বহস্তে তোর মস্তকচ্ছেদন করে পদতলে তাহা চূর্ণ কর্‌তে পারি।

মামু। চোপ্‌রাও—! তোর দেখ্‌ছি মৃত্যু নিকট।

পারি । যদি বাঁচ্তে ইচ্ছা থাকে, ত আমাদের দয়াবান স্থলতান সাহেবের প্রস্তাবগুলি মনোযোগ দিয়ে শুন ; এর একটিতেও তুমি যদি অসম্মতি প্রকাশ কর, তা হলে তোমার নিশ্চিত মৃত্যু। প্রথমতঃ, স্থলতান সাহেবের সহিত তোমার কন্যার বিবাহ দিতে হবে—এটি তোমার পক্ষে বিশেষ অনুগ্রহ জানবে। দ্বিতীয়তঃ, বৎসর বৎসর নির্দ্ধারিত কর-প্রদান কর্তে হবে। তৃতীয়তঃ, তোমাকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হতে হবে।

জয়। তোর জিহ্বা নরকানলে দগ্ধ হোক্। পাপিষ্ঠ! আমি কি যবন-কারাগারে এসে ক্ষত্রিয়ত্ব, মনুষ্যত্ব হারিয়েছি যে তোর এই জঘন্য পশুবৎ প্রস্তাবে সম্মতিদান করব? ওরে পাপ! যবনেরাই স্ত্রীকন্যার বিনিময়ে স্বাধীনতা ক্রয় করে থাকে, ক্ষত্রিয়েরা তা স্বপ্নেও ভাবে না।

মামু। ক্ষত্রিয়ত্বের গৌরব আর বড় অধিক দিন কর্তে হবে না—সহজে না হয়, বলপূর্ব্বক আমি তোকে মুসলমান করব।

জয়। আমি তোর মুসলমান ধর্ম্মে পদাঘাত করি।

মামু। তোর পদাঘাতের বড় জোর, তা আমি জানি। সে দম্ভের অনুরোধে তুই আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলি, সেই দম্ভ দেখছি এখনও তোর মাথায় বসে আছে। আচ্ছা, থাক এখন এখানে কিছুকাল, তার-পর দেখা যাবে তোর এ দম্ভ কোথায় থাকে। চল—(নেপথ্যের দিকে) এই! সরাপ পিয়ালা বোলাও।

[পারিষদ ও মামুদের প্রস্থান।

জয়। ওহহ! আমার স্বাধীনতা গেল?—জীবনের সার বস্তু স্বাধীনতা গেল? তবে আর এ জীবনে প্রয়োজন কি? অনাহারে, অনিদ্রায় এই কারাগারে এ জীবন পরিত্যাগ করব।—আমার জীবন এখন কি? ভুজঙ্গপরিত্যক্ত উন্মোকমাত্র—শস্যবিহীন তুষ মাত্র। ইহাতে আর এমন কোন পদার্থই নাই যার অনুরোধে ইহাকে রক্ষা কর্তে ইচ্ছা হয়। হা জগদীশ্বর! তোমার মনে এই ছিল? জগন্মান্য ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম-

গ্রহণ করে অবশেষে যবন-কারাগারে বদ্ধ হতে হল? যে পঞ্চনদের রাজা, সে কি না এখন গজনির কারাগারে বন্দী? হা দেব মহেশ্বর! অধীন তোমার শ্রীচরণে কি অপরাধ করেছিল, যার জন্য তার আজ এই দশা করলে। পুণ্যভূমি পঞ্চনদ তোমার শ্রীচরণে কি অপরাধ করেছিল, যার জন্য তার পায়ে আজ জগৎ-ঘৃণিত অধীনতাশৃঙ্খল পরালে। হা পঞ্চনদ—পঞ্চনদ—পঞ্চনদ! হা আমার রাজভক্ত প্রজাগণ! না জানি যবনেরা আজ তোমাদের উপর কত অত্যাচার করছে। দেবরাজ! তোমার বজ্র এখন কোথা? শীঘ্র এ অভাগার উপর নিক্ষেপ কর—শীঘ্র এ পরাধীন জীবনের অন্ত কর।

(এক জন রক্ষক ও পত্রহস্তে পারিষদের প্রবেশ)

পারি। (পত্র পাঠ) "রাজামধ্যে শত্রু—প্রবেশ—পারে নাই—কুশলে আছে।—পত্রের মর্ম্মানুসারে—অশ্ব সহিত—সাঙ্কেতিক স্থানে—উপস্থিত।—যত দিন না কার্য্যসিদ্ধি—ততদিন অশ্বপৃষ্ঠে আহার—নিদ্রা—অশ্ব পৃষ্ঠেই দিবানিশি; তুমি—যত শীঘ্র পার—মহারাজকে মুক্ত; আত্মীয় স্বজন—প্রজাবর্গ—হাহাকার—শুনা যায় না।" ইতি—

আর শুনতে হবে না, এখনই মহারাজকে মুক্তি দিব।—মহারাজ! মহারাজ! মহারাজ জয়পাল! আমাকে ক্ষমা করুন, আমি আপনাকে কার্য্যসিদ্ধির অনুরোধে অনেক কটু কথা বলেছি।

জয়। দূর হ পাপিষ্ঠ, মায়াবী যবন! আমাকে স্পর্শ করিস্ নে।

পারি। নরনাথ! ক্ষমা করুন, আমি যবন নই, আমি আপনার চিরানুগত ভৃত্য সদানন্দ! (ছদ্মবেশ ত্যাগ) এই দেখুন আমি আপনারই চির-কিঙ্কর।

জয়। সদানন্দ! সদানন্দ!—তুমি এখানে কি জন্য? তুমিও কি আমার ন্যায় বন্দী?

সদা। মহারাজ আমি বন্দী নই। মহারাজ আমি—

জয়। সদানন্দ! তুমি আর আমায় 'মহারাজ' সম্বোধন কর না, 'মহারাজ' সম্বোধন এখন আমার বিদ্রূপ বলে বোধ হয়।

সদা। মহারাজ! ও অন্যায় আজ্ঞা করবেন না—যত দিন সদানন্দের দেহে জীবন থাকবে, তত দিন সে আপনাকে ভিন্ন অন্য কাকেও মহা-রাজ সম্বোধন করবে না। আপনার অবর্ত্তমানে যুবরাজ আপনার স্থানীয়।

জয়। সদানন্দ, তুমি যথার্থ প্রভুভক্ত তা আমি জানি, কিন্তু এখন রাজ্য-শূন্য, স্বাধীনতাশূন্য এ নরাধমকে 'মহারাজ' সম্বোধনে কি ফল বল! কেবল পূর্ব্বের সুখের অবস্থা স্মরণ করিয়ে দিয়ে অসীম মনোবেদনায় নিক্ষেপ করা মাত্র।

সদা। মহারাজ! আর এক মুহূর্ত্তও আপনাকে অধীনতাশৃঙ্খল বহন করতে হবে না। আমি আপনার মুক্তি কামনাতেই এই কয়দিন ছদ্মবেশে যবন-পুরীতে বাস করছিলুম, বিশ্বাস উৎপাদন করে এই কয় দিনেই ক্ষুদ্রবুদ্ধি যবনপতির পারিষদ হয়েছি। যাহোক্, আর কালবিলম্ব করা অবিধেয়। এই উত্তম অবসর, পাপাত্মা ম্লেচ্ছগণ বিজয়োৎসবে মগ্ন হয়ে মদ্যপানে অচেতন রয়েছে।—রক্ষক, শীঘ্র মহারাজকে শৃঙ্খল হতে মুক্ত কর।　　(রক্ষকের তদ্রূপ করণ)

জয়। এ কি স্বপ্ন? না বাস্তবিক ঘটনা। সদানন্দ! তোমার মহত্ব অদ্বিতীয়।

সদা। সেকি—সেকি মহারাজ! প্রভুর নিকট দাসের আবার মহত্ব কি? আমি আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম পালন করছি মাত্র। সে যাহোক্ মহারাজ, আর বিলম্ব করবার আবশ্যক নাই। আপনি এই মুহূর্ত্তেই এই রক্ষকের সহিত এ পাপ কারাগার পরিত্যাগ করুন, পথে যুবরাজ সুসজ্জিত দ্রুতগামী অশ্ব নিয়ে আপনার প্রতীক্ষা করছেন, নির্ব্বিঘ্নে পুণ্যভূমি পঞ্চনদে গমন করুন।

জয়। সদানন্দ, তা আমি যাব না। আমি চোরের ন্যায় এ কারাগার পরিত্যাগ করতে পারব না, তা হলে মামুদ আমাকে কাপুরুষ বিবেচনা করবে, তার চেয়ে মৃত্যু ভাল।

সদা। মহারাজ! সকল সময়ে বলেতে কিম্বা সাহসে কার্য্য উদ্ধার করা

যায় না। কখন বা বল, কখন বা বুদ্ধি-কৌশল প্রয়োগ কর্‌তে হয়। কপটের সহিত কপট ব্যবহার করায় কিছুমাত্র অধর্ম্ম নাই।

জয়। এ পাপ কারাগার পরিত্যাগ কর্‌লেও আমার লোকালয়ে গমন করা দুর্ঘট, কারণ আমি লোকের কাছে আর এ পাপমুখ দেখাতে পারব না। যে নরাধম তিন বার যবনকর্ত্তৃক পরাজিত হয়েছে তার স্বাধীনতা-তেই বা প্রয়োজন কি, আর জীবন ধারণেই বা প্রয়োজন কি? না সদানন্দ—তুমি স্বদেশে ফিরে যাও, আমি যাব না; বিধাতার অভিপ্রায় এই কদাচার যবনকারাগারই আমার জীবন-নাটকের শেষ দৃশ্য হবে।

সদা। ও রূপ কথা বল্‌বেন না মহারাজ! জয়পরাজয় বিধিলিপি; তজ্জন্য কোন্ জ্ঞানবান ব্যক্তি সকল ধর্ম্মের আকর আপনার জীবন বিসর্জ্জন দেয়? আপনি এ দিকে যবনকারাগারে কিংকর্ত্তব্য চিন্তা কর্‌ছেন, ওদিকে পঞ্চনদ—আপনার মাতৃভূমি, আপনার বিরহে হাহা-কার করছে, রাজ-পরিবারবর্গ শোকসাগরে নিমগ্ন হয়ে জীবন পরিত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হচ্ছে। এক্ষণে আপনার প্রতিগমনের উপর শত শত জীবন নির্ভর করছে, অতএব মহারাজ আপনিই বলুন্ না কেন, এ কারাগার পরিত্যাগে কি আপনার বিমত করা উচিত।

জয়। ওহ! সদানন্দ, তুমি আমার মনে শোকানল দ্বিগুণতর প্রজ্জ্বলিত করে দিলে। হা প্রজাবর্গ! এ নরাধমের জন্য যথার্থই কি তোমরা হাহাকার করছ! হা রাজ্ঞি! হা স্বর্ণকুন্তলা! হা বৎস অনঙ্গপাল! তোমাদের স্নেহময় মুখ না দেখে যে আর থাক্‌তে পারি না। চল সদানন্দ। চল, রাজ্যে প্রতিগমন করি।

সদা। তবে আর কাল-বিলম্বে প্রয়োজন কি? রক্ষক তুমি মহারাজকে নিয়ে যাও, আমি কিঞ্চিৎ পরে যাচ্ছি।

[রক্ষকের সহিত জয়পালের প্রস্থান।

হে মাতঃ জন্মভূমি! তোমার কপালে বিধাতা এত দুঃখ লিখেছিলেন। তুমি ভুবনেশ্বরী হয়ে শেষে পথের কাঙ্গালিনী হলে! ওহ! জন্মভূমি! জন্মভূমি! পঞ্চনদ! ভারত! দুখিনী ভারত! আমার শতসহস্র জীবন

দিলেও কি তোমার স্বাধীনতা এক মুহূর্ত্তের জন্যও ফিরে পাওয়া যায় না! যদি যায়, ত সদানন্দ এখনই তাতে প্রস্তুত আছে। হায়! এ সকল চিন্তা এখন আকাশকুসুমের মত নিষ্ফল। তোমার পূর্ব্ব সৌভাগ্যের কথা এখন উপকথার ন্যায় বোধ হবে। তোমার বক্ষে এখন বিদেশীয়েরা পদাঘাত করবে। পদাঘাত—জননীকে পদাঘাত! উঃ! আর না, হৃদয় বিদীর্ণ হয়, আর না। আমি চল্লুম. মা, তোমার এ দুঃখ আমি চক্ষে দেখ্‌তে পারব চল্লুম। যদি কখন আমার জীবদ্দশাতে তোমার সৌভাগ্যশশী পুনরুদিত হয়, তবেই ফিরব, নচেৎ এই বিদায়ই শেষ বিদায়। কাঁদ, আর্য্যাবর্ত্তবাসী প্রাণীসকল, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদ, আজ এ নিদারুণ দুঃখে তোমরা তোমাদের নয়নজলের পরিবর্ত্তে হৃদয়ের শোণিত প্রবাহিত কর। তোমাদের উচ্চ ক্রন্দনধ্বনিতে আজ গগণমণ্ডল বিদীর্ণ হোক্, পৃথিবীর দিক্‌বিদিক প্রতিধ্বনিত হোক্। আজ আর্য্য-নাম, আর্য্য-গৌরব চিরকালের মত অস্তমিত হতে চল্‌ল, ভারতের আজ শেষ স্বাধীন নিশি! উঃ। এ কথা মনে হ্‌তেও অঙ্গ কণ্টকিত হয়। জন্মভূমি! আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর, আমি এই বিপদের সময় তোমায় পরিত্যাগ করে গেলুম। কিন্তু আমি নিশ্চিন্ত থাক্‌ব না; জানবে, যদি কেহ শয়নে, স্বপনে, জাগ্রতে তোমার শুভ চিন্তা করে সে নিবিড় কাননবাসী সদানন্দ। জানবে, তোমার অপমানে যদি দিবানিশি কেহ অশ্রুপাত করে, সে তোমার অভাগা অকৃতি সন্তান সদানন্দ।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

লাহোর—উপবন।

(চিতা সজ্জিত)

(রাজগুরু ও রাজমন্ত্রীর প্রবেশ)

গুরু। এও আমাকে চক্ষে দেখ্‌তে হল!

মন্ত্রী। এমন হর্ষে বিষাদ কেহ কখন দেখে নাই। মহারাজ যবন-কারাগার হতে নিষ্কৃতি পেয়েছেন, কোথা প্রজা সকল তাঁকে সিংহাসনারূঢ় দেখে আনন্দিত হবে, না আজ তাহাদিগকে মহারাজের চিতাসজ্জা দেখ্‌তে হল! মহারাজ যবন-কারাগার পরিত্যাগ কর্‌লেন কি অনলে আত্ম-সমর্পণ কর্‌বার জন্য? গুরুদেব! শাস্ত্রে কি অন্যতর বিধান—অন্য কোন প্রায়শ্চিত্তের কথা উল্লিখিত নাই?

গুরু। থাক্‌লে কি আর আমি চক্ষের জলের সহিত এই নিষ্ঠুর বিধান প্রদান করি? তখনই আমি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে নিষেধ করেছিলেম, কিন্তু জয়পাল তখন আমার কথায় কর্ণপাতও কর্‌লে না। বিধাতার লিপি এই, কার সাধ্য খণ্ডন করে।

মন্ত্রী। গুরুদেব, আপনি মনে কর্‌লে সব পারেন।

গুরু। ভবিতব্যকে অতিক্রম কর্‌তে পারি না।

মন্ত্রী। আমি ভবিতব্যের কথা বল্‌ছি না, আমি বল্‌ছি অন্য কোন উপায় কর্‌তে পারেন।

গুরু। আমি শাস্ত্রকে অতিক্রম কর্‌তে পারি না।

মন্ত্রী। অতি নিষ্ঠুর শাস্ত্র।

গুরু। কি করব, আমার হাত নয়। আর বৃথা পরিতাপ কর্‌লেই বা কি হবে বল।

মন্ত্রী। দেব! আমার গতি কি হবে?

শুক্র। 'চিত্রে যল্লিখিতং ধাত্রা'—হা দৈব! তোর মনে এই ছিল! মন্ত্রি! তুমি আর আমার ধৈর্য্যচ্যুতি কর না, আমার সংযমিত মনোবেগকে আর আকর্ষণ কর না। জীতেন্দ্রিয় বলে আমার বড় খ্যাতি ছিল, আজ আমার সে খ্যাতি দূরীভূত হবার উপক্রম হচ্চে। আমি এ চক্ষে কখন জয়পালের চিতাশয়ন দেখতে পারব না—ওহ্! আমি চল্লেম। জয়পাল আমার অন্বেষণ করলে বল তিনি সংসারাশ্রম ত্যাগ করে গেছেন।

[প্রস্থান।

মন্ত্রী। আমায় বিধি বাদী—আমায় প্রভুর সঙ্গে সঙ্গেই থাকতে হবে। যাই এখন—চরণ আর চলে না।

[প্রস্থান।

(গীত গাইতে গাইতে স্বর্ণকুন্তলার প্রবেশ)

গীত।

রাগিণী টোরি—তাল আড়াঠেকা।

সখি, দুখ প্রাণে আর সহে না।
জীবন-জীবন বিনে, কেমনে রাখি জীবনে,
পশিব জীবনে, জুড়াতে যাতনা।

স্বর্ণ। (উচ্চ হাস্য) হা হা হা, কেমন গাইলুম—খেদের গানটি কেমন গাইলুম।

(পুনরায় গীত)

জীবন জীবন বিনে, কেমনে রাখি জীবনে,

অমৃত বর্ষণ করছি, সবাই সজীব হও—যারা মরেছ তারা বেঁচে ওঠ, যারা বেঁচে আছ তারা অমর হও। (সরোদনে) আমাকে কি এমনিই পেলে গা?—আমি কি পাগলই হয়েছি? তাকে আমি মারব কেন? সে যে আমার দিদি হয়—আমার বিজয়া দিদি—ঐ যে দিদি দশদিক আলো করে আসচেন—ছুটো দিদি—

(সুলোচনা ও বিচক্ষণার প্রবেশ)

এস, দিদিমণিরা এস ; ভাল আছ ভাই ? দুঃখিনী সতীকে কি তোমা-
দের মনে আছে ? তোমরা দক্ষযজ্ঞে যাচ্ছ ?

বিচ। এই দেখ, কি সর্ব্বনাশ হয়েছে।

সুলো। তাইত, একেবারে বাহ্যজ্ঞান রহিত! চল এখন কোন রকম করে
নিয়ে যাই।

বিচ। রাজনন্দিনি, বাড়ী চল—তুমি এখানে কেন এসেছ ?

স্বর্ণ। ওহ! রাজরাণী ভিখারিণী—রাজনন্দিনী কাটকুড়ানী। তুমি কে ?
চাও কি ? আমাকে বিয়ে কর্‌তে এসেছ ? আচ্ছা, বস—একটু জিরোও।

(উপবেশন ও গীত)

পরিণয়-সরোবরে, নামিব লয়ে নাগরে।

আমার কেমন মিষ্ট স্বর দেখ দেখি—তোমার কি গুণ আছে ? তুমি গীত
রচনা করতে জান? কবিতা লিখ্‌তে পার? নাটক লেখা তোমার আসে?
তুমি বাবাকে সেই যে নিয়ে গেলে, আরত তিনি এলেন না ? আমার প্রাণ
যেন কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে (রোদন)—(সহাস্যে) আমি কাদ্‌ছি কেন ?
আজ আমার বিয়ে, আমি কোথায় হাস্‌ব না আমিই কাঁদ্‌ছি ? হুঁ !
আহ্লাদে কাঁদ্‌ছি। কে বল্লে ?——আমি মরে গেলে তোরা আহ্লাদে
কাঁদ্‌বি বুঝি ? (হাস্য) কাযেই আমার আপনাকে আপনিই সম্প্রদান
করতে হবে।—আচ্ছা, বিজয়া দিদি যদি এখন ফিরে আসে, তা হলে
তোরা কি করিস্—আমার কথা ছেড়ে দাও, আমি [illegible] নির্মম
করে মারি। দুঃখ রাখ্‌ব কোথা ? যে যায় রাবণ-পুরী, সে [illegible] আসে
না ফিরি, আমি ভেবেছিলুম বুঝি ভগ্নদূত, আবার কি ভয়ানক সংবাদ
দিবার জন্য দাঁড়িয়ে রয়েছে—তোমরা কে ? ওখানে দাঁড়িয়ে কি করছ ?
তারাও যেখানে গেছে, আমাকেও সেখানে নিয়ে চল—আমি আর
পারিনি—উঃ! বুক ফেটে গেল। আমি বিয়ে করব না—একটু ঘুমুই
(অঞ্চল [illegible]ত করিয়া শয়ন)।

বিচ। মাথা মুণ্ড আর দেখছ কি? শুনছ কি? এখন নিয়ে যাই চল।

স্থলো। রাজনন্দিনী শেষে উন্মাদিনী হলেন! আমাদের প্রাণের স্বর্ণ-কুন্তলা পাগলিনী! বুক যে ফেটে যায়! বিচক্ষণা, তোর আমার এ দশা হল না কেন!

বিচ। যখন উনি বিজয়কেতুর মৃত্যু সংবাদ, আর মহারাজের কারারুদ্ধ হবার কথা একমনে শুনলেন, আর ওঁর চখে এক ফোঁটা জলও এল না, তখনই আমি ভেবেছিলুম এই রকম কি একটা কাণ্ড ঘটবে।

স্থলো। ওঁর স্বভাবই ত এই রকম, অল্প কথা কন, সর্ব্বদাই গম্ভীর, সর্ব্বদাই গম্ভীর চিন্তায় মগ্ন।

স্বর্ণ। কাল না গো আজ। আর শুনেছিস্ বিজয়া দিদি, বিজয়কেতুটা মেয়ে মানুষ (হাস্য)। আরে মলো, সে আবার আমার সঙ্গে তামাসা করত—তুই আবার আমার স্নমুকে এলি? দূর হ—দূর হ—দূর হ। আমি তোর মুখ দেখব না।

[বেগে প্রস্থান, পশ্চাৎ পশ্চাৎ সখীদ্বয়ের গমন।

(জয়পাল, অনঙ্গপাল ও মন্ত্রীর প্রবেশ)

অন। রাজ্যেই বা প্রয়োজন কি, আর রাজসিংহাসনেই বা প্রয়োজন কি, যদি অনাথ পিতৃহীন হয়ে আমাকে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করতে হল?

জয়। অনঙ্গ! তোমার উপর রাজ্যভার সমর্পণ করে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে যাচ্ছি—এই অন্তিম কালে কেন কথা আমাকে উৎকণ্ঠিত কর?

অন। একটা ভীরু ব্রাহ্মণের বাক্যে আপনি আপনার অমূল্য জীবন অনায়াসে বিনষ্ট করছেন. একি সামান্য পরিতাপের বিষয়!

জয়। ইষ্টদেব—কুলগুরু, দুর্বাক্য বল না।

অন। সে যে আমার আজ কি সর্ব্বনাশ করতে বসেছে, তা আমিই জানতে পারছি। ওহো, বুক ফেটে গেল! (অস্ফুট রোদন)

জয়। অনঙ্গ, তুমি ক্ষত্রিয়সন্তান, স্বয়ং বীরপুরুষ, কাপুরুষের ন্যায় রোদন কর না। আমি এই পঞ্চনদের রাজসিংহাসন ও তাহার পরম শত্রু যবন-দিগকে তোমার হাতে দিয়ে যাচ্ছি, তুমি ইহাদের উপযুক্ত ব্যবহার কর।

অন। মহারাজ! আপনি অনুমতি করুন আমি পুনরায় যবনদের সহিত সমরানল প্রজ্জ্বলিত করে, যবন-কুলচূড়া মামুদকে আপনার শ্রীচরণ তলে এনে দি।

জয়। আর তিলার্দ্ধও এ জীবন রাখতে ইচ্ছা হচ্ছে না। চিতারোহণ করতে যে বিলম্ব হচ্ছে, তার প্রতি মূহুর্ত্ত যেন এক এক যুগ বোধ হচ্ছে। আর তোমরা আমাকে জীবন ধারণ করতে অনুরোধ কর না, শাস্ত্র আমাকে জীবন ত্যাগ করতে বল্‌ছে,—আমি তিনবার যবন কর্তৃক পরাস্ত হয়েছি, অনলে আত্ম-সমর্পণ করাই আমার সে পাপের পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত।

অন। শাস্ত্রকারদের সর্ব্বনাশ হোক।

মন্ত্রী। মহারাজ! দ্বাদশবর্ষব্যাপি অনশনব্রতধারী ঋষি তপস্বীরাও সময়ে সময়ে শাস্ত্রকে অতিক্রম করে অনেক কুৎসিৎ কার্য্যও করেছেন, আমরা আপনাকে শাস্ত্র অতিক্রম করতে বলছি কেবল দুর্লভ মানব জীবন রক্ষা করবার জন্য।

জয়। তাঁদের সহিত তুলনা আমাতে সম্ভবে না। আমি রাজাধম, ক্ষত্রিয়াধম, নরাধম,—শত্রুদমনে অক্ষম,—রাজসিংহাসনে বসবার নিতান্ত অনুপযুক্ত, রাজমুকুট এ শিরে শোভা পায় না, অনঙ্গ, এই রাজমুকুট তুমি গ্রহণ কর।

অন। পিতঃ! ক্ষমা করুন, ও নিষ্ঠুর কথা বলবেন না।

জয়। আচ্ছা, আমার মৃত্যুর পরই ইহা গ্রহণ কর। (মুকুট ত্যাগ) পরোপকারী মহৎ সদানন্দ এখন কোথা গেল? মৃত্যুকালে তার মুখ দেখতে পেলেম না। সে আমাকে যবন-কারাগার হতে মুক্ত করেছে, বাক্যে তার মহৎ কার্য্যের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যায় না।

মন্ত্রী। সদানন্দ যে কোথা গেছে, তা আর কেউ বলতে পারলে না; পঞ্চনদে সে নাই।

জয়। সে বিজ্ঞ, জ্ঞানবান, পরিণামদর্শী। এই সকল ঘটবে পূর্ব্বে সে জান্‌তে পেরেছিল, তাই আর প্রত্যাগমন করলে না। ওরে, কে আছিস্, এদিকে আয়।

(রক্ষকের প্রবেশ)

জয় । রক্ষক, অগ্নি আনয়ন কর ।

রক্ষ । মহারাজ ! মহারাজ ! (রোদন)

জন । বাবা ! বাবা ! (রোদন)

মন্ত্রী । হা হতভাগ্য পঞ্চনদ, তোমার শিরশ্ছেদন হচ্ছে ।

জয় । তোমরা কেন এখন আমাকে রোদন করাও ? যুদ্ধে পরাজিত হলেম কাপুরুষের মত, যবন-কারাগার হতে স্বদেশে এলেম কাপুরুষের মত, এখন মরতেও হবে কি কাপুরুষের মত ? রক্ষক, যাও, বিলম্ব কর না, আমার আজ্ঞা পালন কর ।

[রক্ষকের প্রস্থান ।

মন্ত্রী । মহারাজ, ঐ শুনুন, পঞ্চনদ হাহাকারধ্বনিতে পরিপূর্ণ হল, স্বর্গে দেবগণও হাহাকার করছেন ।

জয় । আমি মনকে পাষাণ হতেও কঠিন করেছি, নয়ন-জলে ইহা বিগলিত হবে না । দেবগণ কখনই এ হতভাগ্য নরাধমের দুঃখে দুঃখিত হবেন না ।

(অগ্নি লইয়া রক্ষকের প্রবেশ)

চিতা জ্বালিত কর ।

রক্ষ । মহারাজ, ক্ষমা করুন, এ হতভাগাকে ও কঠিন নিষ্ঠুর আজ্ঞা করবেন না, আমি [illegible]জের চিতায় অগ্নি প্রদান করতে পারব না— ক্ষমা করু

জয় । তবে [illegible] দাও, আমিই স্বহস্তে চিতা জ্বালি । (চিতায় অগ্নি প্রদ [illegible]

মন্ত্রী । উঃ ! [illegible] লের জীবন-নাটকের শেষ দৃশ্য কি ভয়ঙ্কর ! আমি আ[illegible] পারি না । অগ্নিদেব, আজ অতি দুর্লভ বস্তু তুমি দগ্ধ কর[illegible]

[প্রস্থান ।

(স্তম্ভিতভাবে অনঙ্গপালের অবস্থিতি ।)

জয়। আর কেন? এই উপযুক্ত অবসর।

ওহহ! জনমভূমি! অনন্ত দুঃখিনি!
লিখেছিল দগ্ধ বিধি যত দুঃখ কি মা
তোমার ললাটে? মরি, বুক ফেটে যায়,
ভাবি দুঃখ রাশি তব ভাবিয়া অন্তরে!
রাজরাণী কাঙ্গালিনী, ক্ষত্রিয়-জননী
হবে ম্লেচ্ছ-পদানত? হায়, কি পাতকী
আমি! বধিলাম জননীরে অনায়াসে।
দিনু উপহার মোর জননী-জীবন,——
স্বাধীনতা মণি, ম্লেচ্ছকুল কাল করে!
দয়াময়, রক্ষ দাসে, মাতৃঘাতী আমি।
হায়, পাপ রাশি মম হইলে স্মরণ,
শিহরে হৃদয়!—ক্ষম অপরাধ নাথ!
হে জননি! ক্ষম অপরাধ! অনিচ্ছায়
পাপী আমি। ম্লেচ্ছ-কুল কাল কর হতে
রক্ষিতে তোমারে, পরায়েছি তব পায়ে
অধীনতা-পাশ। হায়, এ কলঙ্ক মোর
ঘুষিবে জগৎ। কিন্তু তুমি জান সব;
জান, দাস কতদূর দোষী; জননি গো!
ক্ষম এ দাসেরে। কাপুরুষ আমি অতি,
অযোগ্য করিতে বাস ক্ষত্রিয়-সমাজে।
সেই প্রায়শ্চিত্ত হেতু এ ছার জীবন

বিসর্জ্জন দিব আজি এই চিতানলে,—
চিতানলে পাপানল হইবে নির্ব্বাণ!
জ্বলিছে প্রোজ্জ্বল চিতা, আগত আমার
অন্তিম সময় এবে। কোথা প্রজাগণ!——
অভাগার হৃদয়ের ধন,—দেখে যারে
একবার, ভাগ্যহীন ভূপ তো সবার
ছাড়িয়া চলিল সব চিরদিন তরে।
করেছি পীড়ন কত হায় অজানত,—
কত দোষে দোষী আমি তোমাদের কাছে,—
অন্তিম সময়ে মম ক্ষম সে সকল।
যে ভাল বেসেছি আমি তোমাদের, যদি
চিরি বক্ষ মম পারিতাম দেখাইতে—
দেখাতাম সব। বৃথা বলা আর তাহা;
পরমেশ-করে আমি সঁপিয়া সকল
নিতেছি বিদায়। এই শেষ নিবেদন
রাখিও ভারতে;—তবে বিদায়! বিদায়!
কোথা রে অনঙ্গ! আয় বাপ কাছে, দেখি
জনমের মত স্নেহময় মুখ তোর।
আয় রে অভাগা পুত্র, আয় কোলে আয়,
অন্তিম সময়ে বক্ষ করিতে শীতল।
বড় পিতৃভক্ত তুমি; বড় কষ্ট পাবে
বৎস, বিহনে আমার। আহা, আদরের
ধন তুমি চিরদিন! ভেবেছিনু মনে.

দেখি পুত্রবধূ-মুখ, স্বর্ণে বিবাহিতা,
বসায়ে তোমারে পঞ্চনদ-সিংহাসনে,
হরিষে বিদায় নিব সংসারের কাছে।
কিন্তু বিধি বাদী মোরে, না পুরিল সাধ ;
মনের বাসনা যত রহিল মনেতে,
অভিলাষ অভিলাষী রহিল রে মোর।
চলিলাম ছাড়ি পৃথ্বি জনমের মত ;—
বৎস ! পিতৃহীন হয়ে কেঁদোনা আমার
তরে, নয়নের জলে নিভা'ওনা ক্রোধানল
যবনের প্রতি। বসি সিংহাসনে তুমি
প্রজা-বৃন্দে রেখো সদা সুখে ; এবে বৎস,
আসি তবে, মনে রেখো,—বিদায় ! বিদায় !
উদ্দেশে জীবিতেশ্বরি তোমার নিকটে
নিতেছি বিদায়, দেহ প্রফুল্ল অন্তরে
বিদায় আমারে—ওহ ! আর না—বিদায় !

নেপথ্যের চতুর্দ্দিকে। মহারাজ ! আমাদের অনাথ করে যাবেন না। মহারাজ ! আপনি আমাদের পিতা। মহারাজ ! আপনি আমাদের প্রতিপালক। উপবনের দোর ভাঙ্গ—আমরা গিয়ে আমাদের প্রজাবৎসল মহারাজকে দেখব, না হয় তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই আমরা আগুনে ঝাঁপ দিব, দোর খোল, দোর খোল, দ্বারবান, দোর খোল।

জয়। বায়ুর গতিতে আমার চিতারোহণের কথা বিস্তৃত হল না কি ? আর না—আর না—মায়াপাশ ছিন্ন করেছি—আর কারও কথা ভাব্‌ব না। হে অগ্নিদেব ! আমায় গ্রহণ কর।

([illegible])

নেপথ্যে। মহারাজ! মহারাজ! দাঁড়ান—দাঁড়ান!

(লক্ষ্মীদেবীর প্রবেশ)

কৈ, কৈ, কৈ মহারাজ? (সরোদনে) অ্যাঁ!—গেছেন, গেছেন, দাসীকে ফেলে গেছেন? চিরসঙ্গীনিকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন না? কিন্তু আমি এক মুহূর্ত্তও তাঁর সঙ্গ ছাড়া থাক্‌ব না। (অত্যন্ত রোদনের সহিত) বাবা অনঙ্গ, আমিও যাই! আশীর্ব্বাদ করি, চিরকাল সুখে থেকো। বাবা, দুঃখিনীর মনের আশা মনেই রইল, যা হোক, আমার স্বর্ণকুন্তলাকে দেখো, সৎপাত্রে তার বিবাহ দিও, সৎপাত্রী দেখে আপনি বিবাহ কর। মাগো, আর সয় না—মহারাজ, এই আমি চল্লেম।

(বেগে চিতাগ্নি মধ্যে পতন)

(স্বর্ণকুন্তলার প্রবেশ)

স্বর্ণ। মানুষগুল পতঙ্গ, আলো দেখ্‌ছে আর ঝুপ ঝুপ করে এসে পড়ছে। হা হা হা, বেশ আলো, ঐ সুশীতল অগ্নি-সরোবর হতে আমি একবার স্নান করে আসি।

(চিতাগ্নি মধ্যে পতন)

নেপথ্যে। (সরোদনে) সর্ব্বনাশ হল রে, সর্ব্বনাশ হল! এমন সর্ব্বনাশ কেউ কখন দেখে নি।

অন। (চমকিত হইয়া) ধরি, ধরি, ধরতে পারলেম না,——কে যেন হাত বেঁধে রাখলে। বারণ করি, বারণ করি, মুখদে কথা বেরুল না—কে যেন মুখ চেপে ধরলে। ওহ! কি হল! সব গেল—সব গেল—সব গেল—হা পিতঃ! হা মাতঃ! হা ভগ্নি! (মূর্চ্ছিত হইয়া পতন।)